

নৌপরিক্রমা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ত্রৈমাসিক মুখপত্র

www.navy.mil.bd

Vol 34 ■ Issue 03 ■ June 2018

৩৪ বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জুন ২০১৮



বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মুলের গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন
ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনন্য অর্জন

সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ-ভারত নৌবাহিনীর যৌথ টহল
মিসাইল টেকনোলজিতে জায়গা করে নিচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টিং
জাহাজনির্মাণ শিল্প: নতুন পথে হাঁটছে যুক্তরাজ্য
স্মৃতিতে শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী

নৌপরিক্রমা এ সংখ্যায় থাকছে

বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন আরও দক্ষ
ও ভারসাম্যপূর্ণ ত্রিমাত্রিক শক্তিসম্পন্ন
বাহিনী। এই অগ্রযাত্রার প্রবাহ অক্ষুণ্ণ
রাখতে প্রয়োজন সমসাময়িক
কলাকৌশল ও তথ্যভিত্তিক একটি
মুখপত্র, যা হতে পারে সম্মিলিত
প্রেরণার অংশ। আর সে লক্ষ্যেই ক্রমশ
পাল্টে যাচ্ছে আমাদের প্রিয়
নৌপরিক্রমা। উন্নত ও সমৃদ্ধ
নৌপরিক্রমার প্রয়োজনে, আমরা আরও
বহুদূর এগোবার প্রত্যাশায় আপনার
সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করছি।

সমুদ্র তরঙ্গ



২০

জাহাজনির্মাণ শিল্প: নতুন পথে হাঁটছে যুক্তরাজ্য

মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরনের যুদ্ধজাহাজ সংগ্রহের জন্য একটি
নতুন পরিকল্পনা গঠন করেছে যুক্তরাজ্যের সরকার।
দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সে দেশের জাহাজনির্মাণকারী শিল্প
প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিশি একেবারে বদলে দিতে যাচ্ছে
এই নতুন পরিকল্পনা। নতুন এই নীতিমালায় ২০১৬ সালে
স্যার জন পার্কারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপোর্টে দেওয়া সকল
পরামর্শই বিশদভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের
ব্যাপক রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার রয়্যাল নেভির টাইপ
৩১ই জেনারেল পারপাস ফ্রিগেট প্রোগ্রামকে 'পথনির্দেশক'
হিসেবে ব্যবহার করবে।

সমুদ্র তরঙ্গ



২৮

মিসাইল প্রযুক্তিতে নতুন মাত্রা আনছে থ্রিডি প্রিন্টিং

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা খাতের যন্ত্রপাতি ও
অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং (এএম)
ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। আধুনিক মিসাইল প্রযুক্তিতেও
যুগান্তকারী বিপ্লব নিয়ে আসছে এই থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি।
বেশ কয়েকটি মিসাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই
তাদের পণ্যের ডিজাইন এবং প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে এএম
ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই রেখিওন, আইডি
বিডিএ, লকহিড মার্টিনসহ বিভিন্ন কোম্পানি ভবিষ্যতের
এই প্রযুক্তিতে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে।
সামরিক সরঞ্জাম পরিবহনের বিশাল ঝুঁকি কমিয়ে
যুদ্ধক্ষেত্রে বসেই এই প্রযুক্তির কল্যাণে খুব অল্প সময়েই
নিজেদের পছন্দমতো যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করা যাবে।





বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মূলের গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন ভূমধ্যসাগরে শান্তিরক্ষায় নৌবাহিনীর অনন্য অর্জন

সম্পাদকীয় ■ ০৪

শীর্ষ সংবাদ ■ ০৫

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা দিবস উদযাপন

উন্নয়ন পরিক্রমা ■ ২২

নৌবাহিনীর চলমান অবকাঠামো ও সরঞ্জামাদির উন্নয়ন বিষয়ে

সমুদ্রে দুর্জয় ■ ৩১

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলসীমায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

জাতিসংঘ মিশনে ■ ৩৪

বৈশ্বিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী

নৌশক্তি দেশে দেশে ■ ২৪

আধুনিক প্রযুক্তি ও আন্তর্জাতিক নৌতৎপরতা সংবাদ

সংবাদ পরিক্রমা ■ ৩৬

নৌঅঞ্চলের নিয়মিত সংবাদ

নৌঅঞ্চলের ক্রীড়া-শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অন্যান্য সংবাদ

নৌপরিবার পরিক্রমা ■ ৪৪

নৌপরিবারের বিভিন্ন কার্যক্রম ও আয়োজনের খবর

৪৭

ঐতিহাসিক নৌযুদ্ধ

কওলুনের যুদ্ধ

কওলুনের যুদ্ধ ইতিহাসের কোনো বিরাট নৌযুদ্ধ নয় বরং এটি কারো কারো কাছে দাম্পা হিসেবেই সমধিক বিবেচিত। তবে এই যুদ্ধই এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের বাঁক বদলে দিয়েছিল। অনেকদিন ধরেই ব্রিটিশদের আফিম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে যে যুদ্ধ আসন্ন ছিল কওলুন যুদ্ধের ফলে তা প্রথম আফিম যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। তাই একে বলা হয় ‘আফিম যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র লড়াই’। তিন বছর ব্যাপী এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ব্রিটেন চীনে ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করে নেয়- হংকংকে ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং ব্রিটিশরা চীনের পাঁচটি বন্দরে প্রবেশের সুযোগ পায়।



দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জাহাজ হিসেবে ২০১০ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধ জাহাজ বানৌজা ওসমান এবং মধুমতি মেরিটাইম টাস্কফোর্সে (এমটিএফ) যোগদান করে। ২০১৪ সালে জাহাজ দুটি তাদের কার্যক্রম শেষ করে ফিরে আসলে একই বছর মে মাসে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল লেবাননে মাল্টিন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশই একমাত্র দেশ একই সাথে যাদের দুটি জাহাজ গৌরবের সাথে এমটিএফ এ দায়িত্ব পালন করে।

১২

বিশেষ রচনা



০৮

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা

সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ-ভারত নৌবাহিনীর যৌথ টহল

২৮ জুন ২০১৮। চট্টগ্রাম নৌ জেটি থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘বানৌজা আবু বকর’ এবং ‘বানৌজা ধলেশ্বরী’। সাথে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ‘আইএনএস সাতপুরা’ ও ‘আইএনএস খেদমত’। ২৪৯ জন নৌসদস্য নিয়ে ‘বানৌজা আবু বকর’ এবং ১৭১ জন নৌসদস্য নিয়ে ‘বানৌজা ধলেশ্বরী’ ভারতের যুদ্ধজাহাজ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে চলে। বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্র সীমায় পৌঁছে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথম বারের মতো যৌথ টহল কার্যক্রমে অংশ নেয়। দুই দেশের সমুদ্রসীমায় সূচিত হয় যৌথ টহলের এক অনন্য নিদর্শন-কোঅর্ডিনেটেড প্যাট্রল (করপ্যাট)।

শ্রদ্ধাঞ্জলি



১৯

শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উন্নত শির শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী

২৭ জুন দক্ষিণ সুদানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের গুলিতে শহীদ হন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মরত লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। জাতিসংঘের গর্বিত সদস্য হিসেবে শহীদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর অসামান্য আত্মত্যাগকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষে বিশেষ প্রতিনিধি এবং দক্ষিণ সুদানে নিয়োজিত শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধানসহ বাংলাদেশ নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় দ্বায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শহীদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর এই মহান আত্মত্যাগ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।



উপদেষ্টা

রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল
এনইউপি, এনডিসি, একুডব্লিউসি, পিএসসি

প্রধান সম্পাদক

কমডোর এম সোহায়েল
(চ্যাজ), এনইউপি, পিপিএম, পিএসসি, বিএন

সম্পাদক

ইঃ লেঃ কমান্ডার বরুণ কুমার সরকার, বিএন

সহকারী সম্পাদক

লেঃ কমান্ডার এম নাকিউর রহমান, (এনডি), পিসিজিএম, বিএন

সম্পাদনা সহকারী

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সিপিও
মোঃ সোলায়মান, পিও (রাইটার)
মোঃ পিয়ারুল ইসলাম, এলএসএ

আঞ্চলিক প্রতিনিধি

ঢাকা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ এম ফারুকুল ইসলাম, বিএন

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল: লেঃ কমান্ডার এম জুবায়ের আহমেদ,
(এইচ-৩), বিএন

খুলনা নৌঅঞ্চল: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম কুতুব উদ্দিন, বিএন

কমান্ডার বিএন ফ্লিট: ইঃ লেঃ কমান্ডার এম সেলিম আখতার, বিএন

কমান্ডার ফ্লোটলা ওয়েস্ট: ইঃ লেঃ কমান্ডার উম্মে ফারহানা এলিন, বিএন

বিএন ডকইয়ার্ড: লেঃ এম সারোয়ার হাবিব, (এস), বিএনভিআর

কমসোয়াডস: লেঃ তানজীম জাহীম মজুমদার, (এস), বিএন

কমন্যান্ড: লেঃ ফারজানা নাছির, (এল), বিএন

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি: ইঃ লেঃ এম আনোয়ার হোসেন, বিএন

বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম: ইঃ লেঃ মাইমুনা বিনতে মাহফুজ, বিএন

সম্পাদকীয় যোগাযোগ

নৌপরিক্রমা, নৌগোয়েন্দা পরিদপ্তর, নৌসদর, বনানী,

ঢাকা-১২১৩

ইমেইল: dninauporikroma@gmail.com

ওয়েব: www.navy.mil.bd

কন্টেন্ট পরিকল্পনা, রচনা, পরিমার্জনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনা

এনলাইটেন ভাইবস

বাড়ি-৪, সড়ক-৭/বি, সেক্টর-৩

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

ফোন: ০১৭০৯ ৩৭১ ৯৮১

ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মলের গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন

বিশ্বশান্তিরক্ষায় অনন্য অবদান রেখে সম্প্রতি লেবানন থেকে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজ বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মল। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে ৪১টি দেশ লেবাননে কাজ করলেও এর মধ্যে মাত্র ছয়টি দেশ মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অন্তর্গত। বাংলাদেশ নৌবাহিনী যার অন্যতম অংশীদার। তবে বাংলাদেশের অনন্যতা অন্য জায়গায়- বাকি পাঁচটি দেশের একটি করে জাহাজ থাকলেও, এটিই একমাত্র দেশ যার ২টি যুদ্ধজাহাজ যুগপৎ ভূমধ্যসাগর দাপিয়ে বেড়িয়েছে, রুখে দিয়েছে লেবাননের ভূখন্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ, প্রতিহত করেছে শান্তি বিনষ্টকারীদের অতর্কিত আক্রমণ। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ দেওয়ার মাধ্যমে আরও দক্ষ করে তুলেছে লেবানিজ বাহিনীকে।

লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (ইউনিফিল)-এ ২০১০ সালের মে মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ, শান্তি মিশনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জাহাজ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওসমান এবং মধুমতি ভূমধ্যসাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্কফোর্সে যোগদান করে। ২০১৪ সালে জাহাজ দুটি তাদের কার্যক্রম শেষ করে ফিরে আসলে একই বছর মে মাসে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মল লেবাননে মাল্টিন্যাশনাল টাস্কফোর্সে অংশগ্রহণ করে। এই টাস্কফোর্সে বাংলাদেশ ছাড়াও জার্মানি, তুরস্ক, গ্রিস, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়া নৌবাহিনীর জাহাজ মোতায়ন রয়েছে।

বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মল লেবাননের বাংলাদেশিদের কাছেও ছিল এক আত্মার নাম। বিভিন্ন সময় লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ফ্রিগেট আলী হায়দারের দুজন চিকিৎসক লেবাননের প্রবাসী বাঙালিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করেন। লেবাননে চিকিৎসা খরচ অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের পক্ষে চিকিৎসকদের কাছে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে এ ধরনের মেডিকেল ক্যাম্প ব্যাপক সাড়া ফেলে।

এবারের নৌপরিক্রমায় থাকছে লেবাননের শান্তিরক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বাক্ষর রেখে দেশে প্রত্যাবর্তন করা বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মলের আদ্যোপান্ত।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রতিরক্ষা খাতের যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে অ্যাডিটিভি ম্যানুফ্যাকচারিং (এএম) পদ্ধতির ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে প্রপালশন এবং লাইটারের ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশমান প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে এই থ্রিডি প্রিন্টিং। পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে মিসাইল নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন থ্রিডি প্রিন্টেড ওয়ারহেড এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য উপকরণ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যদিও এএম এখনো খুব একটা সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের মিসাইল তৈরির অগ্রগতি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি এএম সিস্টেমের মাধ্যমে পূর্ণ ক্ষমতার একটি মিসাইল তৈরি দেখতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। তবে বর্তমানে যেরকম দ্রুত আর কার্যকারিতার সাথে এই প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটে চলেছে তাতে নিশ্চিত করে বলা যায় অদূর ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা খাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে চলেছে এএম। এএম প্রযুক্তি নিয়ে থাকছে বিশেষ আয়োজন।

প্রিয় পাঠক, ত্রিমাত্রিক সক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত গতিতে। আপনাদের সাথে নিয়ে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হচ্ছে পথে নৌপরিক্রমাও। আপনাদের সর্বসঙ্গী মঙ্গল কামনা করছি। শুভেচ্ছা।



আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে মহামান্য রাষ্ট্রপতি

আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপন

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও গত ২৯ মে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উদযাপিত হয়েছে। এ বছর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যদের গৌরবময় অংশগ্রহণের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এবং বিশ্বের সব দেশের শান্তিরক্ষীদের অসামান্য অবদানকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণে রেখে দিবসটি পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, জাতিসংঘ মহাসচিব এবং জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী পৃথক পৃথক বাণী দিয়েছেন। এ দিন বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শহীদ শান্তিরক্ষীদের নিকটাত্মীয় এবং আহত শান্তিরক্ষীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনায় রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ওপর বিশেষ উপস্থাপনার আয়োজন করা হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণের ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি একটি স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন। এ ছাড়া সেনাপ্রধান রাষ্ট্রপতিক জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের অংশগ্রহণের ৩০ বছর পূর্তির মনোগ্রাম সংবলিত ক্রেস্ট উপহার দেন। অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী, সেনাবাহিনী প্রধান বক্তৃতা করেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া

সপেপো। এ ছাড়াও মন্ত্রী পরিষদের সদস্যগণ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বসহ উর্ধ্বতন সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং কূটনৈতিকগণ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ স্থানে শান্তিরক্ষার কাজে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর যেসব সদস্য নিঃস্বার্থভাবে ও সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত অবস্থায় যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেইসব বীর শহীদদের স্মরণ করেন এবং আহত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

এ সময় রাষ্ট্রপতি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর আগে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন এবং এ বিষয়ে বিপস্টের অবদান তুলে ধরা হয়। ঢাকার তেজগাঁওস্থ পুরাতন বিমানবন্দর মসজিদ কমপ্লেক্সে এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরে পিসকিপার্স রানের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে 'পিসকিপার্স রান' উদ্বোধন করেন। পিসকিপার্স রানে অংশ নেন সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশের শান্তিরক্ষীগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহের মনোনীত প্রতিনিধিগণ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা। দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরার লক্ষ্যে বিশেষ

জার্নাল ও বিভিন্ন দৈনিকে বিশেষ ফ্রোডপত্র প্রকাশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারসহ বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে বিশেষ টকশো সম্প্রচারিত হয়। এ ছাড়া শান্তিরক্ষায় বাংলাদেশের কার্যক্রমের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য বেসরকারি চ্যানেলে প্রচারিত হয়। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ বাংলাদেশ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ১৯৮৮ সাল থেকে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারী মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করে চলেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনা ও বিমান বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সশস্ত্র বাহিনীর ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সম্মানে গত ২৯ মে ঢাকা সেনানিবাসের সেনা মালক্ষে এক ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই ইফতার মাহফিলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসে পৌঁছালে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণ তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছাড়াও অন্য অতিথিদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ইফতারের পূর্বে সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়ন, দেশের অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে অন্যতম শীর্ষ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ বাংলাদেশ। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে ১৯৮৮ সাল থেকে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ অদ্যাবধি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্যরা সর্বোচ্চ পেশাদারী মনোভাব, আনুগত্য ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সততা ও নিষ্ঠার সহিত কর্তব্য পালন করে চলেছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের সেনা ও বিমান বাহিনী এবং বাংলাদেশ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনীও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাদের অনন্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দেশের সুনাম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ একটি মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। ইফতার মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত, শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, সমাজকল্যাণমন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, সেনাবাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, বিমান বাহিনী প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) এবং ডিপ্লোমেটিক কোরের ডিন জর্জ কোচারি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। অন্যান্যদের মাঝে মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, তিন বাহিনীর সাবেক প্রধানগণ, কূটনীতিক ও উচ্চ পদস্থ অসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণও এই ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠিত হলো নবীন নাবিকদের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ-২০১৮

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২০১৮-এ ব্যাচের ৭৭৪ জন নবীন নাবিকের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ গত ২১ জুন খুলনার নৌঘাঁটি বানোজা তিতুমীর প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও আকর্ষণীয় মার্চপাস্টের সালাম গ্রহণ করেন। মনোজ্ঞ এ কুচকাওয়াজে অন্যান্যের মাঝে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল), খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, খুলনা ও যশোর এলাকার পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ, স্থানীয়

গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং নবীন নাবিকদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পরে নৌবাহিনী প্রধান কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। নৌবাহিনীর ২০১৮-এ ব্যাচের নবীন নাবিকদের মধ্যে মো. আবু রায়হান, ডিই/পিএম-২/ইউটি পেশাগত ও সকল বিষয়ে সেরা চৌকস নাবিক হিসেবে ‘নৌপ্রধান পদক’ লাভ করেন। এ ছাড়া হাবিবুর রহমান, ডিই/ইউসি/ইউটি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ‘কমখুল পদক’ এবং মো. শাহাদাত হুসাইন, ডিই/টপ-২/ইউটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে ‘তিতুমীর পদক’ লাভ করেন। নৌপ্রধান নবীন নাবিকদের উদ্দেশ্যে তার ভাষণে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার স্বপ্নটি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অসামান্য অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। সেই সাথে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী বীর নৌসেনা ও মহান মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথাও বিনশ্রুতিতে বিশেষ শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতা এবং পরবর্তীতে তার সুযোগ্য উত্তরসূরী বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের ক্রমাগত অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সামরিক বাহিনী, বিশেষ করে নৌবাহিনীর অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।” নৌপ্রধান বলেন, “নৌবাহিনীকে একটি আধুনিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকারের সময়ে নৌবহরে যুক্ত হয়েছে সর্বোচ্চ সংখ্যক যুদ্ধজাহাজ, মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্রাফট, হেলিকপ্টার ও বিশেষায়িত ফোর্স সোয়াডস। এ ছাড়া গত বছর নৌবহরে দুটি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন ত্রিমাত্রিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাশাপাশি পটুয়াখালীর রাবনাবাদে নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ নৌঘাঁটি বানোজা শের-ই-বাংলা, ঢাকার খিলক্ষেতে বানোজা শেখ মুজিব নামে পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি এবং চট্টগ্রামের পেকুয়ায় একটি সাবমেরিন ঘাঁটি বানোজা শেখ হাসিনার নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের প্রশিক্ষণের মান ও অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। স্কুলটিকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার জন্য একটি মানসম্পন্ন ১০তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবনের নির্মাণ কাজ খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। নবীন নাবিকদের প্রশিক্ষণ আরও যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে সিলেবাসে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বিভিন্ন বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।” নৌপ্রধান নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসাবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। এ ছাড়া পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেয়ায় নৌপ্রধান নবীন নাবিকদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং সকল নৌসদস্যকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশ সেবায় একযোগে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

চট্টগ্রামে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষে বিশেষ সেমিনার

সমুদ্রে নিরাপদ জাহাজ চলাচল, ব্লু ইকোনমির উন্নয়ন, সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষায় হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব তুলে ধরতে বিশ্বব্যাপী ‘হাইড্রোগ্রাফি দিবস-২০১৮’ পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে গত ২১ জুন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ব্যবস্থাপনায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে ‘স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্স’ (এসএমডব্লিউটি) অডিটোরিয়ামে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে সমুদ্রপথের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, সমুদ্রপথে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল ‘বাথেমেট্রি-দ্য ফাউন্ডেশন ফর সাসটেইনেবল সিস, ওশেনস অ্যান্ড ওয়াটারওয়েস’। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি। এ ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মেরিটাইম সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিগণ, ন্যাশনাল হাইড্রোগ্রাফিক কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন

নবীন নাবিক শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজে প্যারেড পরিদর্শন করছেন নৌবাহিনী প্রধান



বিষয়ক ২০৩০ কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার পরিবেশবান্ধব ব্যবহার। সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা এবং প্রকৃতির ওপর সম্যক জ্ঞান লাভ ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় বিধায় বিশ্বব্যাপী হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া নৌবাহিনীর তৈরিকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে। এ সকল চার্ট মুদ্রণ ও বিশ্ববাজারে বিক্রির মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইলেকট্রনিক নেভিগেশনাল চার্ট তৈরির সামর্থ্য অর্জন করেছে যা বিশ্বব্যাপী মেরিনারদের জন্য সহজলভ্য করার প্রক্রিয়া চলছে। এর ফলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী দেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য প্রসারে এবং নিরাপদ নেভিগেশনে আরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য, বিশ্ব অর্থনীতির উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরণের জন্য প্রাচীনকাল থেকেই সাগর-মহাসাগর বা নৌপথই অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্ব বাণিজ্যের শতকরা নব্বই ভাগের বেশি পণ্য সমুদ্রের মাধ্যমে পরিবহন করা হয়ে থাকে। ফলে জাহাজের নিরাপদ চলাচলের জন্য সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা অতীব জরুরি। হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভিসেস সমুদ্রে নিরাপদ চলাচলের লক্ষ্যে নটিক্যাল চার্ট ও পাবলিকেশন এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া সমুদ্র তলদেশের আকৃতি-প্রকৃতি ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমুদ্রপৃষ্ঠের



মোংলা বন্দরের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ

উচ্চতা বৃদ্ধি, তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, ড্রেজিং, অফশোর কনস্ট্রাকশন, ক্যাবলস ও পাইপলাইন স্থাপন, টেলিকমিউনিকেশন, আবহাওয়া ও জলবায়ু বিজ্ঞান, সামুদ্রিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, অ্যাকুয়াকালচার, ফিশিং, বায়োমেডিসিন, সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রমে হাইড্রোগ্রাফিক বিভিন্ন গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যা একদিকে অর্থনীতিতে টেকসই উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে তেমনি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। সমুদ্রের উত্তরোত্তর ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় হাইড্রোগ্রাফিক কর্মকাণ্ডের গুরুত্ব ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে।

মোংলা বন্দরের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতি

গত ৪ এপ্রিল মোংলা বন্দরের ৬৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ। এ সময় তিনি বৃক্ষরোপণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভিডিও

চিত্রের মাধ্যমে ৪টি প্রকল্পের উদ্বোধন, ক্রেস্ট বিনিময়, ভাষণ প্রদান এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। অনুষ্ঠান শেষে তিনি হোটেল পারিজাতে রাত্রি যাপন করেন। অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নৌঅঞ্চল, চেয়ারম্যান মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, ডিডিজি কোস্টগার্ড, অধিনায়ক বানৌজা মোংলা এবং জোনাল কমান্ডার পশ্চিমসহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ৫ এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি সপরিবারে সুন্দরবনের করমজল ও হারবাড়িয়া ভ্রমণ করেন। রিভারকুজে মহামান্য রাষ্ট্রপতির পরিবারবর্গসহ সফর সঙ্গী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চেয়ারম্যান মোংলা বন্দর, সংসদ সদস্য তালুকদার আব্দুল খালেক, বিভাগীয় কমিশনার লুকমান হোসেন মিয়া, বাগেরহাট জেলা প্রশাসক তপন কুমার বিশ্বাসসহ পদস্থ সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাগণ।

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক ২০৩০ কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং তার পরিবেশবান্ধব ব্যবহার। সমুদ্রের তলদেশের গভীরতা এবং প্রকৃতির ওপর সম্যক জ্ঞান লাভ ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয় বিধায় বিশ্বব্যাপী হাইড্রোগ্রাফির গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইতিমধ্যে সমুদ্রে নিরাপদ নেভিগেশনের জন্য আন্তর্জাতিক মানের নটিক্যাল চার্ট তৈরির সক্ষমতা অর্জন করেছে। এ ছাড়া নৌবাহিনীর তৈরিকৃত চার্টসমূহ বিশ্বব্যাপী মেরিনারগণ তাদের বাণিজ্যিক জাহাজসমূহের সমুদ্রে নেভিগেশনের জন্য ব্যবহার করছে। এ সকল চার্ট মুদ্রণ ও বিশ্ববাজারে বিক্রির মাধ্যমে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করেছে।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন)





ডিজিটাল গ্লোব স্পর্শের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ টহল কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ও ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ-ভারত নৌবাহিনীর যৌথ টহল

২৮ জুন ২০১৮। চট্টগ্রাম নৌজেটি থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘বানৌজা আবু বকর’ এবং ‘বানৌজা ধলেশ্বরী’। সাথে ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ ‘আইএনএস সাতপুরা’ ও ‘আইএনএস খেদমত’। ২৪৯ জন নৌসদস্য নিয়ে ‘বানৌজা আবু বকর’ এবং ১৭১ জন নৌসদস্য নিয়ে ‘বানৌজা ধলেশ্বরী’ ভারতের যুদ্ধজাহাজ সঙ্গে নিয়ে বঙ্গোপসাগরের উত্তাল ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে চলে। বাংলাদেশ ও ভারতের সমুদ্র সীমায় পৌঁছে নির্দিষ্ট এলাকায় প্রথম বারের মতো যৌথ টহল কার্যক্রমে অংশ নেয়। দুই দেশের সমুদ্রসীমায় সূচিত হয় যৌথ টহলের এক অনন্য নিদর্শন-কোঅর্ডিনেটেড প্যাট্রল (করপ্যাট)। বাংলাদেশ ও ভারত সমুদ্রসীমা একই আন্তর্জাতিক সমুদ্র সীমারেখা দ্বারা বিভক্ত হওয়ায় সমুদ্র এলাকায় অবৈধভাবে মৎস্য আহরণ, চোরাচালান ও মানবপাচার, জলদস্যুতা ও সন্ত্রাসবাদ এবং মাদক পাচারসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড নিরসনের লক্ষ্যে এ যৌথ টহল পরিচালিত হয়। এই যৌথ টহল বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নিঃসন্দেহে নতুন মাত্রা এনেছে। সম্পর্কের এই নবধারা অব্যাহত রাখতে এখন থেকে নিয়মিতভাবেই বাংলাদেশ ও ভারতীয় সমুদ্রসীমার নির্ধারিত এলাকায় এধরনের যৌথ টহল কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

গাঢ় নীল জলরাশির অতলান্ত বঙ্গোপসাগর। সম্পদে-সৌন্দর্যে বিপুল তার সম্ভার। ভূরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে বিশ্বের বৃহত্তম এ উপসাগরটি বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশসমূহের কাছে দিন দিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এসব দেশ তাদের নিরাপত্তা হতে শুরু করে আর্থসামাজিক উন্নয়ন-সকল ক্ষেত্রেই বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে কৌশল নির্ধারণ করে। প্রায় ভূখন্ডের দ্বিগুণ আকৃতির বর্ধিত জলসীমা নিয়ে বাংলাদেশও নতুন করে সাজাচ্ছে বঙ্গোপসাগর কেন্দ্রিক কৌশলনীতি। এর একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে-নিরাপত্তা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং বঙ্গোপসাগরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম-যেমন, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল, মাছ ধরা এবং খনিজ সম্পদ ও ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নির্বিলম্ব ও নজরদারি করার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ধারাকে বেগবান করা। আর এ দায়িত্বের প্রধান ভূমিকায় রয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। এ রকম বিপুল-বিস্তৃত জলসীমায় সূচারুভাবে দায়িত্বপালনে নৌবাহিনী নিয়মিতই দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা, তথ্য ও যোগাযোগের পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং নানা সেমিনার-সিম্পোজিয়াম-মহড়ার মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশগুলোর



সমুদ্রসীমায় বাংলাদেশ-ভারতের যৌথ টহল এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ

সাথে সমন্বয় বজায় রাখছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সাথে সবসময়ই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে কাজ করেছে ভারতীয় নৌবাহিনী। বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসা এই বন্ধুত্বের সম্পর্কে আরও একটি অর্জন যৌথ টহল করপ্যাট।

বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মতো দুই দেশের সমুদ্রসীমার নির্ধারিত এলাকায়-২৮ জুন বাংলাদেশের জলসীমা হতে শুরু হয়ে ৩ জুলাই ভারতের বিশাখাপত্তনম পৌঁছে শেষ হয় এই টহল। সেখান থেকে ৪ জুলাই

ফিরতি যাত্রা শুরু করে ৮ জুলাই বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে 'বানৌজা আবু বকর' এবং 'বানৌজা ধলেশ্বরী'।

২৭ জুন ২০১৮ চট্টগ্রামে বানৌজা ঈসা খান এসএমডব্লিউটি মিলনায়তনে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ ও ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল সুনীল লানবা। যৌথ এই টহলে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ 'বানৌজা আবু বকর' ও 'বানৌজা ধলেশ্বরী' এবং এমপিএ (মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট); ভারতীয় নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ 'আইএনএস সাতপুরা' ও 'আইএনএস খেদমত' এবং এমপিএ অংশগ্রহণ করে। দুই দেশের এই যৌথ টহল বঙ্গোপসাগরে নিজ নিজ জলসীমায় সমুদ্র বিষয়ক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রপথে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিভিন্ন অপরাধ নিরসনকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পদক্ষেপ আঞ্চলিক সমুদ্র

নিরাপত্তা রক্ষা, সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা এবং সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দুইজন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজে এবং দুইজন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজে এই বিশেষ টহল পর্যবেক্ষণ করেন।

এই ধরনের যৌথ টহল দুই দেশের জলসীমায় অপরাধ নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বিশাল সমুদ্র এলাকায় এককভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জের বিষয়। এক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা, এ সংক্রান্ত তথ্যাদির আদান-প্রদান এবং সমন্বিত নজরদারি সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তাকে জোড়দার করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। যা এই অঞ্চলের সমুদ্র বিষয়ক সচেতনতাকে বহুলাংশে বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবে। সেইসাথে বঙ্গোপসাগরে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এরকম যৌথ টহল আয়োজনের জন্য তিনি বাংলাদেশ ও ভারতীয় সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। যৌথ এ টহলকে ফলপ্রসূ করতে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের বিশেষ ভূমিকারও প্রশংসা করেন তিনি। নৌবাহিনী প্রধান বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের একটি যুগান্তকারী সময় পার করছে। বিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐতিহাসিক এই উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ

দুই দেশের এই যৌথ টহল বঙ্গোপসাগরে নিজ নিজ জলসীমায় সমুদ্র বিষয়ক অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য আদান-প্রদান, তথ্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনা, সমুদ্রপথে অবৈধ কার্যক্রম পরিচালনাকারী জাহাজসমূহ চিহ্নিতকরণ ও বিভিন্ন অপরাধ নিরসনকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই পদক্ষেপ আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তা রক্ষা, সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা এবং সমুদ্র অর্থনীতির উন্নয়নে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। এ ছাড়া পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে দুইজন ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজে এবং দুইজন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজে এই বিশেষ টহল পর্যবেক্ষণ করেন।

নিজ নিজ সমুদ্রসীমায় যৌথ টহলে যোগ দিতে বঙ্গোপসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ 'আবু বকর' ও 'ধলেশ্বরী' এবং ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজ 'সাতপুরা' ও 'খেদমত'



গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান

ভূমিকা রাখবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান বলেন, ভারত সবসময়ই বাংলাদেশের সাথে সহঅবস্থানে থেকে বিশাল সমুদ্র এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, সন্ত্রাসবাদ দমন, যেকোনো দুর্যোগ মোকাবিলা, সমুদ্র সম্পদ রক্ষাসহ রু ইকনোমির উন্নয়নে একসাথে কাজ করে যেতে আগ্রহী। দুই দেশের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে নৌপ্রধানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নৌবাহিনী এখন এগিয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে অনুষ্ঠিত ইমসারেঞ্জ এর মতো আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া সফলভাবে শেষ করায় বাংলাদেশের ভূয়সী

প্রশংসা করেন। দুই দেশের নৌবাহিনীর মধ্যকার এ ধরনের টহল, সমুদ্র মহড়া, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ভারতীয় নৌপ্রধানের বাংলাদেশ সফর

২৫ জুন ২০১৮ ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল সুনীল লানবা, পিভিএসএম, এভিএসএম, এডিসি বনানী নৌসদর দপ্তরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

করেন। এর আগে ভারতীয় নৌপ্রধান নৌসদরে এসে পৌছালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন তাঁকে স্বাগত জানান। এ সময় নৌবাহিনীর একটি সুসজ্জিত দল তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। তিনি গার্ড পরিদর্শন এবং অভিবাদন গ্রহণ করেন। সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ নৌবাহিনী প্রধান ভারতীয় নৌপ্রধানের সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং বাংলাদেশ সফরের জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বন্ধুপ্রতিম দুই দেশের ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এ সম্পর্কে আরও এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। দুই দেশের নৌপ্রধান আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তা জোরদার করতে পারস্পরিক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক উন্নয়ন, সমুদ্র নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবিলা এবং সমুদ্র বাণিজ্য রক্ষায় বহুপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরও সুদৃঢ় করতে সবধরনের কার্যক্রম অক্ষুণ্ণ রাখবেন। এ ছাড়া তারা পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে মেরিটাইম গবেষণা বাড়াতে দুই দেশের নৌসদস্যদের পারস্পরিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডিফেন্স অ্যাটাশে, ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের ডিফেন্স অ্যাটাশে, নৌসদরের পিএসওগণ এবং উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সকালে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান শিখা অনিবার্ণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন এবং একান্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

২৬ জুন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল সুনীল লানবা চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে বানৌজা নিভীক পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি বানৌজা নিভীক সোয়াডস হলে সোয়াডস এর অপারেশনাল কর্মকর্তাদের উপর ব্রিফিং, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদির উপর সম্যক ধারণা এবং কাউন্টার টেররিজম এক্স, বিওসি, আনআর্মড কমব্যাট, ভিবিএসএস, ইউডাব্লিউ ওয়েন্ডিং অ্যান্ড কাটিংসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মহড়া পরিদর্শন করেন। ২৭ জুন তিনি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি রেডকিন পয়েন্টে রাশিয়ান নাবিকের সমাধিস্থল এবং আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অসাধারণ নিদর্শন বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের অন্তর্গত নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাপসুয়েজ ল্যাব, সাইন্সল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন। একই দিন ব্যাংকুয়েট হলে আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান সস্তীক



ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান বানৌজা নিভীক পরিদর্শনকালে স্পেশাল ফোর্স সোয়াডস সদস্যরা বিভিন্ন মহড়া প্রদর্শন করেন



বিএন এতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন ভারতীয় নৌপ্রধান

অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ভারতীয় নৌবাহিনী কর্মকর্তাবৃন্দ, ডিফেন্স এটাচি, বাংলাদেশ ডিফেন্স এটাচি, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিটসহ চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৮ জুন ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধান খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন করেন। এ সময় খুলনা শিপইয়ার্ড লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর আনিছুর রহমান মোল্লা, (এল), এনইউপি, পিএসসি, বিএন তাকে স্বাগত জানান। খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শনকালে তিনি বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কার্যক্রম ঘুরে দেখেন।

ভারতীয় নৌবাহিনী সদস্যদের বানোজ শহীদ মোয়াজ্জম ও বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

২৫ জুন ভারতীয় নৌবাহিনী স্পেশাল ফোর্সের চার সদস্যের একটি দল এবং ২৬ জুন ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজ

আইএনএস সাতপুরা এবং আইএনএস খেদমত এর ৫২ সদস্যের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা ঘাঁটির সুইমিং স্পট হতে বোটে লেকক্রেজে অংশগ্রহণ করেন এবং পিকনিক স্পটে কাপ্তাই নৌঅঞ্চলের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করেন। এসময় তারা কাপ্তাই লেকে সেইলিং, পুলিং ও সাঁতারসহ বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন অ্যাক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ২৬ জুন সফরকারী ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজের ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তারা বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাপটপ ল্যাব, সাইন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন।

ভারতীয় নৌপ্রধানের সৌজন্যে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ



বানৌপক সংঘের বিভিন্ন শাখার কার্যক্রম পরিদর্শনে ভারতীয় নৌপ্রধানের স্ত্রী মিসেস রিনা লানবা



বিএন লেডিস ক্লাবের সদস্যদের সাথে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের স্ত্রী মিসেস রিনা লানবা এবং বিএন লেডিস ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক বেগম নাজমুন নিজাম

২৫ জুন ২০১৮ সালে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের স্ত্রী মিসেস রিনা লানবা বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ (বানৌপক) সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন, ঢাকা শাখা কর্তৃক পরিচালিত সেলাই প্রশিক্ষণ স্কুল, বুটিক প্রশিক্ষণ স্কুল, চিত্রাঙ্কন প্রশিক্ষণ স্কুল এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং এসব স্কুলের প্রশিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে মিসেস লানবা তার সম্মানে বিএন লেডিস ক্লাব আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম নাজমুন নিজাম উপস্থিত ছিলেন।

২৭ জুন ২০১৮ তারিখে ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের স্ত্রী মিসেস রিনা লানবা বানৌপক সংঘ কর্তৃক পরিচালিত চট্টগ্রাম আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি আশার আলো স্কুলের বিভিন্ন ক্লাসরুম ঘুরে দেখেন এবং আশার আলো কনফারেন্স রুমে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

২৮ জুন ২০১৮ তারিখে মিসেস রিনা লানবা খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরকালে তিনি নৌ পরিবার শিশু নিকেতন খুলনা, বানৌপক সংঘ খুলনা কমপ্লেক্স এবং বুটিকশপ নোঙর পরিদর্শন করেন এবং বানৌপক সংঘ খুলনা কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। পরে তিনি নৌ পরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শিক্ষা কার্যক্রম, দেয়াল পত্রিকা, বানৌপক সংঘ খুলনার লাইব্রেরি, নৃত্য ও আবৃত্তি স্কুল 'নিকুণ', চিত্রাঙ্কন স্কুল 'রংধনু', সেলাই স্কুল 'নিপুণ' এবং কাউন্সেলিং কার্যালয় খুলনা পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রাম আশার আলো স্কুলে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ঠাকা চিত্রকর্ম ঘুরে দেখেন মিসেস রিনা লানবা





উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজই লেবাননে জাতিসংঘ মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় ইউনিফিলে শান্তিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে

বানৌজা আলী হায়দার এবং বানৌজা নির্মূলের গৌরবোজ্জ্বল প্রত্যাবর্তন ভূমধ্যসাগরে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনন্য অর্জন

লেবাননের রাজধানী বৈরুতের এক স্নিগ্ধ সকাল। বন্দরে অপেক্ষমান জাহাজ বানৌজা নির্মূলে চলছে কর্মব্যস্ততা। জাহাজের অধিনায়ক মেরিটাইম টাস্কফোর্স কমান্ডারের নির্দেশনার অপেক্ষায়। নিচ্ছেন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। জাহাজের ব্রিজে সকল বিভাগের প্রধানগণ অধিনায়ককে জাহাজের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ব্রিফ করছেন। জাহাজ সমুদ্র গমনের অপেক্ষায়। বাড়ের কিছুটা পূর্বাভাস রয়েছে। স্থানীয় পরিভাষায় একে বলে গেইল। আগামী সাত দিন কিংবা প্রয়োজনে আরও বেশি দিনের জন্য জাহাজ ভূ-মধ্যসাগরের তীর ধরে লেবাননের জলসীমা পাহারা দিতে তারা টহল দিয়ে বেড়াবে। মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় বাংলাদেশসহ ৬টি দেশ ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধজাহাজ টহলের মাধ্যমে লেবানিজ জলসীমা পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত। এরই অংশ হিসেবে বানৌজা নির্মূল সমুদ্র গমনের জন্য তৈরি। এমটিএফ কমান্ডারের নির্দেশনা আসে। জাহাজ যাত্রা শুরু করে। মোটামুটি শান্ত আবহাওয়া। জাহাজ চলছে।

বৈরুত বন্দর থেকে প্রায় ৫০ নটিক্যাল মাইল সমুদ্রে ভেসে চলছে জাহাজ। জাহাজের ব্রিজে ব্যস্ত নাবিকেরা। এসময় কর্তব্যরত কর্মকর্তা খেয়াল করলেন সমুদ্রে ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়তে শুরু করেছে। বাতাসের গতি খেয়াল করলেন। জাহাজের হুইলে চিফ কোয়ার্টার মাস্টারকে কিছু একটা নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ প্রবল একটা ঢেউ জাহাজের ফক্সল (জাহাজের সামনের অংশ) পেরিয়ে ব্রিজের কাঁচে এসে পড়ল। দ্রুত হুইল ঘুরিয়ে বাতাসের অনুকূলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন কর্মকর্তা। জাহাজ প্রায় ১৫-২০ ডিগ্রি কাত হয়ে পড়লো। অধিনায়ক সামনে

এগিয়ে এলেন। জাহাজের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। ব্রিজ থেকে ঘোষিত হলো ‘সিকিউর অল লুজ গিয়ার ফরম রাফ সি’। জাহাজের চিফবোসনমেট ফক্সল (জাহাজের সামনের অংশ) হতে কোয়ার্টার ডেক (জাহাজের পেছনের অংশ) পর্যন্ত লাইফ লাইন (মোটো রশি) বেঁধে দিলেন, যাতে কেউ জাহাজের আপারডেকে (উপরের অংশে) উঠলে তা ধরে নিরাপদে ফক্সল থেকে কোয়ার্টার ডেকে যাতায়াত করতে পারে। সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল তাদের নিজ নিজ যন্ত্রাংশ সঠিকভাবে সংরক্ষণে। জাহাজের অধিনায়ক সিগন্যালের মাধ্যমে এমটিএফ কমান্ডারকে পরিস্থিতি জানালেন। বৈরী আবহাওয়ায় চলতে লাগলো জাহাজ। অধিনায়কের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি জাহাজের ফক্সল ও কোয়ার্টার ডেকের দিকে। অবশেষে এক সময় সমুদ্রের উত্তালতা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এমটিএফ কমান্ডারের নির্দেশনা মোতাবেক জাহাজের কোর্স পরিবর্তন করে নির্দেশিত কোর্সে জাহাজ পুনরায় টহল শুরু করে। এভাবেই কখনো বৈরী আবহাওয়া, উত্তাল সমুদ্র কিংবা অতর্কিতে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে ভূমধ্যসাগর দাপিয়ে বেড়িয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ আলী হায়দার ও নির্মূল এবং এদের নৌসদস্যরা।

লেবাননে এক টুকরো বাংলাদেশ

ভূমধ্যসাগর যেন লেবাননের রাজধানী বৈরুতকে অনিন্দ্যসুন্দর এক মমতা আর ভালোবাসায় আগলে রেখেছে। পুরো শহরটি সাগরের কোলধেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ বৈরুতকে মধ্যপ্রাচ্যের ‘ইউরোপ’ বলা হয়ে থাকে। বৈরুত থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরের এলাকা

নাখুরা। এখানেই আছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নিয়োজিত মেরিটাইম টাস্কফোর্সের (এমটিএফ) প্রধান কার্যালয়। বর্তমানে এমটিএফের আওতায় ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল)-এ বাংলাদেশসহ ছয়টি দেশ ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধজাহাজে টহলের মাধ্যমে দেশটির জলসীমা পাহারা দিয়ে আসছে। এমটিএফের কার্যালয়ে ঢুকতেই একটি স্মৃতিস্তম্ভ চোখে পড়ে। লাতিন ভাষায় তাতে লেখা ‘নাবিকদের শান্তিস্তম্ভ’। ভূমধ্যসাগরের তীরে নির্মিত এই শান্তিস্তম্ভে উড়ছে জাতিসংঘ ছাড়াও লেবানন এবং বাংলাদেশসহ সাতটি দেশের পতাকা। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ছয় হাজার ৫০০ নটিক্যাল মাইল (১৩ হাজার মাইল) দূরে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের পতাকা ওড়ার এমন দৃশ্য বাঙালিমাঝেই যে কাউকে বিমোহিত করবে।

লেবাননে জাতিসংঘ মিশনের ইতিহাস একটু পিছন ফিরে দেখা যাক। ১৯৭৮ সালে লেবাননে আক্রমণ করে বসে প্রতিবেশী দেশ ইসরায়েল। এই পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ওই বছর লেবাননে ইউনিফিল নামে শান্তিরক্ষা মিশনের কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল, ইসরায়েলি ফোর্সকে লেবানন থেকে

প্রত্যাহার করা, এ অঞ্চলের শান্তিরক্ষা-সম্প্রীতি বজায় রাখা ও নিজেদের সীমানায় লেবাননের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ রাখতে সহায়তা করা। এর পরও কয়েকবার লেবাননের সঙ্গে নানা ইস্যুতে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়ায় ইসরায়েল। শেষ পর্যন্ত ২০০০ সালে এই দুই দেশের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করে দেয় জাতিসংঘ। যা ‘ব্লু লাইন’ নামে পরিচিতি। এ ছাড়া দুই দেশের মধ্যে ভূমধ্যসাগরের সীমানা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে জলসীমা চিহ্নিত করার জন্য বসানো হয়েছে ‘লাইন অব বয়’। এখন জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা লেবাননের অভ্যন্তরীণ বিবাদ প্রতিরোধ করে টেকসই ও দ্রুততর উন্নয়নে নানাভাবে সহায়তা করে যাচ্ছে। যার গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ নৌবাহিনী।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (ইউনিফিল)-এ ২০১০ সালের মে মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ, শান্তি মিশনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জাহাজ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওসমান এবং মধুমতি ভূমধ্যসাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সে যোগদান করে। ২০১৪ সালে জাহাজ দুটি

তাদের কার্যক্রম শেষ করে ফিরে আসলে একই বছর মে মাসে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল লেবাননে মাল্টিন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহণ করে। টাস্ক ফোর্সে বাংলাদেশ ছাড়াও জার্মানি, তুরস্ক, গ্রিস, ব্রাজিল এবং ইন্দোনেশিয়া নৌবাহিনীর জাহাজ মোতায়েন রয়েছে।

জাহাজ দুটি ভূমধ্যসাগরে নিরবচ্ছিন্ন টহলদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বাংলাদেশের নৌপ্রধানগণ বিভিন্ন সময়ে জাহাজদ্বয়ের অপারেশনাল ও প্রশাসনিক কার্যক্রম এবং এতদসংক্রান্ত সার্বিক সুবিধা অসুবিধা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে শুভেচ্ছা সফরে লেবানন গমন করেন এবং সফরকালে নৌপ্রধানগণ লেবানন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, নৌবাহিনী প্রধান, ইউনিফিল এর মিশন প্রধান এবং ফোর্স কমান্ডারসহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (ইউনিফিল)-এ ২০১০ সালের মে মাসে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ প্রেরণ, শান্তি মিশনে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম জাহাজ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর দুটি যুদ্ধজাহাজ বানৌজা ওসমান এবং মধুমতি ভূমধ্যসাগরে মাল্টি ন্যাশনাল মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সে যোগদান করে। ২০১৪ সালে জাহাজ দুটি তাদের কার্যক্রম শেষ করে ফিরে আসলে একই বছর মে মাসে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল লেবাননে মাল্টিন্যাশনাল টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহণ করে।



উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মিলিত হন। শীর্ষ পর্যায়ের এসব কর্মকর্তাগণ এ সময় বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদস্যদের পেশাগত দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করেন, যা নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের বিষয়।

বানৌজা আলী হায়দার

চট্টগ্রামের নেভাল বার্থে ১ মার্চ ২০১৪ সালে চীন হতে ক্রয়কৃত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ ‘আলী হায়দার’ এর কমিশনিং করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উল্লেখ্য, ৯ জানুয়ারি ২০১৪ চীনে জাহাজ দুটিকে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

সক্ষমতা

নৌবহরে সংযোজিত ‘জিয়াহু-৩’ ক্রাসের মিসাইল ফ্রিগেটটি দৈর্ঘ্যে ১০৩.২২ মিটার এবং প্রস্থে ১০.৮৩ মিটার যা ঘন্টায় সর্বোচ্চ ২৬ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। আধুনিক ক্ষমতাসম্পন্ন এ যুদ্ধজাহাজে বিমান বিধ্বংসী কামান, জাহাজ বিধ্বংসী মিসাইল এবং সমুদ্র তলদেশে সাবমেরিনের অবস্থান সনাক্তকরণসহ সুনির্দিষ্ট টার্গেটে আঘাত হানতে সক্ষম। বাংলাদেশের বর্ধিত বিশাল জলসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিস্তৃত সমুদ্রের বিপুল মৎস্য ও খনিজসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহজতর হবে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশের জন্য নির্ধারিত বিস্তৃর্ণ সমুদ্র ও উপকূলীয় অঞ্চল এবং বন্দর এলাকাসমূহে নিরাপত্তা তথা দেশের চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে সদ্য বানৌজা আলী হায়দার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একইসাথে এটি বঙ্গোপসাগর ও এর উপকূলীয় এলাকায় অপরাধ দমনে বিশেষত সমুদ্র এলাকায় ডাকাতি বন্ধ, অবৈধ অস্ত্র আটক, মাদক ও মানব পাচার রোধ, তেল, গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য বরাদ্দকৃত বকসমূহে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারবে বানৌজা আলী হায়দার।

বানৌজা নির্মূল

বাংলাদেশ নৌবাহিনী জন্য গনচীনের উচাং শিপইয়ার্ডে নির্মিত দুটি যুদ্ধজাহাজের একটি বানৌজা নির্মূল। নির্মূল জাহাজটি ২০ জানুয়ারি ২০১৩ গণচীনের সাংহাই পোর্ট থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এবং ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ চট্টগ্রামে এসে পৌঁছায়।

সক্ষমতা

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বহুমুখী পদক্ষেপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে আধুনিকীকরণের ধারাবাহিকতায় জাহাজটি তৈরি করা হয়েছে। সমুদ্রে উচ্চ গতিতে চলতে সক্ষম জাহাজটির দৈর্ঘ্য ৬৪ মিটার এবং প্রস্থ নয় মিটার। জাহাজটি ঘন্টায় ৫২ কিলোমিটার

গতিতে চলতে সক্ষম। চীনে তৈরি লার্জ প্যাট্রল ক্রাফট বানৌজা দুর্জয় সি-৭০৪ মিসাইল সম্বলিত অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ। জাহাজটি সি-৭০৪ মিসাইল ছাড়াও অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সমৃদ্ধ। এতে অত্যাধুনিক জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ও কামান সংযোজন করা হয়েছে। তাছাড়া জাহাজটি সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিনের অবস্থান সনাক্ত ও আঘাত হানতে সক্ষম। ত্রিমাত্রিক ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজটি নৌবাহিনীর সার্বিক ক্ষমতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করবে। এছাড়াও জাহাজটি বাংলাদেশের জল সীমানায় মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা এবং মেরিটাইম সার্চ এন্ড রেসকিউ এর দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম।

লেবাননে নিয়োজিত জাহাজ দুটির কার্যক্রমসমূহ

১. মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের অংশ হিসেবে লেবাননের ভূখন্ডে অবৈধ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ অনুপ্রবেশ প্রতিহত করা।
২. লেবানিজ জলসীমায় মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশন, জাহাজ ও সন্দেহজনক এয়ারক্রাফট এর ওপর গোয়েন্দা নজরদারি, দুর্ঘটনা কবলিত জাহাজে উদ্ধার তৎপরতা।
৩. লেবানিজ নৌবাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৪. সমুদ্রে অবস্থানকালে সন্দেহজনক জাহাজ ও বোট বোর্ডিং অপারেশনে অংশগ্রহণ।
৫. প্রয়োজনীয় লেবানিজ ফোর্সকে নিরাপত্তা প্রদান করা।

যুদ্ধজাহাজে হাসপাতাল

নাবিক বেলাল আহমেদ ফ্রিগেট আলী হায়দারে কাজ করার সময় হঠাৎ মাথায় আঘাত পেয়েছেন। অন্য নাবিকরা তাকে

উদ্ধার করে দ্রুত নিয়ে যান জাহাজের হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসক সার্জন কমান্ডার এমএ তাহের তাকে চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন। বেলালের পাশের বেডের আক্রান্ত আরেক নাবিক রাশেদ আহমেদ শুয়ে আছেন। তার সেবায় নিয়োজিত জাহাজের আরেকজন মেডিকেল সহকারী। রাশেদকে দেওয়া হচ্ছে ফ্রিগেট আলী হায়দারের মিনি হাসপাতাল থেকে নানা ওষুধপত্র।

জাহাজটিতে সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা ছাড়াও আছে অ্যান্টি এয়ার গান, অ্যান্টি সাবমেরিন রকেট, এয়ারগান সারফেস টু সারফেস মিসাইল, তিনটি বোট, গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন সিস্টেম, ২৫ জন করে ধারণ ক্ষমতার ১০টি লাইফ র্যাফট, স্বয়ংক্রিয় গান ডাইরেক্টর ও ১০টি অত্যাধুনিক রাডার। সমুদ্রের পানিকে খাবার উপযোগী করতে আছে বিশেষ প্লান্ট ও।

গড়ে প্রতিদিন জাহাজের হাসপাতাল থেকে পাঁচ-সাত জনকে নানা ধরনের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণত ঠাণ্ডাজনিত জ্বর-কাশি, কোমরব্যথা, বমিবমি ভাব দেখা যায়। জাহাজের হাসপাতালে রক্ত ও মূত্রসহ নানা ধরনের শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দুই জন চিকিৎসকের পাশাপাশি আছেন ছয় জন মেডিকেল সহকারী। কারো ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে তা জাহাজের হাসপাতালে করা হয়। বড় ধরনের জটিল কোনো অস্ত্রোপচারের দরকার হলে তাকে অন্য কোনো হাসপাতালে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করা হয়। তবে সেটা খুব কম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। লেবাননের জলসীমায় থাকা বাংলাদেশি আরেক যুদ্ধজাহাজ বানৌজা নির্মূলের সদস্যদেরও

মেরিটাইম টাস্কফোর্সের আওতায় বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল লেবাননের জলসীমায় নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে নিয়োজিত ছিল



গড়ে প্রতিদিন জাহাজের হাসপাতাল থেকে ৫-৭ জনকে নানা ধরনের চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। অধিকাংশ রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণত ঠাণ্ডাজনিত জ্বর-কাশি, কোমরব্যথা, বমিবমি ভাব দেখা যায়। জাহাজের হাসপাতালে রক্ত ও মূত্রসহ নানা ধরনের শারীরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। দুই জন চিকিৎসকের পাশাপাশি আছেন ৬ জন মেডিকেল সহকারী। কারও ছোটখাটো অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হলে তা জাহাজের হাসপাতালে করা হয়।



বানৌজা আলী হায়দার এ ফাস্ট রোপিং মহড়া অনুশীলন

চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকেন আলী হায়দারে থাকা চিকিৎসকরা।

এছাড়াও ভূমধ্যসাগরে শান্তিরক্ষী হিসেবে নিয়োজিত থাকলেও বিভিন্ন সময় লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাসে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করে বাংলাদেশ নৌবাহিনী। ফ্রিগেট আলী হায়দারের দু'জন চিকিৎসক লেবাননের প্রবাসী বাঙালিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ওষুধ সরবরাহ করেন। মেডিকেল ক্যাম্প করার আগেই লেবাননের বাংলাদেশি কমিউনিটি ও দূতাবাসকে অবগত করা হয়। এ ছাড়া দূতাবাসের পেইজে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া থাকে। নানা সোর্স

লেবানন সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে বানৌজা আলী হায়দার সদস্যরা



থেকে তথ্য পেয়ে প্রবাসী বাঙালিরা চিকিৎসা নিতে দূতাবাসে হাজির হন। লেবাননে চিকিৎসা খরচ অনেক বেশি হওয়ায় বাংলাদেশি শ্রমিকদের পক্ষে চিকিৎসকদের কাছে যাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আয়োজনে এ ধরনের মেডিকেল ক্যাম্পে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

সেবার স্বীকৃতি

বৈরুত সমুদ্রবন্দরে ঢুকতেই সুসজ্জিত একটি অস্থায়ী ফটক। ফটকের একপাশে জাতিসংঘের পতাকা ও আরেক পাশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পতাকা অঙ্কিত। নিচে সুসজ্জিত লালগালিচা। ফটক

পেরোনোর পরই দেখা গেল বৈরুত বন্দরে নোঙর করা

বাংলাদেশের দুই যুদ্ধজাহাজ বানৌজা 'আলী হায়দার' ও 'নির্মূল'কে। দুটি জাহাজই সুসজ্জিত। লেবাননে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য দুই যুদ্ধজাহাজের ২৭০ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে 'জাতিসংঘ শান্তিপদক' প্রদান অনুষ্ঠান ঘিরে বৈরুত বন্দরে এমন বর্ণিল সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জাতিসংঘ, লেবানন ও বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শান্তিপদক প্রদান অনুষ্ঠান শুরু হয়।

এরপর বাংলাদেশের ওপর একটি ভিডিও চিত্র দেখানো হয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সাফল্যের নানা চিত্র উঠে আসে। এরপর একে একে জাতিসংঘ, বাংলাদেশ ও লেবাননের পতাকা ও নৌবাহিনীর নেভাল সাইনের একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। লাইট শো, স্মোক ফায়ারিং, আর নাচ-গানে মেতে উঠেছিল এ বন্দর। অনুষ্ঠানে আগত দেশি-বিদেশি অতিথিরা জানান, এমন আলো বালমলে উৎসব কখনও দেখিনি বৈরুত বন্দর। সেখানে মনোমুগ্ধকর প্যারেডেরও আয়োজন করা হয়। পুরো দৃশ্যপট দেখে মনে হয়, এ বন্দর যেন একখণ্ড বাংলাদেশ।

অনুষ্ঠানে লেবাননে নিয়োজিত জাতিসংঘের মেরিটাইম টাস্কফোর্স (এমটিএফ) কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সার্জিও ফার্নানডো জাতিসংঘ মহাসচিবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের পদক পরিবেশন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন লেবাননের নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল হোসনি দাহের, লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোতালেব সরকার, সফররত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কমডোর এম নাজমুল করিম কিসলু, বানৌজা আলী হায়দারের কমান্ডিং অফিসার ক্যাপ্টেন এএসএম আফজালুল হক এবং বানৌজা নির্মূলের কমান্ডিং অফিসার কমান্ডার এএনএম ইশতিয়াক জাহান ফারুকী। এ ছাড়াও লেবাননে নিযুক্ত ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টিরিম ফোর্স ইন লেবানন (ইউনিফিল)-এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং লেবাননে বসবাসকারী বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ও অন্যান্য কমিউনিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে এমটিএফের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল সার্জিও ফার্নানডো বলেন, ২০১০ সাল থেকে লেবাননে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা মেরিটাইম টাস্কফোর্সের

বৈরুত সমুদ্রবন্দরে ঢুকতেই সুসজ্জিত একটি অস্থায়ী ফটক। ফটকের একপাশে জাতিসংঘের পতাকা ও আরেক পাশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর পতাকা অঙ্কিত। নিচে সুসজ্জিত লালগালিচা। ফটক পেরোনোর পরই দেখা গেল বৈরুত বন্দরে নোঙর করা বাংলাদেশের দুই যুদ্ধজাহাজ বানৌজা 'আলী হায়দার' ও 'নির্মূল'কে। দুটি জাহাজই সুসজ্জিত। লেবাননে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অসামান্য অবদানের জন্য দুই যুদ্ধজাহাজের ২৭০ জন বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে 'জাতিসংঘ শান্তিপদক' প্রদান অনুষ্ঠান ঘিরে গত বৃহস্পতিবার বৈরুত বন্দরে এমন বর্ণিল সব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।



ইউনিফিল, এমটিএফ লেবাননে বানৌজা নির্মূলে ভিবিএসএস (ভিজিট বোট সার্চ অ্যান্ড সিজার) মহড়া পরিচালনা করে

আওতায় কাজ করছেন। এটা অত্যন্ত গৌরবের। এ সময় তারা দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ভাবমূর্তিকে আরও উজ্জ্বল করেছে। লেবাননের শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের ব্যাপক অবদান রয়েছে।

বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূলের সাফল্য

১. বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল ভূ-মধ্যসাগরে মেরিটাইম ইন্টারডিকশন অপারেশনস এর অংশ হিসেবে টাস্ক ফোর্সের অধীনে বিগত জুলাই ২০১৫ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৫৪৩টি জাহাজকে সফলভাবে 'হেইল' করে যা ইউনিফিল মিশনের মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সে অংশগ্রহণকৃত সকল জাহাজের মধ্যে সর্বোচ্চ।

২. বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল ভূ-মধ্যসাগরের মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের অংশগ্রহণকৃত জাহাজসমূহের জন্য নির্ধারিত ফায়ারিং এলাকায় সফলভাবে লাইভ ফায়ারিং পরিচালনা করে। এই ফায়ারিং এর মাধ্যমে জাহাজের গান ক্রুদের প্রশিক্ষণ এবং গানসমূহের কার্যকারিতা যাচাই করা হয়।

৩. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব কাজী হাবিবুল আউয়াল এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ হতে একটি প্রতিনিধি দল ৪-৭ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ইউনিফিল মিশনে সফরকালে মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সের অধীনে নিয়োজিত নৌবাহিনীর জাহাজদ্বয়ের কার্যক্রমে গভীর সন্তোষ এবং প্রশংসা ব্যক্ত করেন।

৪. ইউনিফিল মিশনের প্রধান এবং ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল লুসিয়ানো পোটোলানো (ইতালি) নৌবাহিনী জাহাজ আলী হায়দার ও নির্মূল পরিদর্শন করেন এবং ইউনিফিল মিশনে জাহাজদ্বয়ের কার্যক্রমে গভীর সন্তোষ প্রকাশ করে প্রশংসা করেন।

৫. গত ২৭ জুলাই ২০১৫ বানৌজা নির্মূল পোর্ট মার্সিন, তুরস্কতে অবস্থান করে। পোর্টে অবস্থানকালে কমান্ডার, টার্কিশ মেডিটেরানিয়ান কমান্ড রিয়ার এডমিরাল নেজাত অ্যাটিলা দেমিরহান বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজের ভূমিকার ব্যাপক প্রশংসা করেন।

৬. জাহাজদ্বয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমেই অত্যন্ত সাফল্যের সহিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। উল্লেখ্য মিশনে নিয়োজিত থাকায় জাহাজদ্বয়ের বিপরীতে প্রতি বছর প্রায় ১০৬ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের কোষাগারে জমা হচ্ছে।

বীরের প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ চার বছর ভূমধ্যসাগরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় লেবাননে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'আলী হায়দার' ও 'নির্মূল'। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮

দীর্ঘ চার বছর জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে লেবানন ভূমধ্যসাগরে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূল



জাহাজ দুইটি চট্টগ্রামের নেভাল জেটিতে আগমন করলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি। এসময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও জাহাজে আগত কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

লেবাননে অবস্থানকালে গত চার বছরে জাহাজ দুটিতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ১,১৪০ জন সদস্য অত্যন্ত দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, আন্তরিকতা ও শৃঙ্খলার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় আন্তর্জাতিক মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে উন্নত বিশ্বের অন্যান্য জাহাজসমূহের সাথে নিয়মিত শান্তিরক্ষা টহল ও বিভিন্ন আভিযানিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় বাংলাদেশের নৌবাহিনীর কর্মকর্তারা ও নাবিকেরা বিশ্বের আধুনিক নৌবাহিনী সম্পর্কে ধারণা পান। পাশাপাশি ঐ সকল জাহাজের সাথে সমুদ্র মহড়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জাহাজের তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি মিশন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানও রেখেছে। এই উপমহাদেশের মধ্যে বাংলাদেশ নৌবাহিনীই প্রথম এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী বিশ্বের বুকে এমনি করেই মাথা সমুন্নত করে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

দীর্ঘ চার বছর ভূমধ্যসাগরে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় লেবাননে সফলভাবে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছে নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ 'আলী হায়দার' ও 'নির্মূল'। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ জাহাজ দুইটি চট্টগ্রামের নেভাল জেটিতে আগমন করলে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি। এসময় চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডারগণসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও জাহাজে আগত কর্মকর্তা ও নাবিকদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ইউনিফিল-এমটিএফ এ বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মল

কমোডর এ এস এম আফজালুল হক
অধিনায়ক, বানৌজা আলী হায়দার

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সম্পৃক্ততার গৌরবময় অধ্যায় হলো লেবাননে ইউনিফিল-মেরিটাইম টাস্ক ফোর্সে বানৌজা আলী হায়দার ও নির্মলের অংশগ্রহণ। পৃথিবীর অন্যান্য পাঁচটি দেশের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিএনএস আলী হায়দার ও নির্মল লেবাননের সমুদ্রসীমা রক্ষা, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ, চোরাচালান রোধ, সমুদ্রে দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা, অনাকাঙ্ক্ষিত জাহাজ চিহ্নিত করা, প্রয়োজনে বোর্ডিং অপারেশনসহ অন্যান্য যেকোনো

অপারেশনে সহযোগিতা প্রদান এবং সর্বোপরি লেবানিজ নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো গুরুদায়িত্বসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে। দীর্ঘ সাড়ে তিন বৎসর দায়িত্ব পালনকালে এ দুইটি যুদ্ধজাহাজ বিভিন্ন বাণিজ্যিক জাহাজকে হেইল বা জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেছে। এ ছাড়া এইসব জাহাজের কার্যকলাপ নিবিড়ভাবে নজরদারি করে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে লেবানন সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের এই জাহাজ দুটির

ভূমিকা ও পারদর্শিতা ইউনিফিল তথা জাতিসংঘ ছাড়াও লেবাননে সর্বমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে জাহাজ দুটির বিভিন্ন অপারেশনে অংশগ্রহণের ফলে কেবল প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রাই অর্জিত হয়নি, পাশাপাশি পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় নতুনরূপে পরিচিতি এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পৃথিবীর অন্যান্য পাঁচটি দেশের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিএনএস আলী হায়দার ও নির্মল লেবাননের সমুদ্রসীমা রক্ষা, বহিঃশত্রুর আগ্রাসন প্রতিরোধ, চোরাচালান রোধ, সমুদ্রে দুর্ঘটনা পরবর্তী উদ্ধার তৎপরতা, অনাকাঙ্ক্ষিত জাহাজ চিহ্নিত করা, প্রয়োজনে বোর্ডিং অপারেশনসহ অন্যান্য যেকোনো অপারেশনে সহযোগিতা প্রদান এবং সর্বোপরি লেবানিজ নৌবাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মতো গুরুদায়িত্বসমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালন করেছে।

বাংলাদেশের লেবানন জয়

ক্যাপ্টেন কাজী শাহ আলম, নির্বাহী কর্মকর্তা, বানৌজা আলী হায়দার

লেবাননকে বলা হয় প্রাচীন ফিনিশীয় সভ্যতার চারণভূমি। এখানে পাশ্চাত্য মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে প্রাচ্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় গভীরতায়। দেশটি ছোট হলেও পশ্চিমা ও আরব বিশ্বে এর গুরুত্ব অনেক। খ্রিস্টান, ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের ইতিহাসের সাথে দেশটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার সরকার ব্যবস্থা ব্যতিক্রমধর্মী, যেখানে জনসংখ্যার আনুপাতিক হার বিবেচনায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয় খ্রিস্টান, প্রধানমন্ত্রী সুন্নি মুসলমান এবং স্পিকার শিয়া মুসলমানদের মধ্য হতে।

বানৌজা আলী হায়দার এবং নির্মল ১৫ জুন ২০১৪ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মেরিটাইম টাস্কফোর্সের অধীনে লেবাননে দায়িত্ব পালন করে। জাহাজ দুটির প্রধান দায়িত্ব ছিল লেবাননের চরমপন্থীদের নিকট অস্ত্রের চোরাচালান পৌঁছানো রোধ করা। বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মল

সেখানে অন্যদের সাথে সমুদ্র পথে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র চোরাচালান প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর ফলে লেবাননে সমুদ্র পথে অস্ত্র চোরাচালান পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে সমুদ্র বন্দরসমূহ ও বাণিজ্য পুনরায় পূর্ণোদ্যমে চালু হলে লেবাননের অর্থনীতি প্রাণ ফিরে পায়। এতে লেবানন সরকার, ব্যবসায়ী সমাজ তথা সাধারণ জনগণের কাছে জাতিসংঘ বাহিনীর অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশ নৌবাহিনীও বিশেষভাবে সমাদৃত। এ ছাড়াও বাংলাদেশ নৌবাহিনী পেশাগত উৎকর্ষতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ইউনিফিল-এমটিএফের ৪১টি দেশের কাছে বাংলাদেশকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে। বানৌজা আলী হায়দারের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল লেবানিজ নৌবাহিনীকে পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাহিনীতে পরিণত করা। তাদের প্রতি অর্পিত এই দায়িত্ব বানৌজা আলী হায়দার আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করে। লেবানিজ

নৌবাহিনী ও সরকার বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা জানায়। এবং এরই ফলশ্রুতিতে লেবানিজ নৌসদস্যগণ বাংলাদেশে এসে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন। এই কাজের সুদূরপ্রসারী ফল হচ্ছে ভবিষ্যতে লেবানিজ সরকার বাংলাদেশ হতে হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে সহায়তা, যুদ্ধজাহাজ ক্রয় এবং প্রশিক্ষণ সহায়তা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে। তবে দেশের জন্য সবিশেষ গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে এই বাহিনী থেকে বাহিনী যোগাযোগের ফলে লেবাননে বাংলাদেশের শ্রমবাজার এবং রপ্তানি বাজার উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সিরীয় যুদ্ধের অবসান হলে এই বাজার বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

লেবাননে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত থাকাকালীন বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মল বিভিন্ন জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস যেমন বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, শোক দিবস পালনসহ মেডিকেল ক্যাম্পেইনের মতো বিভিন্ন জনসেবা মূলক আয়োজন করে যাতে সর্বস্তরের বাংলাদেশিরা আমন্ত্রিত হয়ে বা সেবা গ্রহণ করে হাজার মাইল দূরেও এক টুকরা বাংলাদেশের স্বাদ গ্রহণ করে আশুত হন।



শান্তিরক্ষা মিশন: লেবাননের গল্প

কমান্ডার এ এন এম ইশতিয়াক জাহান ফারুকী
অধিনায়ক, বানৌজা নির্মূল

ভূমধ্যসাগরের কথা উঠলেই স্মৃতিতে ভেসে ওঠে নীল সমুদ্রে বিপুল জলরাশির সৌন্দর্য। ভৌগোলিকগত অবস্থান বিবেচনায় ভূমধ্যসাগর বেশ গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রটির উত্তরে রয়েছে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশ, দক্ষিণে রয়েছে আফ্রিকা মহাদেশের উত্তরভাগ, পশ্চিমে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগ পথ আর পূর্বে রয়েছে প্রায় লেভান্ট যা সিরিয়া, লেবানন, ইসরাইল, সাইপ্রাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি অঞ্চল। আয়তনের দিক থেকে লেবানন এশিয়ার অন্যতম একটি ছোট দেশ যা উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে মাত্র ১০,৪৫২ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। যার মধ্যভাগে রয়েছে রাজধানী বৈরুত। বৈরুতে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দরসহ বেশ কিছু আধুনিক স্থাপনা রয়েছে। এখানেই রয়েছে শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় ইউনাইটেড ন্যাশনস ইন্টেরিম ফোর্সেস ইন লেবানন (ইউনিফিল) এর দপ্তর।

জাতিসংঘ সদর দপ্তর এর নির্দেশনা অনুযায়ী ১৯ মার্চ ১৯৭৮ সালে এই ইউনিফিল গঠন করা হয়। লেবানন ভূমধ্যসাগর উপকূলবর্তী একটি দেশ হওয়ায় সমুদ্র অঞ্চলের নিরাপত্তা তথা অবৈধ অস্ত্র অনুপ্রবেশ রোধে ইউনিফিলের অধীনে মেরিটাইম টাস্কফোর্স (এমটিএফ) গঠিত হয়, যা জাতিসংঘের একমাত্র মেরিটাইম শান্তিরক্ষী বাহিনী। এই বাহিনীর

লক্ষ্য ছিল লেবানন শান্তি প্রতিষ্ঠা, যানমালের নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং দেশটির সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে লেবাননের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা ও সশস্ত্র বাহিনীকে সহায়তা করা।

ইউনিফিল-এমটিএফ এ অবস্থানকালে বানৌজা আলী হায়দার ও বানৌজা নির্মূলের অধিকাংশ সময় কেটে যেত ভূমধ্যসাগরের টহল কিংবা অন্যান্য নৌবাহিনীর জাহাজের সাথে বিভিন্ন প্রকার মহড়ায় অংশগ্রহণে। নীতিমালা অনুযায়ী মিশনে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক জাহাজকেই প্রায়শই তুরস্কের মারমিস এবং সাইপ্রাসের লিমাচল বন্দরে যেতে হতো। ফলে জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্বপালনের পাশাপাশি সুযোগ ঘটে আরও দুটি নতুন দেশ ভ্রমণের। লেবানন ও সাইপ্রাসে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশি জনগণ বসবাস করছেন। এর মধ্যে সাইপ্রাসের অধিকাংশই হলো শিক্ষার্থী। আর লেবাননের অধিকাংশ বাংলাদেশিই হলো কর্মী। এই দুইটি দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি জনগণের হৃদয়ে নৌবাহিনীর জাহাজ এবং সদস্যরা সম্মান এবং আত্মরক্ষাদা এনে দিয়েছে। বিভিন্ন বহুজাতিক ও উন্নত নৌবাহিনীর মাঝে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে দেখে তারা দেশকে নিয়ে এবং দেশের নৌবাহিনীকে নিয়ে অনেক গর্ববোধ করেন। লেবানিজ নৌবাহিনীর

সদস্যদের আমরা বিভিন্ন প্রকার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছি। ফলে প্রায়ই তাদের সাথে আমাদের বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে হতো। লেবাননে নৌবাহিনীর মিশনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল সার্বক্ষণিক জাহাজের সকল যন্ত্রপাতিসহ জাহাজকে সমুদ্রে চলাচল উপযোগী ও সচল রাখা। লেবাননের বৈরুতে কোনো ডকইয়ার্ড কিংবা শিপইয়ার্ড ছিল না। ফলে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের পুরো কাজটাই করতে হতো জাহাজের কারিগরি শাখার নাবিকদের। এ ছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ায় শান্ত ভূমধ্যসাগর যখন উত্তাল রূপ ধারণ করতো সেটা আমাদের বেশ দুঃসাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে হতো।

লেবাননের মিশনের আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল মিশন কার্যক্রম সমাপ্ত করে জাহাজ নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। লেবাননের বৈরুত বন্দর থেকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সমুদ্র পথে দূরত্ব ছিল প্রায় ৬,৫০০ নটিক্যাল মাইল বা ১২,০০০ কিলোমিটার। পথে পাঁচটি দেশের সাতটি বন্দরে আমাদের যাত্রা বিরতি ছিল। সবমিলিয়ে মোট ৪৫ দিন সমুদ্রযাত্রা করে আমরা দেশে ফিরে এসেছিলাম। ইউনিফিল-এমটিএফ এর সকল কার্যক্রম সৃষ্টভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণ, দৃঢ় মনোবল, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সর্বোপরি দেশপ্রেমের কারণে। আমাদের বিশ্বাস, ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ নৌবাহিনী কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের দ্বারা দেশ ও দেশের বাইরে সমাদৃত হবে এবং বাংলাদেশের জন্য সুনাম বয়ে আনবে।

নৌবাহিনীর অর্জন প্রভাব ফেলছে প্রবাসীদের জীবনেও

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন ইউনিফিল-এমটিএফ এর ছয় মাস মেয়াদের মিশনকালীন সময়ে আমরা প্রায়শই লেবাননের বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী জায়গা, শপিংমল এবং খাবারের দোকানগুলোতে ঘুরতে যেতাম। সেখানে অধিকাংশ জায়গাতেই কোনো না কোনো বাঙালির সাথে আমাদের দেখা হয়ে যেত। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব পাশে অবস্থিত এত দূরের একটি দেশেও যে এত বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক জনগোষ্ঠী আছে, সেটা আমার ধারণায় ছিল না। লেবাননের বিপুল সংখ্যক মানুষ অভিবাসী হিসেবে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলোতে কর্মরত থাকায় এখানে ছোট ছোট কাজের জন্য শ্রমিক চাহিদা অনেক বেশি। বাংলাদেশের প্রায় এক লক্ষ শ্রমিক লেবাননে কর্মরত রয়েছে। বাংলাদেশিদের বেশিরভাগই এখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী, বিভিন্ন শপিংমলে অথবা নির্মাণকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি

বাংলাদেশিরা ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করেছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী একজন বাংলাদেশি ব্যবসায়ীকে লেবাননে শিপস স্যান্ডলার (রসদ সরবরাহকারী) নিয়োগ করার মাধ্যমে লেবাননে বাংলাদেশিদের ব্যবসা প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

বাঙালি কারো সাথে দেখা হলেই আলাপ করতাম। কেমন আছেন তারা, কেমন কাটছে প্রবাস জীবন জানতে চাইতাম। তারা প্রবাস জীবনের আনন্দ-বেদনার অনেক গল্পই আমাদের শোনাত। কর্মক্ষেত্রের সুখ-দুঃখের স্মৃতি আমাদের সাথে শেয়ার করত। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ইউনিফিল-এমটিএফ মিশনে যোগদানের পূর্বে লেবাননে তারা বৈষম্যের শিকার হতো। স্থানীয় জনগণ তাদের খুব ভাল চোখে দেখতো না। কিন্তু এখন প্রেক্ষাপট বদলেছে। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশ নৌবাহিনী অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে লেবাননে যে সুনাম অর্জন করেছে এখন তা শুধু জাতিসংঘ বা

দেশটি সরকারি পর্যায়েই সীমাবদ্ধ নেই। তা ছাড়াই পড়েছে লেবাননের সাধারণ জনগণের মাঝেও। এখন লেবাননের জনগণ আর তাদের অশ্রদ্ধার চোখে দেখে না। বরং তারাই এখন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রশংসা করে। “তোমাদের দেশের নৌবাহিনী আমাদের দেশের সমুদ্রসীমা ও সমুদ্রপথে নিরাপত্তা প্রদান করছে। এতে তোমাদের গর্ব করা উচিত।”- সাধারণ লেবানিজদের মুখে এ ধরনের কথা শুনে তারা ভুলে যায় দেশ, পরিজন থেকে হাজার মাইল দূরে থাকার বেদনা। বাস্তবিকই তারা হয়ে ওঠে গর্বিত বাঙালি। লেবাননের বাংলাদেশ দূতাবাসে নৌবাহিনীর মেডিক্যাল ক্যাম্পেইনে দেওয়া চিকিৎসা সেবাও তাদের কাছে নিয়ে আসে আপনজনের হাতে সেবা পাওয়ার সুযোগ। বাংলাদেশ নৌবাহিনী শুধু তার পেশাদারি দায়িত্বই পালন করে না, লেবাননে কর্মরত বাংলাদেশিদের জন্যও তারা হয়ে উঠেছে আশ্বাস প্রতীক।

লেবাননের মিশনের
আমাদের সবচেয়ে বড়
চ্যালেঞ্জ ছিল মিশন
কার্যক্রম সমাপ্ত করে
জাহাজ নিয়ে স্বদেশে
প্রত্যাবর্তন। লেবাননের
বৈরুত বন্দর থেকে
বাংলাদেশের চট্টগ্রামের
সমুদ্র পথে দূরত্ব ছিল
প্রায় ৬,৫০০ নটিক্যাল
মাইল বা ১২,০০০
কিলোমিটার। পথে
পাঁচটি দেশের সাতটি
বন্দরে আমাদের যাত্রা
বিরতি ছিল।
সবমিলিয়ে মোট ৪৫
দিন সমুদ্রযাত্রা করে
আমরা দেশে ফিরে
এসেছিলাম।
ইউনিফিল-এমটিএফ
এর সকল কার্যক্রম
সৃষ্টভাবে সম্পন্ন করা
সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশ
নৌবাহিনীর সদস্যদের
উন্নত প্রশিক্ষণ, দৃঢ়
মনোবল, কর্তব্যনিষ্ঠা ও
সর্বোপরি দেশপ্রেমের
কারণে।



শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উন্নত শির শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী



শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী

গত ২৭ জুন দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনকালে শহীদ হন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মরত লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। শান্তিরক্ষা মিশনের একটি গাড়ি বহরের নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নেপালিজ ফোর্স প্রটেকশন টিমের সাথে ইয়েই শহর হতে লাসু শহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। গাড়ি বহরটি দেশটির কেন্দ্রীয় ইকুয়টোরিয়া প্রদেশে ত্রাণ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল। ক্যাম্প

স্ত্রী ও কন্যাদের সাথে লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী



সাইট হতে ১০ কিলোমিটার দূরে হঠাৎ অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের অ্যামবুশের শিকার হয় বহরটি। এতে পিঠে গুলিবিদ্ধ হন লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। গুরুতর আহত অবস্থায় লাসু হতে ইয়েই এয়ারপোর্টে নিয়ে আসার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়। শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী দক্ষিণ সুদানের জুবা শহরে আনমিস সদর দপ্তরে মিলিটারি লিয়াজো অফিসার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জাতিসংঘের গর্বিত সদস্য হিসেবে এই অসামান্য আত্মত্যাগকে কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে জাতিসংঘ মহাসচিব এর পক্ষে বিশেষ প্রতিনিধি এবং দক্ষিণ সুদানে নিয়োজিত শান্তিরক্ষা মিশনের প্রধান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ২ জুলাই ২০১৮ সকালে কর্মকর্তার মরদেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হয়।

২ জুলাই ২০১৮ দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শহীদ শান্তিরক্ষী কর্মকর্তা লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর নামাজের জানাজা ঢাকা সেনানিবাসস্থ চপার্সডেন-এ অনুষ্ঠিত হয়। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ শহীদদের মরদেহে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসারসহ সশস্ত্র

বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও বিভিন্ন পদবীর সামরিক-বেসামরিক সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ এর অকাল মৃত্যুতে নৌবাহিনী প্রধান গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে নৌপ্রধান বলেন, শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ তাঁর কর্মজীবনে যে অনন্য অবদান রেখেছেন, তা সকল নৌসদস্যদের জন্য অনুকরণীয় ও স্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর এই মহান আত্মত্যাগ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের জন্য মর্যাদা ও গৌরব বয়ে এনেছে।

পরে মরহুম লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর মরদেহ বনানী সামরিক কবরস্থানে নিয়ে আসা হয়। এ সময় তাঁর হাজারো সহকর্মী অশ্রুসজল চোখে জাতীয় এই বীরকে শেষ বিদায় জানান এবং শহীদদের সন্মানে ১২ বার ফাঁকা গুলি বর্ষণ করা হয়। পরে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ঢাকার বনানীস্থ সামরিক কবরস্থানে শহীদদের দাফন সম্পন্ন করা হয়। এরপর নৌপ্রধান শহীদ কর্মকর্তার স্ত্রীর হাতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও জাতিসংঘের পতাকা, ক্যাপ, সন্মান সূচক সোর্ড ও মেডেল তুলে দেন।

মৃত্যুকালে শহীদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী স্ত্রী ও দুই কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ১ অক্টোবর কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর এর জোদ্ধারপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২০০৬ সালে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে সরাসরি কমিশন্ড অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। বিশ্বশান্তি রক্ষায় দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় শহীদ লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকীর এই মহান আত্মত্যাগ বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ নৌবাহিনী তথা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

নেপালিজ ফোর্স প্রটেকশন টিমের সাথে ইয়েই শহর হতে লাসু শহরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। গাড়ি বহরটি দেশটির কেন্দ্রীয় ইকুয়টোরিয়া প্রদেশে ত্রাণ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত ছিল। ক্যাম্প সাইট হতে ১০ কিলোমিটার দূরে হঠাৎ অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের অ্যামবুশের শিকার হয় বহরটি। এতে পিঠে গুলিবিদ্ধ হন লেঃ কমান্ডার আশরাফ সিদ্দিকী। গুরুতর আহত অবস্থায় লাসু হতে ইয়েই এয়ারপোর্টে নিয়ে আসার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।



জাহাজনির্মাণ শিল্প: নতুন পথে হাঁটছে যুক্তরাজ্য

জাতীয় জাহাজনির্মাণ কৌশলে (এনএসবিএস) যুক্তরাজ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে যুক্তরাজ্য। মৌলিকভাবে ভিন্ন ধরনের যুক্তরাজ্য সংগ্রহের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা গঠন করেছে যুক্তরাজ্যের সরকার। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সে দেশের জাহাজনির্মাণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মপরিধি একেবারে বদলে দিতে যাচ্ছে এই নতুন পরিকল্পনা।

মুক্ত প্রতিযোগিতায় ফিরে আসাসহ, তুলনামূলকভাবে কঠোর নিয়ন্ত্রণ কাঠামো এবং রপ্তানি বাজারের প্রতি আরও বেশি মনোযোগী হওয়া-এসবই রাখা হয়েছে যুক্তরাজ্যের নতুন জাহাজনির্মাণ কৌশলের মুখ্য নীতিমালায়।

প্রতিরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারি অব স্টেট স্যার মাইকেল ফ্যালন পার্লামেন্টে নতুন এই জাহাজনির্মাণ কৌশল সম্পর্কে জানান। নীতিমালায় ২০১৬ সালে স্যার জন পার্কারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপোর্টে দেওয়া সকল পরামর্শই বিশদভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক রূপান্তরের লক্ষ্যে সরকার রয়্যাল নেভির টাইপ ৩১ই জেনারেল পারপাস ফ্রিগেট প্রোগ্রামকে ‘পথনির্দেশক’ হিসেবে ব্যবহার করবে। প্রথম ব্যাচের পাঁচটি টাইপ

৩১ই ফ্রিগেট সংগ্রহের কার্যক্রম ইতিমধ্যেই দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে যেগুলোর প্রতিটির মূল্য ২৫০ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড (৩৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

তাছাড়া, উপকূলে তিনটি নতুন ফিউচার সলিড সাপোর্ট জাহাজ তৈরির অনুমোদনও এই নতুন পরিকল্পনায় বাতিল করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার মুখেই ‘নন-ওয়ারশিপ’ হিসেবে তালিকাভুক্ত এই জাহাজগুলো সংগ্রহ করতে হবে। এ ছাড়াও এনএসবিএস এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে-ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট এবং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারসহ রয়্যাল নেভির অন্যান্য জাহাজ- যেমন টহল, মাইন প্রতিরোধকারী, হাইড্রোগ্রাফিক ও উভচর জাহাজগুলো যতদিন যুক্তরাজ্যের নিজস্ব নকশায় দেশেই প্রস্তুত করা হবে, ততদিন এসব জাহাজগুলোর ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সুযোগটি উন্মুক্ত রাখা উচিত। এর মাধ্যমে আগের নীতি থেকে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এনএসবিএস। আগে যেখানে উপকূলে সব ধরনের যুক্তরাজ্য তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, এখন থেকে তা আর সম্ভব হবে না। ব্রেক্সিট পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখার অংশ হিসেবে সরকার বিস্তৃত শিল্পনীতি গ্রহণ করেছে, এই সেक्टरের

সমন্বয়সাধনের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের প্রতিরক্ষা নীতি বদল করতে এনএসবিএসেও মৌলিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০৯ সালের জুলাইতে এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে যখন বিএই সিস্টেমসের সাথে ১৫ বছর মেয়াদি এক ব্যবসায়িক চুক্তি (টিওবিএ) স্বাক্ষরিত হয়।

রয়্যাল নেভির জন্য প্রথমবারের মতো তিনটি টাইপ ২৬ জাহাজ নির্মাণের প্রথম ধাপের চুক্তিতে বিএই সিস্টেমকে গত জুনে ৩.৭ বিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয় ধাপে আরও পাঁচটি জাহাজনির্মাণ চুক্তি ২০২০ সালের প্রথম দিকেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় (মড) আরও নিশ্চিত করেছে- ২০২৪ সাল পর্যন্ত যে ব্যবসায়িক চুক্তি (টিওবিএ) চলার কথা ছিল, টাইপ ২৬ নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেটাকে বাতিল করা হয়েছে।

২০১৬ এর নভেম্বরে প্রকাশিত পার্কারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট রিপোর্টে মূলত এনএসবিএসের পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনার পেছনে প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে। এনএসবিএসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনার পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে জাহাজ নির্মাণের জন্য নতুন একটি মডেলের কথাও বলা হয়েছে, যার ভিত্তিতে যুক্তরাজ্যের আঞ্চলিক শিপইয়ার্ডগুলোর বিভিন্ন ব্লকে টাইপ ৩১ই তৈরি করা হবে।

‘চাহিদা, খরচ ও সময়’ এই ধরনের ইস্যুগুলির ওপরে শক্ত নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পার্কার ভবিষ্যতে রয়্যাল নেভির জাহাজ ক্রয়ের জন্য মড’র ব্যবস্থাপনা ও



পরিচালনা পদ্ধতি পুনর্গঠনের প্রতি জোর দিয়েছেন। এবং যুদ্ধজাহাজ রপ্তানির বাজারে যুক্তরাজ্যের প্রতিযোগিতা আরও জোরদার করার জন্য মড ও এই ইভাস্টিকে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার আশ্বান জানিয়েছেন।

পার্কারের পরামর্শ মেনে, এনএসবিএস রয়্যাল নেভি জাহাজ তৈরির ৩০ বছর মেয়াদি ‘মাস্টার প্ল্যান’ ঘোষণা করেছে। যেখানে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির বিস্তারিত এবং জাহাজনির্মাণ শিল্পের জন্য কৌশলগত দিকনির্দেশনা রয়েছে। ভবিষ্যতের জাহাজনির্মাণ পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার জন্য এই ‘মাস্টার প্ল্যান’টি একটি ক্লায়েন্ট বোর্ডের (ফাস্ট সি লর্ড যে বোর্ডের প্রধান) দ্বারা সম্পাদিত হবে। মূলত পোর্টফোলিওকে ব্যালেন্স রাখার জন্য এটা বোর্ডকে তাগাদা দিবে, কখন জাহাজগুলো বদলানোর সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেটার সময় এবং ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হলে তখন প্রাটফর্ম নাকি ক্লাস কোনটা বদলানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত তা বোর্ডকে অবহিত করবে।

পোর্টফোলিও পর্যায়ে সৃষ্টি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে সেটা ইভাস্টির দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প পরিচালনার ক্ষেত্রে সবাইকে সহায়তা করবে। অভ্যন্তরীণ ব্যবহারে গোপনীয়তা রক্ষার স্বার্থে মাস্টার প্ল্যানটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না। তবে নির্দেশনামূলক খসড়া হিসেবে একটি পাবলিক ভার্সন তৈরি করা হয়েছে, যেখানে এনএসবিএসের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যাবে।

জাহাজনির্মাণ ও ভবিষ্যতের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য

‘পথনির্দেশক’ হিসেবে টাইপ ৩১ই ব্যবহারের পরিকল্পনা নিশ্চিত করেছে সরকার। জাহাজগুলো বিভিন্ন ইয়ার্ডে নির্মিত হওয়ার পর সেন্ট্রাল হবে সংযোজিত হবে। উদ্দেশ্য হলো, যুক্তরাজ্যের জাহাজনির্মাণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, জাতীয় নিরাপত্তার শর্ত পূরণ করে এরকম বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং নন-ট্র্যাডিশনাল অথবা নতুন জাহাজনির্মানকারী প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করা। এর মাধ্যমে ডিজাইন, নির্মাণ, সংযোজন ও সময়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতা নিশ্চিত হবে। একইসাথে তারা জাতীয় নিরাপত্তাজনিত বিষয়গুলোও লক্ষ্য রাখবে— যার মধ্যে আছে টেকসই দক্ষতা, তাদের নিজস্ব ডিজাইন এবং নিজস্ব কোম্পানি দ্বারা নির্মাণ ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।

জাহাজ প্রতি ২৫০ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড নির্মাণ ব্যয়ের দিকে ইঙ্গিত করে মড জানিয়েছে যদি ইভাস্টি এই চ্যালেঞ্জ পূরণ করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তারা তাদের টাইপ ৩১ই এর পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করবে। প্রথম শ্রেণির টাইপ ৩১ই ২০২৩ সালে নৌবহরে সংযোজিত হবে এবং তার ১২ মাস অন্তর অন্তর পরবর্তী জাহাজগুলো হস্তান্তর করা হবে। ২০১৮ সালের মধ্যেই এগুলোর ডিজাইন চূড়ান্ত করে ২০১৯ সালের শুরুতেই প্রথম জাহাজের নির্মাণকাজ শুরু হবে।

টাইপ ৩১ই এর সংগ্রহ প্রক্রিয়া বেসরকারি খাতকে সঠিক সময় ও খরচে হস্তান্তর করতে আকৃষ্ট করবে। একই সাথে ক্লায়েন্টের নির্মাণ দক্ষতা ও সরবরাহকারীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে লক্ষণীয় হলো, বড় বড় কনস্ট্রাকশন ও অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের শুরুতেই ‘ভ্যালু ম্যানেজমেন্ট’ পদ্ধতির সূচনা করা। একটি মানসম্পন্ন ডিজাইন তৈরির আগে রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন পুনঃসংশোধনের জন্য ক্রয় প্রক্রিয়ার শুরুতেই দুটি সংক্ষিপ্ত ‘মূল্য ব্যবস্থাপনা’ প্রক্রিয়া চালু হবে।

লন্ডনে ডিফেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি ইকুইপমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ২০১৭ এক্সিবিশনে এনএসবিএস এর পরিচালক ইয়ান গিবসন বলেছেন, আমার জানামতে বড় কোনো কর্মসূচিতে আমরা এবারই প্রথমবারের মতো ‘ভ্যালু ম্যানেজমেন্ট’ প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখব। এটা ইভাস্টির সাথে আমাদের যোগাযোগ বাড়াবে।

তিনি আরও বলেছেন, মডের কাছেও সব প্রশ্নের উত্তর নেই। ২৫০ মিলিয়ন ব্রিটিশ পাউন্ড মূল্যের জাহাজ রয়্যাল নেভির প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এবং একই সাথে ২০২৩ সালের চ্যালেঞ্জিং সময়ের মধ্যে সার্ভিস দিবে। তবে এরকম জাহাজ ক্রয়যোগ্য জায়গায় পৌঁছাতে আমাদের মধ্যে সংলাপের প্রয়োজন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, পারফরমেন্স, খরচ ও সময়ের প্রথাগত হিসাব রাখার পাশাপাশি, তাদের টাইপ ৩১ই সংগ্রহ প্রক্রিয়া যুক্তরাজ্যের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও টেকসই ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যের প্রতিও গুরুত্বারোপ করবে। বিভিন্ন স্থানে জাহাজের বিভিন্ন অংশ আলাদা করে নির্মাণ করলে তা কাজের গতি বাড়ালেও নির্মাণ ব্যয় বৃদ্ধি করে। টাইপ ৩১ই ক্রয়ের প্রতিযোগিতার সময় এই দুই পদ্ধতির সুবিধা তুলনা করা যাবে।

ফ্যালন জানান, ইভাস্টিকে উজ্জীবিত করতে এবং রপ্তানি সক্ষমতা আরও বাড়াতে এই কৌশল নির্ধারণের মাধ্যমে সরকার তার প্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারবদ্ধ। রয়্যাল নেভির প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত করে টাইপ ৩১ই তৈরি করা হবে এবং শুরু থেকেই রপ্তানি বাজারের কথা মাথায় রাখা হবে। হয়ত দেখা যাবে এই শিল্পখাতের ক্রেতা শুধু রয়্যাল নেভি-ই না, ব্রিটেনের সহযোগী ও অংশীদার অন্যান্য দেশগুলোও।

আগের টাইড ক্লাস ট্যাংকার অধিগ্রহণ চুক্তির মতোই এফএসএস জাহাজের জন্য ২০২০ সালের শুরুতে একটি প্রকিউরমেন্ট সম্পাদন করা হবে। এনএসবিএস এর জন্য যুক্তরাজ্যের অনেকগুলো কোম্পানি এবং ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন এই নীতি পুনর্বিবেচনা করতে ডাকা হয়েছে এবং যুক্তরাজ্য ভিত্তিক অ্যালায়েন্স গঠনে বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং অনেকগুলো জাহাজনির্মাণ কোম্পানি স্বাগত জানালেও টিওবিএ এনএসবিএসের নীতিমালা বাতিল করে দিয়েছে, এনএসবিএসের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য সবসময়ই ছিল। যেমন, স্টিল ব্যবহারে অতিরিক্ত মনোযোগ দেওয়ার কারণে এই কৌশলের কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। ব্যবহৃত স্টিল জাহাজের মোট মূল্যের ১০ শতাংশের বেশি কোনোভাবেই না। জটিলতার কারণে সাপ্লাই চেইনকে গুরুত্ব না দেওয়া, মিশন সিস্টেমস, মেইন প্রোপালশন প্যাকেজ ও জাহাজ সমন্বয়ের মত উচ্চ মূল্যের বিষয়গুলোকে স্টিল ব্যবহারে বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে অবহেলা করা হয়েছে।

পরবর্তীতে যুক্তরাজ্যের যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে মনোপলির সুবিধা নেওয়া বিএই সিস্টেমস জনসম্মুখে তাদের কিছু আশঙ্কার কথা জানানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। তবে একই সাথে তারা এনএসবিএসে ‘স্বচ্ছতা, সঙ্গতি ও গতি’ আনার সংকল্পকে স্বাগত জানিয়েছে। বিএই সিস্টেমস ম্যারিটাইম বিজনেসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জন হাডসন গত ১১ই সেপ্টেম্বরে ডিএসইই ২০১৭ ম্যারিটাইম ক্যাপিটালিটি কনফারেন্সে বলেছেন, চাহিদার সাথে দক্ষতা খাপ খাওয়াতে পারবে কিনা সে ব্যাপারে তার কিছু আশঙ্কা ছিল। জাহাজকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমরা যখন তাকাব, কীভাবে চাহিদা ও দক্ষতার ভারসাম্য ঠিক রাখা যাবে সে ব্যাপারে আমাদের ভালোভাবে চিন্তা করতে হবে—কারণ সেই ভারসাম্য ছাড়া প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রত্যাশার বিপরীত হতে পারে এবং সেটা আমাদের শিল্পখাতের দক্ষতা ও সমর্থকে ধ্বংস করতে পারে।

হাডসনের জন্য দ্বিতীয় উদ্বেগের বিষয়টি ছিল, নেভাল এন্টারপ্রাইজগুলোতে প্রযুক্তির গুরুত্ব অনুধাবন করতে এনএসবিএস এর ব্যর্থতা। এই প্রসঙ্গে হাডসন বলেছেন, অস্ত্র, সোনার, রডার এবং যুদ্ধ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে আমাদের অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে। কিন্তু জাহাজনির্মাণ কৌশলে সেই দক্ষতার ব্যাপারে খুবই সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। একটা প্রযুক্তিগত পরিকল্পনাকে আমি কীভাবে সামনে নিয়ে যেতে পারি সে ব্যাপারে আমি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে চাই।



অত্যাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জামাদিতে সুসজ্জিত বানৌজা হাজী মহসীনের নবনির্মিত সিক-বে

বানৌজা হাজী মহসীনে সিক-বে এর উদ্বোধন

গত ১৯ এপ্রিল ২০১৮ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি এবং বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বানৌজা হাজী মহসীনে ১৪ তলা ভবনে নবনির্মিত সিক-বে এর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রাক্তন নৌবাহিনী প্রধানগণ এবং ঢাকা নৌঅঞ্চলের উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাগণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ২৫ শয্যা বিশিষ্ট আধুনিক সুবিধা সম্বলিত এই সিক-বেতে নতুন নতুন চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সংযোজনসহ রয়েছে স্কিন, কাডিওলজি, গাইনোকোলজিস্ট, শিশু, রেডিওলজিস্ট ও চক্ষু বিভাগ। এতে চালু করা হয়েছে বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা। রয়েছে ফিজিও থেরাপি, ইকো ও আলট্রাসোনোগ্রাফির ব্যবস্থা। এছাড়া আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে মোট ১৩ জন বেসামরিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, চার জন ফিজিও থেরাপিস্ট ও দুই জন নার্স।

নাবিক ক্লাব খুলনা উদ্বোধন

গত ২১ জুন নৌবাহিনী প্রধান নাবিক কলোনি খুলনায় অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত 'নাবিক ক্লাব

খুলনা' এর উদ্বোধন করেন। সুদৃশ্য নাবিক ক্লাব উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান নাবিক ক্লাবের বিভিন্ন কক্ষ পরিদর্শন করেন। লাইব্রেরি, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক জিম, খেলাধুলার জন্য প্রশস্ত কক্ষ, বিশেষ কক্ষ, পকেট কক্ষসহ আরও বিভিন্ন আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ক্লাবটি পরিদর্শন করে নৌবাহিনী প্রধান সন্তোষ প্রকাশ করেন। এ সময় সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল), কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়াসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, জেসিও, পিও ও নাবিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌপরিবার কাউন্সেলিং কার্যালয় খুলনা উদ্বোধন

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম গত ২১ জুন খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি নবনির্মিত নৌপরিবার কাউন্সেলিং কার্যালয় খুলনা উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কাউন্সেলিং কার্যালয়ের সামনে নৌবাহিনী প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট বানৌপক সংঘ দুটি বৃক্ষচারা রোপণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান

(পার্সোনেল), কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া, ঊর্ধ্বতন নৌকর্মকর্তাবৃন্দ, বিএনএফডব্লিউএ ও লেডিস ক্লাব খুলনার চেয়ারম্যান ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং জেসিও, পিও এবং নাবিকদের স্ত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন শেষে নৌবাহিনী প্রধান ও প্রেসিডেন্ট বানৌপক সংঘ উপস্থিত জেসিও, পিও এবং নাবিকদের পরিবারের সাথে মতবিনিময় করেন এবং কাউন্সেলিং অফিস পরিদর্শন করেন। পরে বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট খুলনা বুটিক শপ 'নোভর' পরিদর্শন করেন।

কোস্ট গার্ডের হাই স্পিড বোট ও পন্টুন এর কিল লেয়িং

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য নির্মিতব্য দুটি বোট ও ১৩টি পন্টুন এর কিল লেয়িং অনুষ্ঠিত হয়েছে খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে। গত ২৬ এপ্রিল কিল লেয়িং এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক নির্মাণ কাজের সূচনা করেন বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীর মহাপরিচালক রিয়ার এডমিরাল এ এম এম আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি। এ সময় কমান্ডার

খুলনা নৌঅঞ্চলে নবনির্মিত নৌপরিবার কাউন্সেলিং কার্যালয় উদ্বোধন করেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম



খুলনা নৌঅঞ্চল, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গসহ শিপইয়ার্ডের অন্যান্য নৌ ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এই নৌযানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০ মিটার, প্রস্থ ১০.৪৩ মিটার, ড্রাফট ৪.৮ মিটার, ডিসপ্লেসমেন্ট ৫৫৫ মেট্রিক টন। নৌযানগুলি ঘন্টায় ১৩ নটিক্যাল মাইল নৌপথ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে। ইউএস এর ক্যাটারপিলার ব্র্যান্ডের ২,৫০০ অর্শ্ব শক্তির দুটি করে ইঞ্জিন, ৮৬ কিলোওয়াটের দুটি করে জেনারেটর ও ফিনল্যান্ডের দুটি করে প্রপালশান সংযোজন করা হবে এতে। নেদারল্যান্ড এর বিখ্যাত টাগ ও ড্রেজার প্রস্তুতকারক শিপইয়ার্ড ডামেন এর নকশায় এবং যৌথ কারিগরী সহায়তায় নির্মিত এই দুটি টাগ বোটের ৩,৫০০ টন লোডের জাহাজ পুশ/পুল, ১০০ মিটার দূরবর্তী জাহাজে অগ্নি নির্বাণ সক্ষমতা ও বন্দর, নদী এবং পোতাশ্রয় এলাকায় দূষণ প্রতিরোধী স্প্রে নিক্ষেপণের সক্ষমতা রয়েছে। এ ছাড়া টাগ বোট দুটি স্কট টাগ হিসেবে কাজ করতেও সক্ষম হবে।

চারটি এলসিইউ এর কিল লেয়িং

বাংলাদেশ নৌবাহিনী (ভাষণচর আশ্রয়ন প্রকল্প-৩) এর জন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডে নির্মিতব্য চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি (এলসিইউ) এর কিল লেয়িং অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৪ এপ্রিল চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটির কিল লেয়িং এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক নির্মাণ কাজের সূচনা করেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। এ সময় কমডোর কমান্ডিং খুলনা, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আমন্ত্রিত অতিথিবর্গসহ শিপইয়ার্ডের অন্যান্য নৌ

ও অসামরিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অতিথিরা নির্মিতব্য নৌযানগুলোর মূল খেলের হালে হাতুড়ি পিটিয়ে নির্মাণ কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর নিকট অর্পিত চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার ভাষণচর আশ্রয়ন-৩ প্রকল্পের জন্য এই চারটি ল্যান্ডিং ক্রাফট ইউটিলিটি নির্মাণ করা হবে। আগামী ১২ মাসের মধ্যে খুলনা শিপইয়ার্ড নৌযানগুলোর নির্মাণ শেষে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ জাহাজ বিশেষভাবে মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক উৎখাত হয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে আশ্রয় নেওয়া অসহায় নাগরিকদের, নির্ধারিত বসবাসযোগ্য স্থানে স্থানান্তর, মালামাল, খাদ্য, ত্রাণ পরিবহনসহ দুর্যোগ পরবর্তী মানবিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকবে। বিশেষত ভাষণচর এবং বাংলাদেশের সমুদ্রসীমানা এলাকায় এসব জাহাজ চলাচল করবে। জাহাজগুলো বিরূপ আবহাওয়ায় চার মাত্রার সি-স্ট্যাট পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবে চলাচলে সক্ষম যা বিশেষ প্রয়োজনে সি-স্ট্যাট পাঁচ মাত্রা পর্যন্ত ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবে। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসমৃদ্ধ এই নৌযানের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২ মিটার, প্রস্থ ১০ মিটার, ড্রাফট (আফট) ১.৮ মিটার, ড্রাফট (ফরওয়ার্ড) ০.৯ মিটার। নৌযানগুলি ঘন্টায় ১১ নটিক্যাল মাইল বেগে চলতে সক্ষম। জাপানের ইয়ানমার ব্র্যান্ডের ৭৫৫ অর্শ্ব শক্তির দুটি করে ইঞ্জিন ও গিয়ারবক্স সমৃদ্ধ নৌযানগুলোতে ফ্রান্সের বাউডিন ব্র্যান্ডের দুটি জেনারেটরও সংযোজন করা হবে। বিশেষ সক্ষমতায় এই নৌযানগুলি ২৮০ জন জনবল অথবা ১৫০ টন মালামাল অথবা তিনটি তিন টন লরি/ছয়টি ০.২৫ টন জিপ অথবা তিনটি বুলডোজার বহন করতে সক্ষম।

নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে দেশব্যাপী ‘অপারেশন জাটকা’



অপারেশন জাটকা অভিযানে আটক অবৈধ জাল বিনষ্ট করা হয়

বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক দেশের ইলিশ সম্পদ রক্ষায় বাংলাদেশ নৌবাহিনী ‘ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার’ এর আওতায় প্রতি বছর অপারেশন জাটকায় অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রতি বছরের মতো এ বছরও নৌবাহিনীর জাহাজসমূহ ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ জুন পর্যন্ত জাটকা অভিযানে নিয়োজিত হয়। বরগুনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মোট তিনটি ভাগে বিভক্ত করে এই অপারেশন পরিচালনা করা হয়। এর মধ্যে বরিশালের মল্লিকপুর, লালখারাবাদ, হিজরা, ভাসানচর, পাতারহাট, শ্রীপুর, চরমোনাই, কালীগঞ্জ, লাহারহাট ও মেহেন্দিগঞ্জ, পটুয়াখালীর গলাচিপা, রাস্তাবালী, পটুয়া, চালিতাবুনিয়া, পানপাট, নিজাপুর, কালিকাপুর, বাশনা, বাতয়াতলী, পায়রা বন্দর ও চর কাজল এলাকা এবং বরগুনা জেলার তালতলী, নিশানবাড়িয়া ও বাহাদুরপুর অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট নদী এলাকায় নৌবাহিনীর জাহাজ সার্বক্ষণিকভাবে মোতায়েন করা হয়। এ অপারেশনকে আরও বেগবান করার জন্য এ বছরে জাটকা অভিযানে প্রথমবারের মতো নৌবাহিনীর মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট (এমপিএ) এর মাধ্যমে টহলের ব্যবস্থা করা হয় এবং নৌজাহাজসমূহের সদস্যদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করা হয়। নৌবাহিনীর জাহাজের নিজস্ব বোট এবং স্থানীয়ভাবে ভাড়া করা বোটের মাধ্যমে বিভিন্ন খাল, নালা ও নদীতে সাঁড়াশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ ছাড়া মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ার ক্রাফটের মাধ্যমে আগে থেকেই অবৈধ জাল ও নৌকার অবস্থান নির্ণয় করে পরবর্তীতে জাহাজ ও নৌকার মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা হয়। চলতি মৌসুমে নৌঅঞ্চলের আওতাধীন বিভিন্ন নদ-নদীতে নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ জাটকা অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে একটি নৌকা, সাত কোটি ৩৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ৪৮০ মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল, ছয় কেজি জাটকা ও ছয় লক্ষ রেনু পোনা উদ্ধার করে। গ্রেফতারকৃত জাল ও জাটকার আনুমানিক মূল্য ১৫৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩১ হাজার পাঁচশ টাকা। যা গত বছরের চেয়ে ১০০ কোটি ১৮ লক্ষ ৭২ হাজার ১০০ টাকা বেশি। আটককৃত জাল পরবর্তীতে স্থানীয় প্রশাসন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও মৎস্য কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। উদ্ধারকৃত রেনু পোনা বিষখালী নদীতে অবমুক্ত করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্য কর্মকর্তার মাধ্যমে আটককৃত জাটকা স্থানীয় মাদ্রাসায় দুধ ও এতিমদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত ‘অপারেশন জাটকা’ ইলিশ সংরক্ষণের জন্য এক সমন্বিত পদক্ষেপ। নৌসদস্যদের চেষ্টা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাটকা নিধন প্রতিরোধ অভিযান বহুলাংশে সফল ও ফলপ্রসূ হয়েছে এবং বাজারে ইলিশের সহজলভ্যতা বজায় থাকছে। এভাবেই দেশের বিশাল সমুদ্রসীমার সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি শান্তিকালীন সময়ে দেশের মৎস্য সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে নৌবাহিনী নিরবিচ্ছিন্নভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।



খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ এ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য নির্মিতব্য চারটি এলসিইউ এর কিল লেয়িং করা হয়

বিএমডিসংবলিত যুদ্ধজাহাজ আরও বাড়ানোর লক্ষ্য মার্কিন নৌবাহিনীর

মার্কিন নৌবাহিনী ২০২৩ অর্থবছরের মধ্যে তাদের বহরে থাকা ব্যালিস্টিক মিসাইল ডিফেন্স (বিএমডি) এজিস কমব্যাট সিস্টেমসংবলিত যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিয়েছে।

মার্কিন নৌবাহিনীর বহরে বর্তমানে বিএমডি সক্ষমতার ৩৮টি যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ৪১ এবং ২০২৩ শেষে ৫৭টিতে উন্নীতের পরিকল্পনা রয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসনাল রিসার্চ সার্ভিসের (সিআরএস) প্রতিবেদন অনুযায়ী, ৫৭টির মধ্যে ৩১টি গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার ও ক্রুজারে যুক্ত হবে সর্বশেষ এজিস বিলএল ৯.সি২ সংস্করণ। যুদ্ধজাহাজগুলোর মধ্যে দুটি ইউএসএস ফিটজজেরাল্ড ও ইউএসএস জন ম্যাককেইন জাপান ও সিঙ্গাপুরের জলসীমায় দুটি পণ্যবাহী জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ক্যারিয়ার-বেজড মনুষ্যবিহীন যান উন্নয়ন কর্মসূচি নিশ্চিত চীনের



ক্যারিয়ার-বেজড মনুষ্যবিহীন যান (ইউএভি) উন্নয়ন কর্মসূচি নিয়ে চীন দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে বলে জানিয়েছে চায়না অ্যারোস্পেস সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি করপোরেশন (সিএএসসি)। সংস্থাটির এক জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী শি ওয়েন গ্লোবাল টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ক্যারিয়ার-বেজড ইউএভি নিয়ে চীনের গবেষণা কার্যক্রম চলছে বেশ আগে থেকেই।

চীনের আনুষ্ঠানিক স্বীকারোক্তির আগেও

বিষয়টির আঁচ পাওয়া যায়। ২০১৬ সালে একটি বাণিজ্যিক স্যাটেলাইটের ধারণকৃত ছবিতে দেশটির পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভি এয়ারফোর্সের হুয়াংডিকুন ঘাঁটির একটি ক্যাটাপাল্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে ইউএভির অস্তিত্ব দেখা যায়। ইউএভিটি শনাক্ত হয়েছে একটি ক্লাউড শ্যাডো হেল (হাই-আলটিটিউড, লং এনডিউরেন্স) হিসেবে। অপটিক্যাল বা সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স সেন্সর অথবা সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার এই ইউএভিতে সংযুক্ত করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভি (প্ল্যান) অনেক বছর ধরেই মনুষ্যবিহীন যান নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাপানের আকাশ প্রতিরক্ষা বাহিনী চীনের একটি বিজেডকে-০০৫ ইউএভির আলোকচিত্র ধারণ করে। ধারণা করা হয়, দাইশান দ্বীপ থেকে এটি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গত বছরের শুরুতেও স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ধারণকৃত ছবিতে চীনের দুটি হেল ইউএভির দেখা মেলে। দক্ষিণ চীন সাগরে নজরদারির জন্য এগুলো মোতায়েন করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গ্লোবাল টাইমসকে দেওয়া ওই সাক্ষাৎকারে প্রকৌশলী শি ওয়েন বলেন, ইউএভির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উন্নয়নেও কাজ করছে চীন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয় আকাশচাচী যান উন্নয়নের একটি কর্মসূচি সচল রয়েছে চীনে। এ ধরনের মোট ১১৯টি যান এরই মধ্যে উন্নয়নের কাজ শেষ হয়েছে বলেও দাবি করেন ওয়েন।

অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনায় স্থানীয় শিল্প গুরুত্ব পাচ্ছে



নিজস্ব সক্ষমতা উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে অস্ট্রেলীয় সরকার প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক নতুন সক্ষমতা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। আগামী ১০ বছরে দেশটির স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্প শক্তিশালী করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে পরিকল্পনায়।

নতুন পরিকল্পনায় দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক বিচ্ছিন্ন নীতিমালাগুলো সমন্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং সার্বভৌম শিল্প সক্ষমতা (এসআইসি) অনুদান কর্মসূচির অধীনে বরাদ্দ বৃদ্ধি।

সম্প্রতি প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামী তিন বছরের মধ্যে ব্যয় বাড়িয়ে জিডিপির দুই শতাংশে উন্নীত করা হবে। এর ফলে ২০২৮ সাল নাগাদ স্থানীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সক্ষমতা বাড়তে অতিরিক্ত ২০ হাজার কোটি ডলারের নতুন বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত ও প্রতিরক্ষা শিল্পে উচ্চ-প্রযুক্তির কর্মসংস্থান প্রচেষ্টা থেকে দেশটির প্রতিরক্ষা শিল্পকে এ পরিকল্পনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে।

পরিকল্পনায় দেশটির স্থানীয় যেসব শিল্প সক্ষমতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, কলিস ক্লাস সাবমেরিন রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রযুক্তির হালনাগাদ, যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের কর্মসূচিগুলো অব্যাহত রাখা, স্থলযুদ্ধসংশ্লিষ্ট পরিবহন ও প্রযুক্তির হালনাগাদ, ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধ, সাইবার ও তথ্য নিরাপত্তায় সর্বাধুনিক সিগনাল প্রসেসিং সক্ষমতা উন্নয়নসহ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও বিতরণসংশ্লিষ্ট প্রযুক্তি।

অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিরক্ষা সামগ্রী সরবরাহে আধিপত্য রয়েছে ছয়টি বিদেশী কোম্পানির। আর দেশি দুই বড় কোম্পানি হচ্ছে এএসসি ও অস্ট্রাল।

এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার আধুনিকায়ন করবে রুশ নৌবাহিনী

রুশ নৌবাহিনীর একমাত্র এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার অ্যাডমিরাল কুজনেৎসভ আধুনিকায়নে একটি চুক্তি সই করা হয়েছে। এ প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১০০ কোটি ডলার। রাশিয়ার মারমানস্কে অবস্থিত জাহাজ মেরামত কারখানায় আধুনিকায়নের কাজটি সম্পন্ন হবে। ২০২০ সালের মধ্যে তা শেষ হয়ে পরের বছরই বহরে যোগ দেবে কুজনেৎসভ। আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাচ্ছে জাহাজটির ইঞ্জিন। বর্তমান ইঞ্জিনটি ইউক্রেনে নির্মিত হওয়ায় হয় সেখান থেকে অথবা যুক্তরাষ্ট্র থেকে পরিবর্তন করতে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক সম্পর্কের কারণে তা সম্ভব না হওয়ায় জাহাজটির আটটি বয়লার আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য নতুন বয়লারের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হবে। ক্যারিয়ারটির ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমও আধুনিকায়ন করা হবে। প্রথম প্রজন্মের রাডার সিস্টেমের বদলে বর্তমান প্রজন্মের রাডার সিস্টেম জাহাজটিতে স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি কমব্যাট ইনফরমেশন ও ব্যাটল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও পরিবর্তন করা হবে। পরিবর্তনগুলো সম্পন্ন হলে কুজনেৎসভ চেহারা নেবে একটি আধুনিক এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের।

দ. কোরিয়ার হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে অ্যান্টি-মিসাইল সিস্টেম

রিপাবলিক অব কোরিয়ার দ্বিতীয় দকদো-ক্লাস হেলিকপ্টার ক্যারিয়ারে স্থানীয়ভাবে উন্নয়ন করা ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য অ্যান্টি-মিসাইল (কে-এসএএএম) যুক্ত হয়েছে। মারাদো নামের ক্যারিয়ারেও মিসাইল উৎক্ষেপণে একটি ভার্চুয়াল লকিং সিস্টেম (কে-ভিএলএস) সংযোজিত হয়েছে, যা দেশটি উন্নয়ন করেছে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে।

কে-এসএএএম উন্নয়ন করেছে এলআইজি নেস্ট ওয়ান, যার দৈর্ঘ্য ৩.০৭ মিটার। মিসাইলটি নৌযাননির্ভর একটি অ্যান্টি-এয়ার প্রজেক্টাইল। দক্ষিণ কোরিয়া এ অস্ত্র উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করে ২০১১ সালে। স্থানীয়ভাবে 'হাগাং' বা 'সি বো' নামে পরিচিত এ অস্ত্রের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় ২০১৩ সালে। দেশটির যুদ্ধজাহাজগুলোতে বর্তমানে নিয়োজিত রেখিয়ন রিম-১১৬ রোলিং এয়ারফ্রেম মিসাইলের স্থলাভিষিক্ত হবে এগুলো। মারাদো ক্যারিয়ারে নিজস্ব প্রযুক্তিতে উদ্ভাবিত সেন্সরের পাশাপাশি ইসরায়েলি সেন্সরও ব্যবহার করা হয়েছে।

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে উত্তেজনায় চীন ও যুক্তরাষ্ট্র



দক্ষিণ চীন সাগরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন নৌ-চলাচলের অধিকারের দাবিতে পরিচালিত অভিযান দেশ দুটির নৌ-সম্পর্কে অবনতি ঘটছে। চীন বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরকে নিজেদের ভূখণ্ড বলে দাবি করে আসছে। যদিও অঞ্চলটি আন্তর্জাতিক জলসীমার অন্তর্ভুক্ত জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিয়মিত বিরতিতে তাদের অভিযান পরিচালনা করছে।

গত ৭ জানুয়ারি ইউএসএস ম্যাকক্যাম্পবেল নামের একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জের ১২ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে নোঙর করে। যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে 'উসকানিমূলক' আখ্যা দিয়ে এর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে চীন। অন্যদিকে মার্কিন প্যাসিফিক ফ্লিটের মুখপাত্র র্যাচেল ম্যাকমার এক বিবৃতিতে জানান, 'স্বাধীন নৌ-চলাচলের অধিকারের দাবিতে পরিচালিত অভিযানের অংশ হিসেবে মার্কিন রণতরী ম্যাকক্যাম্পবেল দক্ষিণ

চীন সাগরে অবস্থান করছে। অভিযানটি নির্দিষ্ট কোনো দেশের বিরুদ্ধে বা কোনো রাজনৈতিক অবস্থান প্রকাশের জন্য নয়।'

দক্ষিণ চীন সাগরে কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ করছে চীন। দেশটি

বলে আসছে, সমুদ্রপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত, নৌ-চলাচলে সহায়তা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা, মৎস্য সম্পদের সুরক্ষাসহ অন্যান্য বেসামরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এ অঞ্চলে উপস্থিতি বাড়ছে তারা। তবে মার্কিন কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে, দক্ষিণ চীন সাগরের স্প্যাটিলি দ্বীপে অ্যান্টি-শিপ মিসাইল, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল ব্যবস্থা মোতায়েন করেছে চীন। এছাড়া উডি দ্বীপে চীনের বোমারু বিমানের অবতরণও উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলছে।

চীনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ চীন সাগরের দ্বীপপুঞ্জগুলো ক্রমান্বয়ে সামরিকীকরণের অভিযোগ তুলে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি মনে করছে, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৈশ্বিক প্যাসিফিক ফ্লিটের মুখপাত্র র্যাচেল ম্যাকমারের কাছে এ অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি না বাড়ানোর যে অঙ্গীকার করেছিলেন, দেশটির সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলো ঠিক তার বিপরীত।

► তাইওয়ানকে সাবমেরিন লাইসেন্স অনুমোদন যুক্তরাষ্ট্রের

ডিজেল ইলেক্ট্রিক সাবমেরিন উন্নয়ন ও নির্মাণে তাইওয়ানের প্রচেষ্টায় সমর্থন জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর এরই অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র দেশটিকে মার্কিট লাইসেন্স অনুমোদন করেছে। তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

দ্বিপাক্ষীয় প্রতিরক্ষা শিল্পবিষয়ক সহযোগিতা প্রসার এবং তাইওয়ানকে সাবমেরিনসংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও দক্ষতা সরবরাহে দুই দেশের মধ্যে চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। নিজস্ব প্রযুক্তিতে ছয় থেকে আটটি সাবমেরিন ডিজাইন ও নির্মাণে তাইওয়ান বছর খানেক আগে একটি কর্মসূচি চালু করেছিল।

► বঙ্গোপসাগরে ভারত-মিয়ানমার নৌবাহিনীর যৌথ মহড়া

ভারত ও মিয়ানমারের নৌবাহিনী প্রথবারের মতো বঙ্গোপসাগরে যৌথ মহড়া পরিচালনা করেছে। দুই বাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা এবং কার্যক্রম পরিচালনা আরো নিবিড় ও জোরদার করার লক্ষ্য থেকেই এ মহড়া পরিচালিত হয়েছে।

'ইমনেক্স-১৮' নামের নয় দিন ব্যাপী ওই মহড়া দুটি ধাপে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধাপেরটি ছিল বিশাখাপত্তনমে। পাঁচদিনের ওই মহড়াটি ছিল বন্দরকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় ধাপের চারদিনের মহড়াটি অনুষ্ঠিত হয় সমুদ্রক্ষেপে। গোলাবর্ষণ, সমন্বিত অ্যান্টি-সাবমেরিন মহড়া এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

► ব্রাজিলের নৌবাহিনীতে সর্বাধুনিক হেলিকপ্টার

এয়ারবাসের এইচ২২৫এম সুপার কোগার হেলিকপ্টার যোগ হয়েছে ব্রাজিলের নৌবাহিনীতে। গত বছরের জুনে এ মডেলের প্রথম হেলিকপ্টারটি গ্রহণ করে দেশটির নৌবাহিনী। ২০২২ সালের আগস্টের মধ্যে বাহিনীর বহরে যুক্ত হবে আরও চারটি এইচ২২৫এম হেলিকপ্টার। প্রতিটি হেলিকপ্টারেই দুটি এমবিডিএ এক্সসেট অ্যান্টি-শিপ মিসাইল যুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

ব্রাজিল ১৬টি এইচ২২৫এম সংগ্রহের একটি পরিকল্পনা নিয়েছিল। এর মধ্যে সাতটি ইউএইচ-১৫ ইউটিলিটি এবং তিনটি ইউএইচ-১৫এ সিএসএআর (কমব্যাট-সার্চ-রেসকিউ) এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে দেশটির নৌবাহিনী। আগামী বছর আরেকটি ইউএইচ-১৫ যুক্ত হবে দেশটির বহরে।

বাবুর মিসাইলের আধুনিক সংস্করণ পরীক্ষা পাকিস্তানের



পাকিস্তান তাদের নিজস্ব সক্ষমতায় উন্নয়নকৃত বাবুর মিসাইলের আরও উন্নত সংস্করণের সফল পরীক্ষা চালিয়েছে। দেশটির সামরিক বাহিনীর গণমাধ্যম শাখা আইএসপিআর

প্রকাশিত এক ফুটেজে বাবুর-ওয়ানবি নামে পরিচিত এ মিসাইলের উৎক্ষেপণ ও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার দৃশ্য দেখানো হয়েছে।

আইএসপিআর জানিয়েছে, মিসাইলটি নিখুঁত দক্ষতায় ভূমি বা সমুদ্রে ৭০০ কিলোমিটার রেঞ্জের মধ্যে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে সক্ষম। সর্বাধুনিক নেভিগেশন প্রযুক্তিসংবলিত এ মিসাইল একাধিক যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম। প্রথাগত বা পারমাণবিক উভয় ধরনের যুদ্ধাস্ত্র বহনের উপযোগী এ মিসাইলকে পাকিস্তান তাদের কৌশলগত নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করে থাকে।

জিবুতি অতিক্রমে পাইলটদের সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন সামরিক বাহিনী জিবুতিতে 'অননুমোদিত লেজার অ্যাকটিভিটি' নিয়ে উড্ডোজাহাজ পাইলটদের সতর্ক করে একটি বার্তা (নোটাম) জারি করেছে। ওই বার্তায় জিবুতির একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল অতিক্রমের সময় পাইলটদের অতিমাত্রায় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েকটি গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, জিবুতিতে অবস্থিত চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি (নেভির প্ল্যান) ঘাঁটি অথবা উপকূলবর্তী জাহাজ থেকে উচ্চ শক্তির লেজার অস্ত্র পরিচালনা করা হচ্ছে। ওই অঞ্চল অতিক্রমকারী পাইলটদের অনেকে 'নীল রঙের লেজার' প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানিয়েছেন। রাশিয়া ও চীনের নৌবাহিনীর জাহাজগুলোয় যে ধরনের লেজার অস্ত্র ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে এর মিল রয়েছে বলে জানা গেছে।

যুদ্ধজাহাজের সবচেয়ে বড় প্রদর্শনী করল চীন



নৌবাহিনীর ৪৮টি জাহাজ, ৭৬টি যুদ্ধবিমান ও ১০ হাজার সেনাসদস্য নিয়ে চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির (প্ল্যান) সবচেয়ে বড় প্যারেড সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ চীন সাগরে। দেশটির প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং চীনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় এই প্যারেড প্রত্যক্ষ করেন। নৌবহরের এ প্যারেডকে 'নতুন চেহারা পিপলস নেভি' হিসেবেই অভিহিত করেছে চায়নিজ মিনিষ্ট্র অব

ন্যাশনাল ডিফেন্স (এমএনডি)। প্যারেড প্রত্যক্ষের পাশাপাশি জিনপিং তার ভাষণে বলেন, 'চীনা জাতির পুনর্জাগরণের এ সংগ্রামে শক্তিশালী পিপলস নেভি

গড়ে তোলার প্রয়োজন আজকের এ সময়ের চেয়ে আর কখনো এতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি।' চীনের সেনাবাহিনীকে ২০৩৫ সালের মধ্যে আধুনিকায়ন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বমানের সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে দেশটির সরকার।

প্যারেডের ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করে জাহাজগুলোর অবস্থান বিন্যাস করা হয়। বিন্যাসের নেতৃত্বে

ছিল দুটি জিং-ক্রাস পারমাণবিক শক্তিচালিত ব্যালিস্টিক মিসাইল সাবমেরিন। এ দুটিকে অনুসরণ করে চারটি শ্যাং-ক্রাস পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন ও ছয়টি প্রথাগত সাবমেরিন। এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার লিয়াওশিং ও দুটি ইয়ুঝাও-ক্রাস উভচর অ্যাসল্ট জাহাজের সঙ্গে ছিল ১১টি ডেস্ট্রয়ার, পাঁচটি ফ্রিগেট, আটটি কর্ভেট ও কয়েকটি সহায়ক জাহাজ। দুই সারিতে সজ্জিত জাহাজগুলোর ও পর দিয়ে উড়ে যায় জেড-৮ ও জেড-৯ হেলিকপ্টার, কেজে-২০০ ও কেজে-৫০০ এয়ারক্রাফট, কে-কিউ-২০০ মেরিটাইম প্যাট্রল এয়ারক্রাফট, দীর্ঘপাল্লায় আঘাতে সক্ষম ও রিফুয়েলিং এয়ারক্রাফট এইচ-৬, উপকূলভিত্তিক কমব্যাট এয়ারক্রাফট জে-১০, জে-১১, জেএইচ-৭ এবং চারটি জে-১৫ জঙ্গিবিমান।

সংবিধান সংশোধন এবং প্রেসিডেন্টের দুই মেয়াদে ক্ষমতায় থাকার সীমা বাতিল করে দেশটির পিপলস কংগ্রেসে আইন পাসের একমাস পর এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

আকাশযুদ্ধের ডেস্ট্রয়ারে সিইসি পরীক্ষা অস্ট্রেলিয়ার

রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান নেভির আকাশ যুদ্ধের দুটি হোবার্ট ক্রাস ডেস্ট্রয়ার প্রথমবারের মতো কোঅপারেটিভ এনগেজমেন্ট ক্যাপাবিলিটি (সিইসি) প্রদর্শনে বেশ কয়েকটি পরীক্ষা চালিয়েছে। মার্কিন নেভির বাইরে হোবার্ট ক্রাস ডেস্ট্রয়ার হচ্ছে প্রথম যুদ্ধজাহাজ যেখানে সিইসি যুক্ত রয়েছে। সিইসিকে বলা হয় বিস্তৃত পরিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, যা বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত থাকা যুদ্ধজাহাজ, জঙ্গিবিমান, স্থলবাহিনীর রাডার ডাটাকে সমন্বিত করে একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে এবং এ ব্যবস্থায় যুক্ত প্রতিটি জাহাজ/বিমান এই অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকেই নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দক্ষিণ অস্ট্রেলীয় উপকূল থেকে হোবার্ট ও ব্রিজবেন নামের দুটি ডেস্ট্রয়ার এ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পরীক্ষা চালায়।

দ্বিতীয় নাগাপাসা-ক্রাস সাবমেরিন পেল ইন্দোনেশিয়া



ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর কাছে নাগাপাসা-ক্রাসের দ্বিতীয় ডিজেল-ইলেক্ট্রিক সাবমেরিন হস্তান্তর করেছে দক্ষিণ কোরিয়ার জাহাজ নির্মাতা কোম্পানি দাইয়ু শিপবিল্ডিং অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ার্স। কোম্পানিটির কাছে এ ধরনের তিনটি সাবমেরিন নির্মাণের কার্যাদেশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে দ্বিতীয়টি হস্তান্তর করা হলো।

সাবমেরিনটির দৈর্ঘ্য ৬১ দশমিক ২ মিটার। ডুবন্ত অবস্থায় এর সর্বোচ্চ গতি ২১ দশমিক ৫ নটিক্যাল আর ভাসমান অবস্থায় ১১ নটিক্যাল। এ সাবমেরিনে রয়েছে আটটি ৫৩৩ মিলিমিটারের টর্পেডো টিউব। ইন্দোনেশিয়ার নৌবাহিনীর কাছে তৃতীয় সাবমেরিনটি ২০২১ সালে হস্তান্তর করবে দাইয়ু। প্রথম সাবমেরিনটি ২০১৭ সালে নৌবাহিনীর বহরে যুক্ত হয়।

একে-১০৩ রাইফেল উৎপাদনের উদ্যোগ ভারতের

ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য সর্বশেষ সংস্করণের কালাশনিকভ একে-১০৩ অ্যাসল্ট রাইফেল উৎপাদনের জন্য লাইসেন্স পেতে উদ্যোগী হয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। সেনাবাহিনীর জন্য স্থানীয় ডিজাইনের অ্যাসল্ট রাইফেলগুলো পরিবর্তন করে ৭.৬২x৫২ মিলিমিটারের প্রায় ৮ লাখ রাইফেল উৎপাদন করতে চায় ভারত।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের (ওএফবি) কর্মকর্তরা রাশিয়ায় অবস্থিত কালাশনিকভ রাইফেল উৎপাদন কারখানা পরিদর্শন শেষে এ বিষয়ক চুক্তি চূড়ান্ত করবে বলে জানা গেছে। ওএফবির দুটি কারখানায় কালাশনিকভ বিশেষ উৎপাদন কারখানা নির্মাণ করে রাইফেল উৎপাদন করবে বলে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবে উল্লেখ রয়েছে।

পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের 'মহড়া'

চীনের লিয়াওনিং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার প্রথমবারের মতো পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে 'যুদ্ধের মহড়া' পরিচালনা করেছে। দেশটির জাতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বিষয়টি নিশ্চিত করে।

বালসি চ্যানেলের পূর্বে পরিচালিত ওই মহড়ায় লিয়াওশিং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারের সঙ্গে যোগ দেয় পিপলস লিবারেশন আর্মি নেভির (প্ল্যান) ছয়টি সারফেস কমব্যাট্যান্টস। লিয়াওশিং এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ারটিতে নিয়োজিত ছিল হেলিকপ্টার ও জে-১৫ যুদ্ধবিমান। এ মহড়াকে বহরের ভেসেল ও যুদ্ধজাহাজগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের সক্ষমতা পরীক্ষার পাশাপাশি বিরূপ পরিস্থিতিতে কমান্ডারদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা যাচাইয়ের নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ চীন সাগরে অনুষ্ঠিত নেভাল প্যারেডে প্ল্যানের ৪৭টি ভেসেল, ৭৬টি যুদ্ধবিমান ও ১০ হাজার সদস্যসহ লিয়াওশিং ক্যারিয়ার অংশগ্রহণের পর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে এ মহড়ার আয়োজন করে চীন কর্তৃপক্ষ।

জার্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ছবি প্রকাশ পাকিস্তানের

স্থলভাগে নিয়োজিত জার্ব অ্যান্টি-শিপ ক্রুজ মিসাইল সিস্টেমের (এএসসিএম) পরীক্ষামূলক উৎক্ষেপনের ছবি প্রকাশ করেছে পাকিস্তান নৌবাহিনী। বেলুচিস্তান প্রদেশের ওরমারায় অবস্থিত জিন্নাহ নৌঘাঁটি থেকে একটি ট্রান্সপোর্ট-ইরেস্টার-লঞ্চার (টিইএল) থেকে নিক্ষেপ্ত জার্ব এএসসিএমের ছবি প্রকাশ করা হয়।

প্রকাশিত ছবি থেকে ধারণা করা হচ্ছে, মিসাইলটি চীন-নির্মিত সি-৬০২। মাঝারি পাল্লার এ মিসাইলটি ২৮০ কিলোমিটার দূরত্বের কোনো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হনতে সক্ষম। ৩০০ কিলোগ্রাম উচ্চ-বিস্ফোরকযুক্ত যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম এটি। আর মিসাইলটি নিক্ষেপে যে লঞ্চার বা টিইএল ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে নিক্ষেপণের তিনটি ইউনিট রয়েছে। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মির কাছেও একই ধরনের লঞ্চার রয়েছে।

পাকিস্তানের কাছে সর্বাধুনিক মিসাইল শনাক্তের প্রযুক্তি বিক্রি করল চীন



মিসাইল শনাক্তের উন্নত এক প্রযুক্তি পাকিস্তানের কাছে বিক্রির কথা জানিয়েছে চীন। চাইনিজ একাডেমি অব সায়েন্সেস (সিএস) পাকিস্তানের কাছে চারটি অপটিক্যাল ট্র্যাকিং মেজারমেন্ট সিস্টেম সরবরাহের কথা জানিয়েছে। এ প্রযুক্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো কিছু শনাক্ত, পর্যবেক্ষণ ও ছবি ধারণে সক্ষম।

চীনের ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ানরা পাকিস্তানে এ প্রযুক্তির সফল পরীক্ষাও সম্পন্ন করেছে। পাশাপাশি দেশটির কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণও দিয়েছে। নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষও।

সিএস এ বিষয়ে আর কোনো তথ্য

প্রকাশ না করলেও একটি ছবি প্রকাশ করেছে। প্রকাশিত ওই ছবিতে দেখা গেছে, অপটিক্যাল ট্র্যাকিং সিস্টেমটি স্থানান্তরযোগ্য এবং এতে অন্তত দুটি টেলিস্কোপ সংযুক্ত রয়েছে। সিনেথোডোলাইটস নামে পরিচিত এ ধরনের প্রযুক্তিতে উচ্চগতির

ক্যামেরা ও লেজার ট্র্যাকিং ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সর্বাধুনিক সিনেথোডোলাইটস সিস্টেম সাধারণত একাধিক লক্ষ্যবস্তু ট্র্যাকিংয়ে সক্ষম। ব্যালিস্টিক মিসাইলের জন্য পাকিস্তানের চলমান এমআইআরভি প্রযুক্তি (মাল্টিপল ইন্ডিপেনডেন্টলি টার্গেটেবল রিএন্ট্রি ভেহিকল) উন্নয়নের কাজে চীনের সরবরাহকৃত এ ট্র্যাকিং সিস্টেম দেশটির জন্য খুবই সহায়ক হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

২০১৭ সালের শুরুতে একাধিক যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম নতুন মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক মিসাইলের (২,২০০ কি.মি.) সফল পরীক্ষার কথা জানায় পাকিস্তান।

► সিঙ্গাপুরের ষষ্ঠ এলএমভি উদ্বোধন

রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর নৌবাহিনীর জন্য ষষ্ঠ লিট্টোরাল মিশন ভেসেল (এলএমভি) নির্মাণ করেছে এসটি মেরিন। বেনয়ে এসটি মেরিনের কারখানায় এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। যুদ্ধজাহাজটি সিঙ্গাপুর নৌবাহিনীর বহরে আরএসএস ফরটিচিউড নামে পরিচিত হবে।

আটটি ৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের এলএমভির জন্য সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ২০১৩ সালে চুক্তি সই করে এসটি মেরিন। চুক্তির আওতায় প্রথম যুদ্ধজাহাজটি সরবরাহ করা হয় ২০১৭ সালে। আরএসএস ইনডিপেনডেন্ট নামের ওই এলএমভির পর একই বছর আরএসএস সডরেনটি এবং আরএসএস ইউনিটি আরও দুটি যুদ্ধজাহাজ সিঙ্গাপুরের নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়।

► ভূমধ্যসাগরে আরও যুদ্ধজাহাজ পাঠাল রাশিয়া

ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে নৌশক্তির উপস্থিতি বাড়ানোর অংশ হিসেবে রাশিয়া সেখানে একটি ফ্রিগেট ও ট্যাংকার পাঠিয়েছে। ফ্রিগেট ইয়ারোলাভ মূদ্রাই ও ট্যাংকার লেনা জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে।

রাশিয়ার বালটিয়স্ক বন্দর থেকে যাত্রার পর ভূমধ্যসাগরে পৌঁছার ছয়দিন আগে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দেয় জাহাজ দুটি। এ সময় নিরাপদ দূরত্বে থেকে ব্রিটেনের একটি যুদ্ধজাহাজ চ্যানেল অতিক্রম পর্যবেক্ষণ করে। রাশিয়ার বাল্টিক ফ্রিট প্রেস অফিস জানায়, ভূমধ্যসাগরে রুশ নৌবাহিনীর স্থায়ী টাস্কফোর্সের অংশ হিসেবে কমব্যাট ট্রেনিং মিশন সফলে যোগ দেবে যুদ্ধজাহাজ দুটি।

► শ্রীলংকার হাতে আধুনিক ওপিভি

ভারতের গোয়া শিপইয়ার্ড নির্মিত আধুনিক প্রযুক্তির দ্বিতীয় অফশোর প্যাট্রল ভেসেল (ওপিভি) হাতে পেয়েছে শ্রীলংকা। দেশটির নৌবাহিনীতে যুক্ত হওয়া এ নতুন ওপিভির নাম এসএলএনএস সিন্দুরালা।

১০৫ মিটার দৈর্ঘ্যের সিন্দুরালা নির্মাণকাজ শুরু হয় ২০১৪ সালে। ভেসেলটি যোগ দিয়েছে এসএলএনএস সাগুরালার সঙ্গে। ২০১৭ সালে শ্রীলংকার নৌবাহিনীতে যুক্ত হয় সাগুরালা। ১৯৫০ সালে স্বাধীনতা লাভের পর দেশটির নৌবাহিনী পরিচালিত সবচেয়ে বড় জাহাজ সাগুরালা। ওপিভিটির প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য ১০৫ দশমিক ৭ মিটার।

বিক্রম-ক্লাসের প্যাট্রল ভেসেল ভারতীয় কোস্টগার্ডের জন্য



ভারতীয় কোস্ট গার্ড তাদের বহরে প্রথমবারের মতো বিক্রম-ক্লাসের অফশোর প্যাট্রল ভেসেল (ওপিভি) যুক্ত করেছে। এ ভেসেলের আনুষ্ঠানিক নাম বিক্রম (৩৩)। ২০১৫ সালের মার্চে লারসেন অ্যান্ড তুব্রোকে এ জাহাজ যে সাতটি ভেসেলের কার্যাদেশ দেওয়া হয় তার মধ্যে বিক্রমও ছিল।

কার্যাদেশ দেওয়া ভেসেলগুলোর মধ্যে প্রথমটি ২০১৭ সালের অক্টোবরে লারসেন অ্যান্ড তুব্রোর কাটুপালি শিপইয়ার্ডে উদ্বোধন করা হয় আর

দ্বিতীয় উন্মোচিত হয় ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে।

বিক্রম-ক্লাসের এই ওপিভির দৈর্ঘ্য ৯৭ মিটার। এর সর্বোচ্চ গতি ২৬ নটিক্যাল আর আদর্শ রেঞ্জ হচ্ছে ১২

নটিক্যাল পাঁচ হাজার নটিক্যাল মাইল। জাহাজটির নকশা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া আমেরিকান ব্যুরো অব শিপিং এবং ইন্ডিয়ান রেজিস্ট্রার অব শিপিংয়ের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে।

ভেসেলটির ফ্লাইট ডেকে একটি হেলিকপ্টার উড্ডয়ন/অবতরণের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা রয়েছে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান (এসএআর) এবং সমুদ্রে টহলের ক্ষেত্রে ভারতীয় কোস্টগার্ডকে বিশেষ সুবিধা দেবে ভেসেলটি। পাশাপাশি এতে যুক্ত রয়েছে দুটি কামান,

যা সমুদ্র টহলে গোলাবর্ষণের সক্ষমতাও প্রদান করবে।

চলতি বছরের শুরুতেই ভারতীয় কোস্টগার্ডের বহরে আরও একটি বিক্রম-ক্লাস ওপিভি যুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে। আর ২০২১ সালের মধ্যে সবগুলো অর্থাৎ সাতটি জাহাজই কার্যক্রমে থাকবে। শিল্প পর্যবেক্ষকরা বিক্রম-ক্লাসকে তুলনা করছেন বেসরকারি কোনো ভারতীয় কোম্পানির নেওয়া সবচেয়ে বড় ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির নেভাল সারফেস জাহাজ প্রকল্প হিসেবে। একই ক্লাসের আগের জাহাজগুলোর নির্মাণকাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরকারি শিপইয়ার্ডের জন্যই বরাদ্দ থাকত। এ ধরনের বেশ কয়েকটি কর্মসূচি বিলম্বের কারণে যথাসময়ে শেষ করা যায়নি।

চুক্তির শর্ত অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিক্রম-ক্লাসের ওপিভি হস্তান্তর করে লারসেন অ্যান্ড তুব্রো। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, আগামীতে আরও বড় অংকের কার্যাদেশ পেতে পারে কোম্পানিটি।

মিসাইল টেকনোলজিতে জায়গা করে নিচ্ছে থ্রিডি প্রিন্টিং

হাল আমলে প্রযুক্তির জগতে একটি জনপ্রিয় শব্দ 'এএম' বা অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং। সহজ অর্থে যা কিনা ক্রমাগত জুড়তে থাকে আর আগেই নির্ধারণ করে দেওয়া নকশা অনুযায়ী একটি জিনিস তৈরি করতে থাকে। তবে আপামর জনসাধারণের কাছে এর জনপ্রিয় নাম 'থ্রি ডি প্রিন্টিং'। মানে যেই মুদ্রণ যন্ত্র ত্রিমাত্রিক বস্তু ছাপাতে পারে। বরং বলা ভালো, সত্যিকারের একটা জিনিস প্রস্তুত করতে পারে।

এই প্রযুক্তি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় এবং বহুল ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে প্রায় সমস্ত খাতেই। গাড়ি নির্মাণের যন্ত্রাংশ, এয়ারোস্পেস প্রযুক্তি, নানাবিধ যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ থেকে শুরু করে এমনকি এমন যন্ত্র দিয়ে পুরো বাড়িও তৈরি করেও বসবাস করছে মানুষ। স্বাভাবিকভাবেই এই থ্রিডি প্রিন্টিং এর কদর বেড়েছে সমরাস্ত্র এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাণ ও জোগানদার প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে। এরা নানা ধরনের নিরীক্ষার ভিত্তিতে এ দিয়ে যেমন প্রোটোটাইপ তৈরি করেছে, তেমনি বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরিতেও আগ্রহের সাথে একে বরণ করে নিচ্ছে।

এই প্রযুক্তি বিশেষভাবে নজর কেড়েছে ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাতাদের। দ্রুত প্রোটোটাইপিং করা, বিশেষ করে প্রোপালশনের সাথে সম্পর্কিত ম্যাটেরিয়ালগুলো নিয়ে আরও নিরীক্ষা করা এবং আরও হালকা ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে এই এএম প্রযুক্তি। এ ছাড়াও নির্মাতারা তৈরি করেছে থ্রিডি প্রিন্টেড ওয়ারহেড এবং বিশেষায়িত সমরাস্ত্রের যন্ত্রাংশ। এখানে যেহেতু ডিজাইন ডেভেলপমেন্টের সময় লাগে আগের চেয়ে কম, তাই ব্যাপকভাবে এর প্রয়োগ বেড়েছে মিসাইল নির্মাণের প্রাক-প্রস্তুত পর্বের গবেষণাতে।

পুরোপুরি এএম সিস্টেমে তৈরি একটি মিসাইল দেখতে হয়তো আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হবে আমাদের। তবে এটা নিশ্চিত যে সেই স্বপ্ন সত্যি হবার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।

কী এবং কেন

কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (ক্যাড) ফাইল ব্যবহারের করে একটি যন্ত্র যখন স্তরে স্তরে উপকরণ ঢেলে একটি বস্তু নির্মাণ করে তাকেই বলা চলে এএম। তবে এই তৈরি করার পদ্ধতি হয়ে থাকে নানা রকমের। যেমন শিট লেমিনেশন

প্রক্রিয়ায় একটি শিটের ওপর আরেকটি শিট জোড়া দিয়ে প্রয়োজন মতো আকৃতিতে কেটে নিয়ে পরের শিট জুড়ে দেওয়া হয়। এভাবে একে একে অনেক শিট জুড়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্মিত হয় কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আবার অন্য পদ্ধতিতে একটি যান্ত্রিক বাহু একটি সমতলের উপর গুড়ো ম্যাটেরিয়াল বা সেই ম্যাটেরিয়ালের তারকে তীব্র তাপ দিয়ে গলিয়ে ঢেলে দিতে থাকে। সেই গলে যাওয়া দ্রব্য শক্ত হয়ে জমে গিয়ে তৈরি করে কাঙ্ক্ষিত ত্রিমাত্রিক বস্তুটি।

অন্যদিকে বাইন্ডার জেটিং কায়দাতে রোলার ব্যবহার করে এক স্তর পাউডার ম্যাটেরিয়ালের সাথে অ্যাডহেসিভ স্তর জুড়ে, এর সাথে আবার এক স্তর পাউডার ম্যাটেরিয়াল দিয়ে ধাপে ধাপে সম্পূর্ণ জিনিসটি বানানো হয়। এর কাছাকাছি পদ্ধতির নাম ম্যাটেরিয়াল জেটিং। বড় এক পাত্র ভর্তি রেজিন এবং আন্ডাভায়েলেট রশ্মির সাহায্যে স্তরের পর স্তর সাজিয়ে প্রিন্ট করা হয় ফটোপলিমারাইজেশন প্রক্রিয়ায়। আবার পাউডার বেড ফিউশনে খুব পাতলা এক স্তর গুড়ো ম্যাটেরিয়ালের ওপর লেজার রশ্মি চালনা করে একে গলিয়ে কাঙ্ক্ষিত আকার দেওয়া হয়। ম্যাটেরিয়াল এক্সট্রুশন পদ্ধতিতে ক্ষেপে শুরু চোঙের ডিপোজিট নল ব্যবহার করে এক পরতের ওপর আরেক পরত গঠনকারী উপাদান দুটিকে জুড়ে রাখতে ওপর গলিত আকারে বসানো হয়।

প্রচলিত সাধারণত জন্য উৎপাদন প্রযুক্তিতে একটি বস্তু তৈরি করবার আমরা একটি বড়সড় আকারকে কেটে ছেঁতে বেশ খানিকটা বাদ দিয়ে, মানে

অপচয় ঘটিয়ে এবং এরপর এর সাথে ওটা জুড়ে, সেটা বেঁধে, কাটিং ব্লেডিং করে আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাই। এতে অপচয় এবং ব্যয়ের পাশাপাশি অনেক সময়ও লাগে। কিন্তু থ্রিডি প্রিন্টিংয়ে ঘটনাটা অনেকটাই উল্টো। এখানে প্লাস্টিক, ধাতু, সিরামিক, রজন বা এ ধরনের নানা পদের বস্তুই বেস ম্যাটেরিয়াল হতে পারে। এসবকে স্তরে স্তরে জুড়ে বস্তু বানাতে যেমন অপচয় কম, ম্যাটেরিয়াল বেছে নেবার বৈচিত্র্য তেমনি এবং সময়ও লাগছে অনেক কম। তাই স্বাভাবিক কারণেই মিসাইল তৈরির প্রোটোটাইপে এর জনপ্রিয়তা বেড়ে চলছে দিনকে দিন।

কিছু বিশেষায়িত থ্রিডি প্রিন্টারে জৈব অণু, বহুকোষী আণুবীক্ষণিক প্রাণী এবং স্টেম অথবা স্কিন সেলের ব্যবহার পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, সিলেকটিভ লেজার সিন্টারিং (এসএলএস) ব্যবহার করে বিএই সিস্টেমস তৈরি করেছে এয়ারক্রাফটের জন্য থ্রিডি প্রিন্টেড নাইলন যন্ত্রাংশ। এএম পদ্ধতিগুলোতে নানা ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য প্রস্তুত করা সম্ভব। এতে তৈরিকৃত বস্তুটি টেকসই হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়ে। ওয়ার অ্যান্ড আর্ক অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং (ডব্লিউএআরএম) অপর একটি অনন্য এএম প্রক্রিয়া যেখানে ওয়েল্ডিং এর মূলনীতি ব্যবহার করা হয়।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো ক্র্যানফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ প্রযুক্তি নিয়ে উচ্চতর গবেষণায় পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এয়ারবাস, বিএই সিস্টেমস এবং লকহিড মার্টিনের মতো বড় বড় নাম এ তালিকায় রয়েছে।

এই পদ্ধতির কার্যকারিতা বুঝতে আমরা তিন ধরনের জটিলতার কথা ভাবতে পারি।

প্রথমটি হলো, প্রচলিত পন্থায় নির্মিত যন্ত্রাংশের বদলে এএম প্রযুক্তিতে তৈরিকৃত যন্ত্রাংশ ব্যবহার করা। দ্বিতীয়ত, এএম এর সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে বস্তু ও নকশায় পরিবর্তন এনে সেই যন্ত্রাংশ তৈরি করা। আর সর্বশেষটি হলো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল এএম প্রযুক্তি ব্যবহার করেই যন্ত্রাংশগুলো নির্মাণ করা, এখানে নকশা প্রণয়নকাল থেকেই ধরে নেওয়া হবে যে এটি কেবল এএম ব্যবহার করেই তৈরি হবে।

এএম প্রযুক্তি ব্যবস্থাকে যদি আরও টেকসই করা যায়, তাহলে সামরিক বাহিনীর জন্য যে বিপুল পরিমাণ মজুত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয় সেটি চমৎকারভাবে সামাল দেওয়া যাবে। অপারেশনাল কাজে বহু জিনিসপত্র মজুত এবং পরিবহনের ঝামেলা এড়িয়ে একটিমাত্র এএম সিস্টেম এবং অল্প কিছু বেস ম্যাটেরিয়াল ফিল্ডে নিয়ে গেলে সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রাংশ দ্রুত তৈরি করে নেওয়া যাবে।

বেশ কয়েকটি দেশ প্রতিরক্ষা খাতে এএমের ব্যবহার নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ ধরনের এমটুজিরোগ্রাফি গ্রেনেড লঞ্চার তৈরি করেছে মার্কিন

একটি ওহাইও ক্লাস এসএসবিএন থেকে ২০১৬ সালের আগস্টে নিরস্ত্র ট্রাইডেন্ট ২ ডি-৫ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষামূলক উড্ডয়ন করা হয়। এ মিসাইলের একটি অংশ এএম পদ্ধতিতে উৎপাদিত।

সেনাবাহিনীর রিসার্চ, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সেন্টার। র‍্যাপিড অ্যাডিটিভাল ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যালিস্টিক অর্ডিন্যান্স বা সংক্ষেপে র‍্যাসো নামে পরিচিত এই ফ্যারিং গ্রেনেড মূলত এএম প্রযুক্তিতে বানানো। র‍্যাসোর নকশা যখন চূড়ান্ত প্রায়, দেখা গেল ফায়ার করার সময় গ্রেনেডের দেয়ালে চিড় ধরছে। প্রকৌশলীরা দ্রুত এর নকশা (ক্যাড) বদলে অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত দেয়াল আরও পুরু করে তোলেন, যাতে ক্র্যাকিংয়ের হার কমে আসে।

এম১৭২২১৩ অসপ্রে এবং টি৪৪ পেগাসাসের মতো এয়ারক্র্যাফটের জটিল যন্ত্রাংশও থ্রিডি প্রিন্ট করে ব্যবহার করছে মার্কিন নেভি। অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিএসটি) গ্রুপ সামরিক বিমান মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে লেজার-ক্র্যাডিং প্রযুক্তি ভিত্তিক এএম সিস্টেম গড়ে তুলছে। যৌথভাবে এএম প্রিন্টেড আনম্যানড এরিয়াল ভেহিক্যাল (ইউএভি) পরীক্ষা করে দেখেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া।

২০২৫ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদনের ২৩ শতাংশ এএম ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের আওতায় আনার উদ্দেশ্যে জাতীয় নীতিমালা গড়ে তুলতে কাজ করছে ভারত সরকার। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে উইপ্রো ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ারিং সফলভাবে তৈরি করে এএম নির্মিত এলুমিনিয়াম ফুয়েল ফিড ক্রাস্টার দেশটি স্যাটেলাইট জিএসটি-১৯ এর জন্য। ডিফেন্স ম্যানুফেকচারিংয়ের এএম খাতে বরাদ্দ বাড়িয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া।

ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে স্বাভাবতই খুব সংবেদনশীল যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয়। মিসাইল উৎপাদনে এএম ব্যবহার বাড়লে মনুষ্যক্রটি এড়ানো সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিক হালহকিকত

বেশ কয়েকটি মিসাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যের নকশা ও উৎপাদনে এএম ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে। রেথিংওন, আইডি বিডিএ, লকহিড মার্টিনসহ বিভিন্ন কোম্পানি ভবিষ্যতের এই প্রযুক্তিতে নিজেদের সক্ষমতা প্রমাণ করেছে। তবে উল্লেখ্য যে, এ খাতে বাণিজ্যিক মহাকাশযাত্রার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধন হয়েছে সবচেয়ে বেশি।

রেথিংওন তাদের গাইডেড মিসাইলের ৮০ শতাংশ

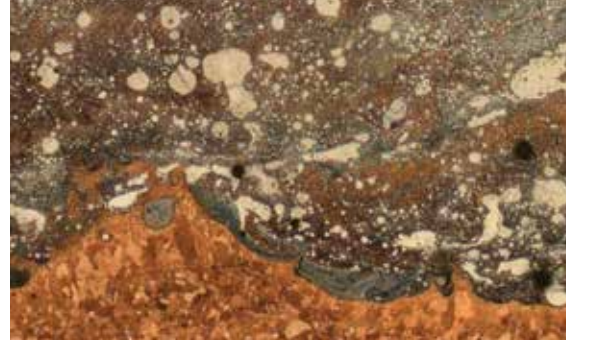
যন্ত্রাংশ থ্রিডি প্রিন্টিং থেকে তৈরি করে বলে জানিয়েছে। এতে আছে রকেট ইঞ্জিন, গাইডেন্স এবং কন্ট্রোল সিস্টেম আর স্ট্রাকচারাল কমপোনেন্ট। রাডার সিস্টেম, পিসিবি এবং অন্যান্য জটিল যন্ত্রাংশ নিয়ে গবেষণা চলছে রেথিংওন ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস লোয়েল রিসার্চ ইনস্টিটিউটে। সেই ১৯৮৭ সাল থেকে কোম্পানিটি স্টেরিওলিথোগ্রাফির (এসএলএ) মাধ্যমে এএম কৌশল ব্যবহার শুরু করে। এএম প্রযুক্তিতে কন্ডাকটর এবং ডাইইলেকট্রিক বানাচ্ছে এরা। কার্বন ন্যানোটিউবের মতো উপাদান এবং জটিল থ্রিডি সার্কিট উন্নয়নেও কাজ করছে রেথিংওন। ২০১৬ থেকে রেথিংওন সরাসরি এই এএম কৌশলে প্রোটোটাইপ বানাচ্ছে। যেখানে আগে একাজে লাগতো ৪০০ কর্মঘণ্টা তা এখন হচ্ছে একদিনেরও কম সময়ে।

ইউরোপীয় মিসাইল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এমবিডিএ ১৯৮৮ সালে এসএলএ ব্যবহার শুরু করে। আর এখন প্রচলিত প্রযুক্তি এবং সর্বাধুনিক থ্রিডি প্রিন্টারের সমন্বয়ে মিসাইলের জন্য জটিল এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি করছে এমবিডিএ।

ওদিকে, লকহিড মার্টিন প্রথাগত নিয়মের প্রায় অর্ধেক সময়ে ব্যয়ে তাদের ট্রাইডেন্ট ২ডি-৫ ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল (আইসিবিএম) তৈরি করেছে এএম পদ্ধতিতে। মার্কিন বিমান বাহিনীর ৯১তম মিসাইল মেইনটেন্যান্স স্কোয়াড্রনও তাদের আইসিবিএমগুলো রক্ষণাবেক্ষণের কাজে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরির উপযোগী এএম সিস্টেম ব্যবহারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

প্রযুক্তির দৌড়ে নাসাকে পেছনে ফেলে স্যান ডিয়েগো ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবে এএম প্রিন্টেড উপাদানে তৈরি ইঞ্জিনের রকেট ভালকান-১, ২০১৬ সালের মে মাসে ৪০০০ ফিট উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। তবে ২০১৫ ডিসেম্বরে নাসাও দেখিয়েছিল ২০,০০০ পাউন্ড থ্রাস্টের অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং ডেমনস্ট্রেটর ইঞ্জিন (এএমডিই)। এমনকি রেথিংওন পর্যন্ত তাদের প্রিন্টেড রকেট মোটর প্রদর্শন করেছে।

স্পেসএক্স এবং এয়ারোস্পেস টেকনোলজি রকেটডাইন তাদের ইঞ্জিনের প্রোটোটাইপ এবং মূল উৎপাদনে এএম ব্যবহার বাড়িয়েছে। স্পেসএক্সের প্রাণভোমরা র‍্যাপটর ইঞ্জিন টেকনোলজির বেশিরভাগই তৈরি হবে এএম দিয়ে। ২০১৭ সালের এপ্রিলে এএম উৎপাদিত একটি ফুল-স্কেল থ্রাস্ট চেম্বার পরীক্ষা করে দেখেছে এয়ারোস্পেস টেকনোলজি রকেটডাইন তাদের আরএল ১০ ইঞ্জিনের জন্য।



থ্রিডি পদ্ধতিতে ইগনাইটার প্রোটোটাইপ তৈরির সময় কপার এবং ইনকোনেল সংকর ধাতুদুটো মিলে গিয়ে আরও শক্তিশালী রাসায়নিক বন্ধন গঠন করে। এটি ধাতব মিশ্রণের আণুবীক্ষণিক ছবি।

ছোট দেশগুলো স্বল্প খরচে নির্ভরযোগ্য রকেট সিস্টেম গড়ে তুলতেও এএম প্রযুক্তিতে নিজেদের সক্ষমতা বাড়িয়েছে। ২০১৭ তে প্রথম ব্যাটারিচালিত রকেট উৎক্ষেপণ করে রকেট ল্যাব কোম্পানি। এএম প্রযুক্তিতে বানানো সাধারণ যন্ত্রাংশগুলোর পাশাপাশি রাদারফোড ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় এই রকেটে। এর প্রোটোটাইপ এবং বাদবাকি উৎপাদনে এএমের ঢালাও ব্যবহারের কল্যাণে সময় এবং খরচ দুটোই অনেক কমেছে। পুরোপুরি এএম প্রযুক্তিতে তৈরি অ্যারোস্পাইক ইঞ্জিনের সফল পরীক্ষা সেরেছে অস্ট্রেলিয়ার মোনাস ইউনিভার্সিটি এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান আম্যারো। মাত্র চার মাসে তৈরি ইঞ্জিনের কার্যকারিতা দেখে বলাই যায়, ভবিষ্যতে প্রোটোটাইপের জগতে রাজত্ব করবে এএম।

অন্যদিকে, ২০১৬ সালের জুলাইয়ে ইউএস মিসাইল ডিফেন্স এজেন্সির জন্য থ্রিডি প্রিন্টেড সিলিকন কার্বাইড নির্মিত যন্ত্রাংশ সরবরাহের ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কার্যাদেশ পেয়েছে এএম প্রিন্টিং মেশিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এক্সওয়ান।

মহাকাশযানে ব্যবহার উপযোগী থ্রিডি প্রিন্টেড ন্যানো সিরামিক অ্যালুমিনিয়াম তৈরি করেছে চীনের সাংহাই জিয়াও তং ইউনিভার্সিটির স্কুল অব ম্যাটেরিয়েল সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। তিয়ানগং-১ এবং তিয়ানগং-২ স্পেস স্টেশন ছাড়াও বেশ কিছু কোয়ান্টাম এবং আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকারী স্যাটেলাইটে ব্যবহার করা হয়েছে এ পদার্থটি। নির্মিতব্য যাত্রীবাহী আকাশযান সিওএমএসি বা কোম্যাক ০৯১৯-এও এটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বাণিজ্যিক মহাকাশ যাত্রার সেক্টরের তুলনায় প্রতিরক্ষা খাত বিশেষ করে অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণে এএম প্রযুক্তির ব্যবহার ঠিক কতখানি বেড়েছে, তা এখনো খুব একটা পরিষ্কার নয়। তবে সামরিক পর্যায়ের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে (আরএন্ডি) এএমর ব্যবহার বৃদ্ধির পক্ষে কাজ শুরু হয়েছে।

এরপর কোথায়?

প্রতিরক্ষার জগতে এএম প্রযুক্তির ব্যবহার নিত্যই পাচ্ছে নতুন মাত্রা। যুদ্ধক্ষেত্রের ধকল সহনীয় উত্তাবনী কাঁচামালের ব্যবহার থেকে শুরু করে নতুন ঘরাণার সমরাস্ত্র উৎপাদনের নয়াপ্রযুক্তি-এর সবকিছুই এখন অবিরত হচ্ছে এএমকে কেন্দ্র করে। তবে এএম এর

নাসার মার্শাল স্পেস ফ্লাইট সেন্টারে মহাশূন্যে ব্যবহৃত রকেট ইঞ্জিনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থ্রিডি প্রিন্টেড রকেট ইঞ্জিনের পরীক্ষামূলক ফ্যারিং সফলভাবে সম্পন্ন হয়।



উৎকর্ষ তখনই ঘটবে যখন এর যুগলবন্দী আমরা দেখবো নতুন যুগের ডিজাইন এবং ম্যানুফেকচারিং টেকনোলজির সাথে।

এএম প্রযুক্তি মাথায় রেখে উদ্ভাবন হচ্ছে জটিল ও স্পর্শকাতর এনার্জেটিক ম্যাটেরিয়েল, যা কিনা প্রিন্ট করে নতুন জাতের ওয়ারহেডে তৈরির কাজ করছে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান।

দ্য ইউরোপিয়ান ডিফেন্স এজেন্সি (ইডিএ) তাদের অ্যাড্ভিটভ ম্যানুফ্যাকচারিং ফিজিবিলাটি স্টাডি অ্যান্ড টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেশন প্রকল্পে এএম ব্যবহার করে ওয়ারহেডের কাঠামোতে অনন্য বৈশিষ্ট্য যোগ করেছে। দেখা গেছে একটি ওয়ারহেডের এনার্জেটিক ম্যাটেরিয়েলে যদি অক্সিজেনের বৃদ্ধি তৈরি করা যায়, তাতে মিসাইলের আকার এবং ওজন কমে আসার সাথে সাথে ধ্বংসক্ষমতা একই থাকে বা বৃদ্ধি পায়। সনাতন পদ্ধতিতে এরকম সূক্ষ্ম ডিজাইনে মিসাইল প্রস্তুত করা অসম্ভব অথচ এএম প্রযুক্তি অল্প সময়েই তা করতে পারবে। ওয়ারহেড যত আকারে ছোট এবং ওজনে হালকা হচ্ছে, মিসাইল নিখুঁত হওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়ছে।

ইউরোপের প্রতিরক্ষা খাতে এএম প্রযুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে একটি যৌথ সমীক্ষা চালাচ্ছে ফরাসি এবং স্পেনের প্রতিষ্ঠান যারা এর সম্ভাবনার পাশাপাশি সামরিক অভিযান, লজিস্টিক এবং পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর এর কী কী প্রভাব পড়বে তা খতিয়ে দেখবে।

সামরিক অভিযানের সময় এএম ইকুইপমেন্ট ব্যবহার সহজলভ্য করে তুলতে গবেষণা চলছে। ইউএস মেরিন কোরে (ইউএসএমসি) শিপিং কনটেইনার ভিত্তিক এক্সপেডিশনারি ম্যানুফ্যাকচারিং মোবাইল টেস্ট বেড (এক্সম্যান) এর সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। এক্সম্যানে রয়েছে কম্পিউটারাইজড ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং সফটওয়্যার, স্ক্যানার, একটি প্লাস্টিক প্রিন্টার এবং উৎপাদনকে নিখুঁত করে তোলার জন্য একটি মিল অ্যান্ড লেদ। সর্বোপরি এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এএম প্রিন্টিং ব্যবস্থা। প্রাথমিকভাবে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সামরিক মহড়া 'স্টিল নাইট' এ এক্সম্যানকে কাজে লাগানো হয়। সেখানে মাত্র আট দিনে জরুরি ভিত্তিতে ৩২টি যন্ত্রাংশ তৈরি করে এক্সম্যান। এগুলোর মধ্যে লাইট আর্মার্ড ভেহিকলের ২৫ এমএম কামানের একাংশও ছিল।

অভিযানে প্রেরণযোগ্য এএম নিয়ে কাজ করছে যুক্তরাজ্যের ডিফেন্স, ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ডিইঅ্যান্ডএস) টেকনোলজি। এই কর্মসূচি অনেকটা ইউএসএমসি'র এক্সম্যান এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর এক্সপেডিশনারি ল্যাবের মতো। এএমডিএক্স সিস্টেম একটি বহনযোগ্য লেজার, ধাতব পাউডার এবং আর্গন গ্যাসের সমন্বয়ে তৈরি। সামরিক যান এবং যন্ত্রতে বহুল ব্যবহৃত যন্ত্রাংশের বেশ কয়েকটি এরইমধ্যে প্রিন্ট করা সম্ভব হয়েছে।

যদিও পুরো ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিতে বহু দূরের পথ পাড়ি দিতে হবে এএম প্রযুক্তিকে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত বা পুরানো যন্ত্রাংশ মেরামতে এর কার্যকারিতা এরই মধ্যে প্রমাণিত। দূরবর্তী সামরিক ঘাঁটি, যুদ্ধজাহাজ অথবা সাধারণ সাপ্লাই চেইনে ছোট আকারের এএম



একটি মিসাইলের সিকার লেসে আঠা লাগানোর কাজ করছে রোবট। ছবি: রেখন

সিস্টেমের ব্যবহার মিসাইল এবং অন্যান্য অস্ত্রের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকে নিঃসন্দেহে সহজতর করে তুলবে। শত্রুপক্ষকে পাল্টা জবাব দিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রোটোটাইপ নির্মাণেও সহায়তা করবে এ প্রযুক্তি। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে বিশেষ করে ডিজাইন, প্রোটোটাইপিং এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে আসার সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে এএম। 'ফ্যাক্টরিস অব ফিউচার' নামক এক নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে রেখিওন। পণ্য উৎপাদনে বেশ কিছু আধুনিকতম প্রযুক্তি এবং উদ্যোগের সমাহারে গড়ে উঠেছে 'ভবিষ্যতের কারখানা'।

থ্রিডি গগলস ব্যবহার করে অগমেন্টেড রিয়েলিটির মাধ্যমে একটি মিসাইলের আগাগোড়া নকশা প্রস্তুত করেছেন ডিজাইনাররা যাকে বলা হচ্ছে 'কেইভ' বা গুহা কনসেপ্ট।

প্রথাগত ক্যাড ডিজাইন, এএম প্রোটোটাইপ প্রযুক্তি এবং একাধিক কেভ সিস্টেমের সমন্বয়ে একটা ভীষণ শক্তিশালী সিস্টেম গড়ে তোলার জন্য ইনিশিয়াল অপারেটিং কনসেপ্ট (আইওসি) নামে কাজ চলছে। অনেকগুলো কেইভের সমন্বয়ে গড়ে তোলা অবিস্থিত একটি নেটওয়ার্কে কম্পিউটার বা মুঠোফোন ব্যবহার করে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে বসে একই সাথে অনেকে একটি নির্দিষ্ট ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে সক্ষম হবেন।

ডিজাইন এবং ম্যানুফ্যাকচারিং প্রক্রিয়ায় অভাবনীয় গতি নিয়ে আসবে এই আইওসি।

ক্লাউড কম্পিউটিং, ইন্টারনেট অব থিংস (আইওটি) এবং বিগ ডেটার যোগফলকে বলা হয় 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০'। আরও বড় পরিসরে এএম ব্যবহার করতে চাইলে একে 'ইন্ডাস্ট্রি ৪.০' প্রযুক্তির দলে ফেলতে হবে।

এসবের পাশাপাশি এএম প্রযুক্তি হাইপারসনিক মিসাইল উৎপাদনেও অংশ নিচ্ছে। খুবই জটিল এবং একেবারে নতুন ধরনের উপকরণে তৈরি শব্দের চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুতগামী এসব মিসাইল নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায় হলো এএম টেকনিক। বিয়োজনমূলক উৎপাদনব্যবস্থায় নমনীয় অথচ হালকা ধাতু নিয়ে ডিজাইনারদের কাস্টিং, কাটিং, বেভিং এবং মোল্ডিং করতে হয়। অন্যদিকে এএম প্রযুক্তি সেখানে নির্ভুল কাজ করার স্বাধীনতা দেয়।

হাইপারসনিক এয়ার-ব্রিডিং উইপন কনসেপ্ট (হ'ক) এবং ট্যাকটিকাল বুস্ট গাইড (টিবিজি) নামের আরঅ্যান্ডডি প্রোগ্রাম ডারপা/ইউএসএএফ এর যৌথ কর্মসূচিতে রয়েছে যেখানে এএম প্রযুক্তির ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ছে। হ'ক এর সুপারসনিক গতির স্ক্রামজেট মূলত হাইড্রোকার্বনে তৈরি। এএম পদ্ধতিতে প্রোটোটাইপ নির্মাণের অন্যতম পথপ্রদর্শক এই হাইড্রোকার্বন। টিবিজি প্রোগ্রামের জন্য রেখিওন এবং লকহিড মার্টিন হাইপারসনিক প্রযুক্তি গড়ে তুলতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে।

অন্যান্য দেশও হাইপারসনিক গ্লাইড ভেহিকল (এইচজিভি) এবং হাইপারসনিক ক্রুজ মিসাইল (এইচসিএম) ব্যবস্থার উন্নয়নে এএম কৌশল ব্যবহার করছে বা করতে যাচ্ছে। চীনা ডিএফ-জেডএফ (ডব্লিউইউ-১৪), রাশিয়ার ইউ-৭১, ইউ-৭৪ এইচজিভি এবং ওএম২২ জিরকন এইচসিএম এর অন্যতম উদাহরণ। রাশিয়ার এনপিও মারিনোস্ত্রয়নিয়ার সাথে যৌথভাবে ব্রাহমোস-২ এইচসিএম উন্নয়নে কাজ করছে ভারত। কে-১৫ প্রকল্পে শৌর্য নামের এইচজিভিও গড়ে তুলছে ভারত যেখানে প্রোটোটাইপিং এর কাজে অনেকটা সুবিধা দেবে এএম প্রযুক্তি। তবে এসবের উন্নয়ন, নকশা অথবা উৎপাদনে এএম প্রযুক্তি কতটুকু ব্যবহার হচ্ছে, তা নিশ্চিত করে জানা যায়নি।

শিল্পীর কল্পনায় আঁকা হাই স্পিড স্ট্রাইক ওয়েপনের (এইচএসএসডব্লিউ) ছবি। হ'ক এবং টিবিজি প্রোগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য হলো এর নির্মাণ, যা ২০২০ সাল নাগাদ বাস্তব রূপ নেবে।





বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর যৌথ মহড়া এক্সারসাইজ ইগল সার্ক ব্রিফিং-এ নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ

বানোজা 'সমুদ্র অভিযান' এর ইন্দোনেশিয়া গমন

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য 'তৃতীয় মাল্টিল্যাটারাল নেভাল এক্সারসাইজ কমোডো' এ অংশগ্রহণ এবং মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্র্যাং ও থাইল্যান্ডের ফুকেট বন্দরে শুভেচ্ছা সফরের উদ্দেশ্যে বানোজা সমুদ্র অভিযান গত ১৮ এপ্রিল চট্টগ্রাম নেভাল জেটি ত্যাগ করে। এ সময় নৌবাহিনীর প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি সুসজ্জিত বাদকদল বাদ্যযন্ত্র পরিবেশনের মাধ্যমে জাহাজটিকে বিদায় জানায়। জাহাজটি নৌজেটি ত্যাগকালে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি এবং কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সহ চট্টগ্রামের অন্যান্য নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় পদস্থ নৌ কর্মকর্তা এবং জাহাজে গমনকারী অফিসার ও নাবিকদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বানোজা সমুদ্র অভিযানের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন এম মনিরুজ্জামান (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন এর নেতৃত্বে নৌবাহিনীর ৬৫ জন কর্মকর্তা, সেনাবাহিনীর দুই জন কর্মকর্তা, বিমান বাহিনীর এক জন কর্মকর্তা, অসামরিক প্রশাসনের চার জন কর্মকর্তা, ১৯৬ জন নাবিক এবং বিজিবির এক জন জেসিওসহ মোট ২৬৯ জন নৌমহড়ায় অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়া 'তৃতীয় মাল্টিল্যাটারাল নেভাল এক্সারসাইজ

কমোডো' (এমএনইকে-২০১৮) তে অংশগ্রহণ শেষে জাহাজটি ২৪ মে চট্টগ্রাম নৌজেটিতে এসে পৌঁছায়। এ ছাড়া ৪ হতে ৯ মে পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় লঙ্ক দ্বীপে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমুদ্র মহড়ায় নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজ 'সমুদ্র অভিযান' বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। মহড়ায় সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ শাহীন ইকবাল, (ট্যাজ), এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি অংশগ্রহণ করেন। জাহাজটি যাত্রাপথে ২৪ হতে ২৭ এপ্রিল মালয়েশিয়ার পোর্ট ক্র্যাং এবং দেশে ফেরার পথে ১৬ হতে ২০ মে থাইল্যান্ডের ফুকেট বন্দরে শুভেচ্ছা সফর করে। নৌবাহিনী যুদ্ধজাহাজের এ ধরনের মহড়ায় অংশগ্রহণ বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম বৃদ্ধির পাশাপাশি বহুপাক্ষিক সুসম্পর্ক জোরদার করবে বলে আশা করা যায়।

শুভেচ্ছা সফরে রাশিয়ান নৌবাহিনীর জাহাজ চট্টগ্রামে

বাংলাদেশে চার দিনের শুভেচ্ছা সফর করে গেল রাশিয়ান নৌবাহিনীর জরিপ জাহাজ 'এডমিরাল ভাদিমিরস্কাই'। গত ২৮ এপ্রিল জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে এসে পৌঁছায়। জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছালে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের চিফ স্টাফ অফিসার (অপারেশন্স) জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকদের স্বাগত জানান। এ সময় বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান হাইকমিশনের ডিফেন্স এডভাইজারসহ নৌবাহিনীর স্থানীয় উচ্চপদস্থ

কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে সফরকারী জাহাজটি বাংলাদেশের জলসীমায় এসে পৌঁছালে 'বানোজা বঙ্গবন্ধু' তাকে অভ্যর্থনা জানায়। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জাহাজটির অধিনায়ক আলেকজান্ডার ভিয়াসসাবোভিচ পাইসিন এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ান হাইকমিশনের ডিফেন্স অ্যাডভাইজারসহ পাঁচ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল, কমান্ডার বিএন ফ্লিট এবং চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া জাহাজের কর্মকর্তা ও নাবিকগণ কাণ্ডাইয়ে নৌবাহিনী প্রশিক্ষণ ঘাঁটি বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম, স্কুল অব মেরিটাইম ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড ট্যাকটিক্স (এসএমডব্লিউটি), নেভাল একাডেমিতে অবস্থিত রেডকিন পয়েন্ট, বানোজা নির্ভীক ঘাঁটি, বাংলাদেশ

নৌবাহিনী হাইড্রোগ্রাফিক অ্যান্ড ওশানোগ্রাফিক সেন্টার (বিএনএইচওসি), বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য পরিচালিত বিএন আশার আলো স্কুল ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটি পরিদর্শন করেন। এই শুভেচ্ছা সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকদের পেশাগত মান উন্নয়নের পাশাপাশি উভয় দেশের নৌবাহিনীর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা যায়। শুভেচ্ছা সফর শেষে জাহাজটি ১ মে বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

এক্সারসাইজ ইগল সার্ক

২০-২২ মে ২০১৮, চট্টগ্রামে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অংশগ্রহণে যৌথ মহড়া 'ইগল সার্ক' অনুষ্ঠিত হয়। ২১ মে কমান্ড পোস্ট এক্সারসাইজ (সিপিএক্স) এর অংশ নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি এবং বিমান বাহিনী প্রধান চট্টগ্রামের এসএমডব্লিউটিতে উপস্থিত হয়ে মহড়া পরিদর্শন করেন। ইগল সার্ক মহড়ার মাধ্যমে বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার ও নৌবাহিনীর জাহাজের মধ্যে বিভিন্ন অনুশীলন করা হয়।

অফিসার ক্যাডেটদের সহশিক্ষা কার্যক্রম

২৩-২৮ এপ্রিল ২০১৮, প্রশিক্ষণার্থী অফিসার ক্যাডেট মিডশিপম্যানগণ বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমে অনুষ্ঠিত সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। সামরিক বাহিনীর সুযোগ্য সদস্য

শুভেচ্ছা সফর শেষে রাশিয়ার নৌবাহিনী জাহাজ 'এডমিরাল ভাদিমিরস্কাই' চট্টগ্রাম বন্দর জেটি ত্যাগ করছে





মেরিটাইম ইনসারশন অনুশীলনে নৌকামাভোগণ

হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপদসংকুল বৈরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের বোট পুল, ক্ষুদ্রাঙ্গ ফায়ারিং, সার্ভাইভাল এক্সারসাইজ, পিএলএক্স, ক্রসকান্টি ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম বোট পুলের অধিভুক্ত কাপ্তাই লেকে সেইলিং, পুলিং, পাওয়ার বোট হ্যান্ডলিং, ক্যানুয়িং, সমুদ্র বা জলপথে উদ্ধার অভিযান অনুশীলনসহ পাইরো টেকনিক ফায়ারিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ ছাড়া বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম ফায়ারিং রেঞ্জ প্রশিক্ষণার্থীদের ক্ষুদ্রাঙ্গ ফায়ারিং এবং মাস্কেট্রি অনুষ্ঠিত হয়।

বিমান বাহিনীর ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স

২২-২৯ এপ্রিল ২০১৮, বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর অফিসারদের ৬১তম ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স অনুষ্ঠিত

হয়েছে। কোর্স উপলক্ষে ১৮ জন প্রশিক্ষণার্থী এবং দুই জন অফিসার প্রশিক্ষকসহ ২৮ সদস্যের বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি দল বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে আগমন করেন। প্রশিক্ষণার্থী দলটি সারভাইভাল, হেলো রেসকিউ/উইকিং অপারেশনসহ বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর ওয়াটারম্যানশিপ কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জম বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এক্সারসাইজ শোর্ড ফিস

কমডোর সোয়াডস কমান্ডের নৌকামাভো ও ডুবুরিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নেভাল কমান্ডো গ্রুপ ও ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপের সমন্বয়ে গত ২৭ থেকে ২৮ মে কর্ণফুলী নদী ও চরবাকুলিয়া এলাকায় এক্সারসাইজ শোর্ড ফিস অনুষ্ঠিত

হয়েছে। এক্সারসাইজের অংশ হিসেবে চরবাকুলিয়ায় মেরিটাইম ইনসারশন এক্সারসাইজ এবং নেভাল জেটিতে ইওডি (এক্সক্লুসিভ অর্ডন্যান্স ডিসপোজাল) এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়। ইওডি এক্সারসাইজের মাধ্যমে জাহাজের তলদেশে মাইন লেইং এবং অপসারণের কৌশল অনুশীলন করা হয়।

শট টেক এয়ারবর্ন অপারেশন এক্সারসাইজ

৪ এপ্রিল ২০১৮, স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টার এর উদ্যোগে স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলের দ্বিতীয় নেভাল কমান্ডো স্পেশালাইজেশন (এনসিএস-২) কোর্সের শট টেক এয়ারবর্ন অপারেশন এক্সারসাইজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সারসাইজে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার অংশগ্রহণ করে। শট টেক এয়ারবর্ন এক্সারসাইজে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন ও জরুরি মুহুর্তে নৌকামাভোদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করার অনুশীলন করা হয়। মহড়া চলাকালীন কমডোর সোয়াডস কমান্ড মহড়া অবলোকন করেন। এ ছাড়া ১০ এপ্রিল এনসিএস-২ ক্লাসের কোর্স সমাপনী প্রশিক্ষণ এফটিইএক্স (ফাইনাল ট্রেনিং এক্সারসাইজ) চট্টগ্রামের চানুয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এফটিইএক্স এ কমান্ডো প্রশিক্ষণার্থীগণ ফাস্ট রোপিং এর মাধ্যমে হেলিকপ্টার হতে ভূমিতে অবতরণপূর্বক কাউন্টার টেরোরিজম অনুশীলন করে।

বিশেষ সমুদ্র মহড়া

১-৩ এপ্রিল ২০১৮, বিশেষ সমুদ্র মহড়া (এসএসইপি ০৩/২০১৮) অনুষ্ঠিত

হয়েছে। এসএসইপিতে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে বানৌজা বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা, ওসমান, প্রতায়, সমুদ্র অভিযান, আবু বকর, সুরভি, মধুমতি, সাগর, শাপলা সমুদ্রে গমন করে। সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি, কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি এবং সংশ্লিষ্ট স্টাফ অফিসারগণ বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে আরোহণ করেন এবং বিভিন্ন ধরনের মহড়া অবলোকন করেন। এসএসইপি ০৩/২০১৮ উপলক্ষে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) বানৌজা বঙ্গবন্ধুতে পৌঁছালে জাহাজের কমান্ডিং অফিসার অভ্যর্থনা জানান এবং তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। এসএসইপির কর্মসূচি অনুযায়ী বিভিন্ন অনুশীলন শেষে গত ৩ এপ্রিল জাহাজগুলো পোতাশ্রয়ে প্রত্যাবর্তন করে। এ ছাড়া ৮ থেকে ১০ মে এসএসইপি ০৪/২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণ

৩০ এপ্রিল ২০১৮, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির অডিটোরিয়ামে ৫৩তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ সপ্তাহ ব্যাপী কোর্সে লেঃ কমান্ডার পদবীর ২৭ জন ও লেফটেন্যান্ট পদবীর তিন জন কর্মকর্তাসহ মোট ৩০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কর্মকর্তাদের অপারেশন অ্যান্ড স্ট্র্যাটজিক স্টাডিজ, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, লিডারশিপ

বিশেষ সমুদ্র মহড়া
(এসএসইপি ০৩/২০১৮)





জরুরি মুহুর্তে ভূমি হতে হেলিকপ্টারে উড্ডয়নের অনুশীলনকালে নৌকমাভোগণ

অ্যান্ড কমান্ড এবং মেরিটাইম স্টাফ ডিউটিজ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান প্রদানে এ কোর্সটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির কমান্ড্যান্ট কমডোর গোলাম সাদেক, (জি), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। লেঃ কমান্ডার সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া, (এস), বিএন বেস্ট ইনডিভিজুয়াল রিসার্চ পেপারের জন্য ‘বেস্ট আইআরপি সার্টিফিকেট’ এবং লেঃ কমান্ডার এম আব্দুর রহমান সেরা প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ‘নৌপ্রধান ট্রফি’ লাভ করেন। এ সময় জেএসটিআই ও ঘাঁটির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া একই দিন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের ব্যাংকুয়েট হলে ট্রেনিং মেস নাইট ও জেএসসি’র গ্র্যাজুয়েশন ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। ৫৩তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ, মিডশিপম্যান ও অফিসার ক্যাডেটগণ গ্র্যাজুয়েশন ডিনার ও ট্রেনিং মেসনাইটে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় অনুষ্ঠানে ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ ও জেএসটিআই’র প্রশিক্ষণার্থীগণ সঙ্গীক উপস্থিত ছিলেন।

এক্সারসাইজ উইকিং

৪ জুন ২০১৮, কমডোর সোয়াডস কমান্ডের ডাইভিং অ্যান্ড স্যালভেজ গ্রুপ এবং বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টারের সহায়তায় এক্সারসাইজ উইকিং অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্সারসাইজে কমাভোগণ উইকিং (ভূমি হতে রশির মাধ্যমে হেলিকপ্টারে উড্ডয়ন) এর মাধ্যমে হেলিকপ্টারে উড্ডয়ন করে।

যুদ্ধকালীন ও জরুরি মুহুর্তে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ভূমি হতে হেলিকপ্টারে উড্ডয়নের জন্য এই এক্সারসাইজ পরিচালনা করা হয়।

এলইসি কোর্সের সনদ বিতরণ

৭ জুন ২০১৮, বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির লেকচার হলে ১৩তম লং ইলেকট্রিক্যাল স্পেশালাইজেশন কোর্স (এলইসি) এর সমাপনী এবং সনদপত্র বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ১২ নভেম্বর ২০১৭ হতে ৭ জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৩০ সপ্তাহ ব্যাপী এ কোর্সে এক জন নাইজেরিয়ান ও তিন জন

শ্রীলংকানসহ নৌবাহিনীর ইলেকট্রিক্যাল শাখার ১০ জন লেঃ কমান্ডার ও লেঃ পদবীর কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে জেনারেল কন্ট্রোল অ্যান্ড পিজিটি, হাইড্রোলিক অ্যান্ড নিউমেট্রিক কন্ট্রোল, মাইক্রো ওয়েব থিওরি ডিভাইজ অ্যান্ড ইলেকট্রনিক, ইলারসিয়া নেভিগেশন সিস্টেম, ড্রাইভেড উইপন, সোনার, ইএমআইইএমসি, ইউলিউ (ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারফেয়ার), কমব্যাট সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বিএন প্রকিউরমেন্ট প্রিন্সিপালসহ মোট ৩৪টি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে লেঃ কমান্ডার এ জেড এম যাওয়াদ চৌধুরী, (এল), বিএন (পি নং ২৩৭০) শতকরা ৮৭.৪৮ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করে। এ ছাড়া কোর্স চলাকালীন প্রশিক্ষণের অংশ প্রশিক্ষণার্থীগণ খুলনা শিপইয়ার্ড, কক্সবাজার রাদার স্টেশন, সাবমেরিন ল্যান্ডিং ক্যাবল স্টেশন পরিদর্শন করেন।

ডিঅ্যান্ডএল ‘কিউ’ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ

১৭ মে ২০১৮, বানোজা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে ডিভিশনাল অ্যান্ড লিডারশিপ (ডিঅ্যান্ডএল) ‘কিউ’ বি/২০১৮ কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কোর্স

সম্পন্নকারী প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। ২৫ মার্চ হতে ১৭ মে ২০১৮ পর্যন্ত আট সপ্তাহ ব্যাপী এ কোর্সে নৌবাহিনীর বিভিন্ন শাখার মোট ৬২ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে জেনারেল সার্ভিস ডকুমেন্ট, গানারি জেনারেল, লিডারশিপসহ মোট ২৭টি বিষয়ের ওপর তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কোর্সে এম লিয়াকত আলী (সরকারি সংখ্যা ৯৭০৩৯৩), পিওআরএস (জি) শতকরা ৮১.৯০ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এ ছাড়া কোর্সে চলাকালীন প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে প্রশিক্ষণার্থীগণ চট্টগ্রাম বন্দর ও বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন করেন।

নবম এনসিবি কোর্সের পাসিং আউট অনুষ্ঠান

১০ মে ২০১৮, কমডোর সোয়াডস কমান্ডের স্কুল অব সোয়াডস অ্যান্ড সেন্টারের স্পেশাল ওয়ারফেয়ার স্কুলে নবম এনসিবি ক্লাসের পাসিং আউট সেরিমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর ২০১৭ হতে ১০ মে ২০১৮ পর্যন্ত ২৫ সপ্তাহ ব্যাপী এনসিবি কোর্সে চার জন কর্মকর্তাসহ মোট ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী সফলতার সাথে কোর্স সম্পন্ন করে। কোর্সে ফিজিক্যাল বিল্ডআপ, লাইফ সেভিং অ্যান্ড ফিল্ড মেডিসিন, কমিউনিকেশন, হেল উইক, ডাইভিং, কমভেট সুইমিং, ল্যান্ড নেভিগেশন, মার্কসম্যানশিপ, এয়ারবর্ন

ইলেকট্রিক্যাল স্পেশালাইজেশন কোর্সের সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে ঘাঁটির অধিনায়ক



ট্রেনিং, এসইউটি (স্মল ইউনিট ট্যাকটিক্স) অ্যান্ড ক্রোজ কোয়ার্টার ডেটেল, ওটিবি (ওভার দ্য বিচ), ডেমোলেশন, আনাম কমন্ডাটসহ ১৮টি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে সাব লেঃ এম মোহাইমিনুল হক মুধু, (পি নং ২৮৭১) শতকরা ৮৩.২৯ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

বানৌজা উচ্চায় রিফ্রেশার কোর্স

বানৌজা উচ্চা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একটি বিশেষায়িত ও অতি

সংবেদনশীল ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতে বিভিন্ন ধরনের মিসাইল, টর্পেডো এবং মাইনের মাইনটেন্যান্স সম্পন্ন হয়। এ সমরাস্ত্রসমূহের উপর প্রতিবছর প্রায় আটটি রিফ্রেশার কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এসব রিফ্রেশার কোর্সের মূল লক্ষ্য হলো একই ব্যক্তিকে পুনঃপুন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বর্ণিত বিষয়ে দক্ষ আর্টিফিসার বা জনবল তৈরি করত ভবিষ্যৎ বিমোচক তৈরি করা। এ প্রেক্ষিতে গত ২৭ মে হতে ১২ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সাত সপ্তাহব্যাপী FL3000N (SAM) টেস্ট এবং

মেইনটেন্যান্স কোর্স-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্সে ১০ জন সামরিক ও বেসামরিক প্রশিক্ষণার্থী এবং তিন জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে উইপন সিস্টেম, টেকনিক্যাল সাইট অ্যান্ড এমআইসি মেইনটেন্যান্স স্কিম, গাইডেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, ফিউজ অ্যান্ড ওয়ারহেড সিস্টেম, লঞ্চিং কন্ট্রিনারসহ ১০টি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে সাব লেঃ এ বি এম মাহবুবুল কবির, (এল), বিএন (পি নং ২৭৩৭) শতকরা ৮৬ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান

অধিকার করেন। এ ছাড়া গত ২৭ মে হতে ১২ জুলাই ২০১৮ পর্যন্ত সাত সপ্তাহ ব্যাপী সি-৭০৪ মিসাইল এর বেস সাপোর্ট মেইনটেন্যান্স রিফ্রেশার কোর্স-২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্সে ১৩ জন সামরিক ও অসামরিক প্রশিক্ষণার্থী এবং ১১ জন প্রশিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। কোর্সে অটোপাইলট, র‍্যাডার, মেকানিক্যাল, বোস্টার ইত্যাদি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে এম এ তালেব (সরকারি সংখ্যা-৯২০১৪৯), চিফইএ শতকরা ৮৩.৩৩ নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

জাতিসংঘ মিশনে



কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ব্যানএফএমইউ-৩ জুবা ডিটাচমেন্টে নবনির্মিত জিমেনেশিয়াম, পোর্টেবল রিকমপ্রেশন চেম্বার ও ডাইভিং ইকুইপমেন্টের সংরক্ষণাগার উদ্বোধন করেন

এসআরএসজি ইউএনমিস এর সাথে বিএন প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

১১ এপ্রিল ২০১৮, ফোর্স হেডকোয়ার্টার ইউএনমিস (ইউনাইটেড নেশন মিশন ইন সাউথ সুদান) এ এসআরএসজি ডেভিড শেরার এর সাথে বিএন প্রতিনিধি দলের প্রধান কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে ব্যানএফএমইউ এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট এবং অপারেশনাল কর্মকান্ড বিষয়ক ও দক্ষিণ সুদানের সার্বিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যানএফএমইউ-৩ ও বিএন প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎ শেষে বিএন

প্রতিনিধি দলের প্রধান ও কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ব্যানএফএমইউ-৩ এসআরএসজি কে ক্রেস্ট ও স্মারক হস্তান্তর করেন। এ ছাড়া একই দিন বিএন প্রতিনিধি দল ইউএনমিস ফোর্স কমান্ডার লেঃ জেনারেল ফ্রাঙ্ক মুশো কামানজি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে ফোর্স কমান্ডার ব্যানএফএমইউ এর অপারেশনাল কর্মকান্ড বিশেষ করে অপারেশন লাইফ লাইন পরিচালনায় ব্যানএফএমইউ এর নিষ্ঠা ও সাহসী ভূমিকার প্রশংসা করেন।

জিমেনেশিয়াম এবং পোর্টেবল রিকমপ্রেশন চেম্বার উদ্বোধন

১৩ এপ্রিল ২০১৮, কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল ব্যানএফএমইউ-৩ জুবা ডিটাচমেন্টে নবনির্মিত জিমেনেশিয়াম,

পোর্টেবল রিকমপ্রেশন চেম্বার ও ডাইভিং ইকুইপমেন্টের সংরক্ষণাগার উদ্বোধন করেন। জিমেনেশিয়াম মেরিসদের শরীর চর্চার মাধ্যমে সুস্থতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। পোর্টেবল রিকমপ্রেশন চেম্বারটি ইতিপূর্বে ইউএন এর প্রপার্টি ডিসপোজাল ইউনিটে (পিডিইউ) রাখা হতো। বর্তমানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষ স্থাপন করায় চেম্বারটির অপারেশনাল সক্ষমতা দীর্ঘদিন বজায় থাকবে।

বানৌজা বিজয়ের অধিনায়কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

১১ মে ২০১৮, গ্রীস নৌবাহিনী জাহাজ এইচএস ইলি এর অধিনায়ক কমান্ডার স্টেফানোস সারিস বানৌজা বিজয়ের

অধিনায়কের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে উভয় অধিনায়ক পরস্পরের সাথে কুশলাদিসহ বিভিন্ন পেশাগত অভিজ্ঞতা ও গুণভেদ স্মারক বিনিময় করেন। এ ছাড়া ২৭ মে বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক এইচএস ইলি পরিদর্শন করেন।

ব্যানএফএমইউ-৩ মেডেল প্যারেড

১২ এপ্রিল ২০১৮, ব্যানএফএমইউ-৩ এর মেডেল প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেডেল প্যারেডে ইউএনমিস ফোর্স কমান্ডার লেঃ জেনারেল ফ্রাঙ্ক মুশো কামানজি প্রধান অতিথি এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল বিশেষ অতিথি ছিলেন। এ ছাড়াও সেক্টর কমান্ডারস ইউএনমিস এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন কন্টিনজেন্টের কমান্ডারগণ, সেকশন প্রধানসহ অন্যান্য সামরিক ও

ব্যানএফএমইউ-৩ এর মেডেল প্যারেডে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সদস্যরা





বানৌজা বিজয়ে লাইফসেভিং ইকুইপমেন্টের উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণরত লেবানন নৌসদস্যগণ

অসামরিক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে ফোর্স কমান্ডার ইউএনমিস এবং কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলসহ নির্বাচিত অতিথিবৃন্দ প্যারেডে অংশগ্রহণকারী সদস্যদেরকে ইউএনমিস মেডেল পরিণয়ে দেন। প্রধান অতিথি ব্যানএফএমইউ সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ইউএনমিস প্রদত্ত অর্পিত দায়িত্ব বিশেষ করে অপারেশন লাইফ লাইন এবং এসএআর অপারেশনের মাধ্যমে মাংগালায় নীল নদীতে ডুবে যাওয়া ইএস-কেও এমপ্লই কে উদ্ধারের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ফোর্স কমান্ডারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ

বানৌজা বিজয় সাইপ্রাসের লিমাতে বন্দরে অবস্থানকালে জাহাজের অধিনায়ক গত ১৫ মে ইউনাইটেড নেশনস ফোর্স ইন সাইপ্রাস এর ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির, এসইউপি, আরসিডিএস, পিএসসি এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া জাহাজ লিমাতে অবস্থানকালে কর্মকর্তা ও নাবিকগণ সাইপ্রাসের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেন।

স্টেজ অ্যাট সি প্রশিক্ষণ প্রদান

বানৌজা বিজয় ভূমধ্যসাগরে টহলরত অবস্থায় মে এবং জুন মাসে লেবানন নৌবাহিনীর বিভিন্ন পদবীর মোট ১৯ জন সদস্যকে নেভিগেশন, কমিউনিকেশন, সিম্যানশিপ, ফায়ার ফাইটিং, লাইফসেভিং ইকুইপমেন্ট, ইলেকট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল যন্ত্রপাতির ওপর ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউনিফিল ম্যান্ডেট অনুযায়ী লেবানিজ নৌবাহিনীর দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিগত ২০১০ সাল

হতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জাহাজে অফিসার ও নাবিকদের বিভিন্ন বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে যার ফলে বাংলাদেশ-লেবানন এর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও সমৃদ্ধ হতে পারে।

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে ভিডিও টেলিকনফারেন্স

১৭ জুন ২০১৮, পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তিরক্ষার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন কন্টিনজেন্টসমূহের সাথে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি ভিডিও টেলিকনফারেন্স এর মাধ্যমে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। কনফারেন্সে বানৌজা বিজয়ের অধিনায়ক ইউনিফিল এ নিয়োজিত বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট-৮ এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। এ সময় এ জাহাজের সকল কর্মকর্তা ও নাবিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ প্রতিনিধি দলের বানৌজা বিজয় পরিদর্শন

২০-২২ জুন ২০১৮, ব্যানকন-৮ এ বানৌজা বিজয়ের মেডেল প্যারেড উপলক্ষে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সদর দপ্তর হতে দুই সদস্যের এক বিশেষ প্রতিনিধি দল লেবাননে যান। কমান্ডার মোহাম্মদ নাজমুল হাসান, (এন), এনপিপি, এনডিসি, পিএসসি বিশেষ এই প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসেবে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন এবং ব্রাজিল নৌবাহিনী জাহাজ বিআরএস ইন্ডিপেনডেন্সিয়াতে মেরিটাইম টাস্ক

ফোর্স কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এডওয়ার্ডো মাচাদো ভাজকেজ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে তিনি লেবানিজ নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল হোসনি দাহেরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ, বানৌজা বিজয় পরিদর্শন, সকল কর্মকর্তা ও নাবিকদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান ও লেবাননে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আবদুল মোতালেব সরকার এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া তিনি মেডেল প্যারেডে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং বাংলাদেশ কন্টিনজেন্ট এর এজেন্ট ব্রেইনমার অফিস পরিদর্শন ও নাকুরাতে ইউনিফিল সদর দপ্তরে ডেপুটি ফোর্স কমান্ডার মেজর জেনারেল শিবরাম খারেল এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

ব্যানকন-৮ এর মেডেল প্যারেড

২১ জুন ২০১৮, লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ নৌবাহিনী জাহাজ বিজয় এ কর্মরত বাংলাদেশ নৌকন্টিনজেন্ট-৮ (ব্যানকন-৮) এর ২০ জন সদস্যের মাঝে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক বিতরণ করা হয়। বানৌজা বিজয় এর ১১০ জন সদস্যের মধ্যে ৯০ জন সদস্য ২১ ডিসেম্বর ২০১৭, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক অর্জন করেন এবং নবাগত ২০ জন সদস্য মেডেল প্যারেড এর মাধ্যমে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা পদক অর্জন করেন। অনুষ্ঠানে মেরিটাইম টাস্ক ফোর্স কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল এডওয়ার্ডো মাচাদো ভাজকেজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন এবং কন্টিনজেন্ট কমান্ডার ক্যাপ্টেন এম ফজলার রহমান, (সি), পিএসসি, বিএন সহ কর্মকর্তা ও নাবিকদের পদক প্রদান

লেবাননে শান্তিরক্ষায় নিয়োজিত বানৌজা বিজয়ে গার্ড অব অনার গ্রহণ করছেন কমান্ডার নাজমুল হাসান





নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে সকল নৌঅঞ্চলে উদ্‌যাপিত হলো বাংলা নববর্ষ-১৪২৫

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

“ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে, দীপ্ত নীলে শুভ রাগে, প্রভাত রবি উঠল জেগে, দিব্য পরশ পেয়ে/নাই গগনে মেঘের ছায়া, যেন স্বচ্ছ স্বর্গকায়া, ভুবন ভরা মুক্ত মায়া, মুগ্ধ হৃদয় চেয়ে” বাংলা নতুন বর্ষকে এভাবেই আহ্বান করেছেন রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ। বাঙালি জীবনে ১লা বৈশাখের সূর্য নিয়ে আসে নতুন বারতা। চৈত্রের রুদ্র দিনের শেষে বাংলার ঘরে ঘরে শুরু হয় বৈশাখীর আয়োজন। এটি বাঙালির সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এই দিনে হাজার বছরের ঐতিহ্যের বহমানতায় বাঙালি হারিয়ে যায় বাঁধভাঙ্গা উল্লাসে। লাখো প্রাণ বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে-নামে সড়কে, উচ্ছ্বাসে ভরে যায় বাংলার মাঠ-ঘাট-প্রান্তর। সব জরা-প্লানি মুছে ফেলে সমস্তরে গেয়ে ওঠে নতুন দিনের গান। বিগত বছরের হাসি-কান্নার পালা শেষে নাচে-গানে, ঢাকে-ঢোলে, শোভাযাত্রায় বাঙালি বরণ করে নেয় নতুন বছরকে। বাঙালির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলে পহেলা বৈশাখ ১৪২৫ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে প্রভাতী অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। নাগরদোলা, টমটম (ঘোড়ার গাড়ি), পুতুল নাচ, যাত্রাপালা, সাপের খেলা ইত্যাদি ছিল মেলার চমকপ্রদ আকর্ষণ।

অনুষ্ঠানে স্ব স্ব নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সর্বস্তরের সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক এবং কর্মচারীগণ সপরিবারে অংশগ্রহণ করেন।

৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশেন নেভাল সিম্পোজিয়ামে অংশ নিতে নৌপ্রধানের ইরান গমন

ইরানের তেহরানে অনুষ্ঠিত ‘৬ষ্ঠ ইন্ডিয়ান ওশেন নেভাল সিম্পোজিয়াম’ এ অংশ নিতে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি ২১ এপ্রিল ২০১৮, ইরানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। এ সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এবং নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা আনুষ্ঠানিকভাবে নৌপ্রধানকে বিদায় জানান। ২২ হতে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনে আইওএনএস এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অংশগ্রহণ করে। সফরকালে নৌপ্রধান সম্মেলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান নৌবাহিনীর কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল ড. হোসেইন খানজান্দী এবং জাপান মেরিটাইম সেলফ ডিফেন্স ফোর্সের সহকারী প্রধান ভাইস এডমিরাল হিরোশী ইয়ামামুরা এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সামরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। নৌপ্রধানের এ সফরের মধ্য

দিয়ে ইরানসহ অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সফর শেষে ২৫ এপ্রিল নৌপ্রধান সত্বীক দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

নৌবাহিনী প্রধানের খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শন

৪ জুন ২০১৮, নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি খুলনা শিপইয়ার্ডের রাবার ফ্যাক্টরি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ, স্বপ্লাস্টন এমপ্লয়িজ আবাসিক এলাকায় ৬তলা ভবন ও গেস্ট হাউজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ সময়

খুলনা শিপইয়ার্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর আনিছুর রহমান মোল্লা, (এল), এনইউপি, পিএসসি, বিএন সহ সকল জিএম, ডিজিএম, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দসহ শিপইয়ার্ডের সকলস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

এএফডব্লিউসি প্রতিনিধি দলের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

২২ থেকে ২৬ এপ্রিল ২০১৮, এএফডব্লিউসি এর প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থী অফিসারসহ মোট ৪৬ সদস্যের একটি দল খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে এএফডব্লিউসি দলের প্রধান ব্রিগেডিয়ার

খুলনা নৌঅঞ্চল সফরকালে খুলনা শিপইয়ার্ডের রাবার ফ্যাক্টরি, ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন নৌপ্রধান





পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নৌপ্রধান ও সাবেক নৌপ্রধান এবং তাদের সন্তানগণ বানোজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন

জেনারেল মোহাম্মদ মাহাবুবুল হক, পিবিজিএম, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি কমডোর কমান্ডিং খুলনা এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সফরকারী দল বানোজা তিতুমীর, বানোজা মোংলা, খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, ফরওয়ার্ড বেস হিরণ পয়েন্ট এবং করমজল পরিদর্শন করেন। ২৬ এপ্রিল এরিয়া কনফারেন্স রুমে নির্বাহী কর্মকর্তা বানোজা দুর্গম এএফডব্লিউসি দলের উদ্দেশ্যে খুলনা নেভাল কমান্ড এর ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন

১৬ জুন ২০১৮, বানোজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি ও সাবেক নৌবাহিনী প্রধান এবং তাদের সন্তানগণ ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া নৌসদরের পিএসওগণ, নৌপ্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ঢাকা, বানোজা হাজী মহসীন এর অধিনায়ক, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ এবং সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ঈদের জামাতে উপস্থিত ছিলেন। বানোজা হাজী মহসীন জামে মসজিদের পেশ ইমাম মুহম্মদ বেলায়েত হোসেন জামাতে ইমামের দায়িত্ব পালন করেন। নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও নৌবাহিনীর মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। ঈদের জামাত শেষে নৌবাহিনী প্রধান উপস্থিত সকলস্তরের নৌসদস্যদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। এ ছাড়াও চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের আঞ্চলিক কমান্ডার এবং জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়কগণ তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ঈদের নামাজ শেষে অফিসার ও

নাবিকদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এ দিন নৌবাহিনীর সকল জাহাজ ও ঘাঁটিসমূহে কালারস হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ড্রেস ওভারঅল এবং সূর্যাস্ত হতে মধ্যরাত পর্যন্ত আলোক সজ্জা করা হয়।

সহকারী নৌপ্রধানের বিএনএ পরিদর্শন

১১ মে ২০১৮, সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে পরিদর্শনে আসেন। এ সময় কমান্ড্যান্ট বিএনএ সহকারী নৌবাহিনী প্রধানকে স্বাগত জানান। পরিদর্শনকালে তিনি একাডেমীর ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্ট এলাকা পরিদর্শন করেন।

বিএসএমআরএমইউ ও এনএসআই প্রতিনিধি দলের বিএনএতে আগমন

গত ১৩ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি (বিএসএমআরএমইউ) এর ৪০ জন

প্রশিক্ষার্থী, তিন জন প্রশিক্ষক ও দুই জন অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বিএনএ পরিদর্শনে আসেন। প্রশিক্ষার্থীদের একাডেমির কার্যক্রম বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ ব্রিফিং প্রদান করা হয়। এ সময় পরিদর্শনকারী দল সামরিক প্রশিক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষার্থীদের দেশ সেবায় যোগ্য করে গড়ে তুলতে বিএনএ পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে প্রশিক্ষার্থীগণ নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের অন্তর্গত একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাপ্সুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং একাডেমির নান্দনিক সৌন্দর্য মণ্ডিত ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এ ছাড়া ১৪ মে এনএসআই এর সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ৪০ জন কর্মকর্তার একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের অন্তর্গত একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাপ্সুয়েজ ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন।

চট্টগ্রামে অপারেশন ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স

৬ জুন ২০১৮, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কমান্ড মেসে অপারেশন ডেভেলপমেন্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্সে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন) রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিইউ, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি সহ বিএন ফ্লিটের অন্যান্য

কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন।

নৌঅঞ্চলসমূহে ইফতার মাহফিল

৩১ মে ২০১৮, বানোজা হাজী মহসীন প্যারেড গ্রাউন্ডে ঢাকা নৌঅঞ্চলের ইফতার মাহফিল এর আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলে আরও উপস্থিত ছিলেন নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তা, নাবিক ও অসামরিক কর্মচারীগণ। এ ছাড়া ২১ মে বানোজা ঈসা খান হাঙ্গারে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ও ৪ জুন বানোজা তিতুমীর ঘাঁটির ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে খুলনা নৌঅঞ্চলের ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রতিনিধি দলের বিএনএ পরিদর্শন

১২ এপ্রিল ২০১৮, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ সময় কমান্ড্যান্ট বিএনএ তাদের স্বাগত জানান। পরে বিএনএ প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স এর প্রকল্প পরিচালক আয়োজিত ব্রিফিং এ অংশগ্রহণ শেষে পরিদর্শনকারী দল নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স ও অন্যান্য অবকাঠামোগত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় তারা লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, কম্পিউটার ল্যাব, প্যারেড গ্রাউন্ড, সুইমিং পুল ও বোটপুল ঘুরে দেখেন এবং কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন।

২৬ এপ্রিল ২০১৮, ব্রিটিশ কাউন্সিলের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ নেভাল

বিএনএ পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটির প্রতিনিধিদল নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ইউবি রেডকিনের সমাধিতে পুষ্পস্তবক ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাশিয়া নৌবাহিনীর সদস্যগণ

একাডেমি সফরে আসেন। সফরকারী দল একাডেমির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর আয়োজিত ব্রিফিং ও অংশগ্রহণ ও কমান্ড্যান্ট এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। পরে তারা বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স, রেডকিন পয়েন্ট ও ওয়েস্ট পয়েন্টসহ ঘাঁটির দর্শনীয় স্থানসমূহ পরিদর্শন করেন।

নৌসচিবের বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন

২১ এপ্রিল ২০১৮, নৌসচিব কমডোর আশরাফুল হক চৌধুরী, (জি), এএফডব্লিউসি, পিএসসি বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। ২২ এপ্রিল তিনি বিএনএতে চলমান ৫৩তম বিএন জেএসসিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে ক্যারিয়ার প্ল্যান বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সময় বিএনএর কমান্ড্যান্টসহ সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে নৌসচিব বিএনএতে কর্মরত সকল কর্মকর্তার সাথে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর মতবিনিময় করেন।

রাশিয়ার নৌকর্মকর্তাদের বিএনএ ও বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম পরিদর্শন

৩০ এপ্রিল ২০১৮, রাশিয়ান নেভি জাহাজ 'এডমিরাল ভ্লাদিমিরস্কি' এর ক্যাপ্টেনসহ বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তা ও নাবিকগণ বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ সময় কমান্ড্যান্ট বিএনএ সফরকারী দলকে অভ্যর্থনা জানান। পরে একাডেমির রেডকিন পয়েন্টে অবস্থিত ইউ ডি রেডকিন এর সমাধিতে রাশিয়ান প্রতিনিধি দল সামরিক রীতি অনুযায়ী

পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিএনএ ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ২৯ এপ্রিল রাশিয়া নৌবাহিনীর ওশেনোগ্রাফিক ভেসেল এডমিরাল ভ্লাদিমিরস্কি এর অফিসার ও নাবিকগণের সমন্বয়ে ৩০ সদস্যের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। সফরকারী দলটি ঘাঁটির পিকনিক স্পট এবং সুইমিং স্পট হতে বোট যোগে লেকক্লুজে অংশগ্রহণ করেন এবং পিকনিক স্পটে কাপ্তাইয়ের নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অবলোকন করেন।

বিএন জেএসসি দলের কাপ্তাই এবং রাজমাটি সফর

১৮ এপ্রিল ২০১৮, ৫৩তম বিএন জুনিয়র স্টাফ কোর্স (জেএসসি)-এর চার জন ফ্যাকাণ্ডি মেম্বর, ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অফিসার এবং ছয় জন স্টাফের সমন্বয়ে একটি দল শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমে সফর করেন। সফরকালে তারা ঘাঁটি সংলগ্ন লেকে লেকক্লুজিং/বোটপুল অ্যাক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ এবং কাপ্তাই এর কর্ণফুলী হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন ও ড্যাম পরিদর্শন করেন। রাতে ঘাঁটির সুইমিং স্পটে আগত দলের জন্য মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জেএসসি দলের জন্য ক্যাম্প ফায়ার এবং বারবিকুই এর আয়োজন করা হয়। পরদিন জেএসসি দল অত্র ঘাঁটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বোটে শুভলং, বুলন্ত ব্রিজ ও সেনাবাহিনীর আরণ্যকসহ রাজমাটির আকর্ষণীয় স্পটসমূহ ভ্রমণ করেন। সফরের শেষ দিন তারা ঘাঁটির পিকনিক স্পট এবং স্থানীয় সেনাবাহিনীর লেকশো'র রিসোর্ট সফর করেন।

ফরমেশন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দলের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

৩ এপ্রিল ২০১৮, সদর দপ্তর, ২৪ পদাতিক ডিভিশন, চট্টগ্রাম সেনানিবাস এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ফরমেশন বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ (ভাইপার-১১)- এর এক জন কর্মকর্তা, এক জন জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর আরও ৫৩ জনের একটি দল বানোজা নিভীকে আগমন করেন। প্রশিক্ষণ দলের আগমন উপলক্ষে সোয়াডস হলে নৌকমান্ডোদের অপারেশন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফিং এবং অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি প্রদর্শন করা হয়।

মার্কিন দূতাবাসের প্রতিনিধি দলের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

এক্সারসাইজ টাইগার শার্ক-৩৪ এর প্রি-ডিপ্লয়মেন্ট সাইট সার্ভে (পিডিএসএস) সম্পন্ন হওয়ার নিমিত্তে গত ২৬ এপ্রিল প্যাকম টিম (প্যাট) এর জন জন ইউএস নেভি প্রতিনিধি সোয়াডস কমান্ডের বানোজা নিভীকে আগমন করেন। সোয়াডস কনফারেন্স হলে প্রতিনিধিগণের সাথে সোয়াডস কমান্ডের মনোনীত কর্মকর্তাদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে প্রতিনিধিগণ অধিনায়ক, নেভাল কমান্ডো গ্রুপের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এদিকে, গত ২৪ থেকে ২৮ জুন ভারতীয় নৌবাহিনীর স্পেশাল ফোর্সের জন জন সদস্য চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে তারা ২৭ জুন বানোজা নিভীক পরিদর্শন করেন।

জিএসসিএফ প্রতিনিধি দলের বানোজা নিভীক পরিদর্শন

৮ মে ২০১৮, মার্কিন ডিপার্টমেন্ট স্টেটের রাজনৈতিক ও সামরিক

বিষয়ক ব্যুরোর প্রোগ্রাম বিশ্লেষক রেবেকা উইলিয়ামস এর নেতৃত্বে গ্লোবাল সিকিউরিটি কন্টিনজেন্সি ফান্ড (জিএসসিএফ) এর চার সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল বানোজা নিভীক পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দলটি সোয়াডসের বোটে ব্যবহৃত মেরিন সেফটি অ্যান্ড সার্ভেল্যান্স সিস্টেম, এইচএফ রেডিও, ডিএইচএফ রেডিও এর কার্যকারিতা ও অপারেটরদের দক্ষতা যাচাই করেন। পরে তারা কমডোর সোয়াডস কমান্ডের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া এসএমইই (সাবজেক্ট মেটার এক্সপার্ট এক্সেল) তে অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন স্পেশাল অপারেশন কমান্ড প্যাসিফিক এর তিন সদস্যের একটি দল ক্যাপ্টেন পিটার ক্যান্ডেল এর নেতৃত্বে বানোজা নিভীক পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধি দল ও বানোজা নিভীকের মনোনীত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে কাউন্টার টেরোরিজম ক্রাইসিস ব্যবস্থাপনা ও সক্ষমতার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করা হয়।

মহেশখালীতে নির্মাণাধীন এলএনজি টার্মিনাল পরিদর্শন

কক্সবাজারের মহেশখালীতে নির্মাণাধীন ৫০০ এমএমসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও বিভিন্ন সংস্থার উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল ২৯ এপ্রিল ২০১৮, কাতার থেকে এলএনজি চালান নিয়ে আগত জাহাজ 'এক্সিলেন্স' পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি নৌবাহিনী জাহাজ 'আবু বকর' এ কক্সবাজারের মহেশখালীতে গমন করেন এবং এই ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল ঘুরে দেখেন।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি, ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল পরিদর্শন করেন





বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের সিম্যানশিপ ও নেভিগেশন মডেলরুম পরিদর্শনে
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মো. তাজুল ইসলাম এমপি। এ সময় প্রতিনিধি দলের সাথে ছিলেন কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। পরিদর্শন শেষে প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সাংবাদিকদের দেশে গ্যাস সঙ্কট নিরসনে এলএনজি আমদানির বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। এই এক্সিলেন্স জাহাজটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল হিসেবে কাজ করবে এবং এখান থেকে ৯১ কিলোমিটার পাইপ লাইনের মাধ্যমে সারা দেশে গ্যাস সরবরাহ করবে। এই ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের ফলে বৃহত্তর চট্টগ্রামসহ সারা দেশে গ্যাস তথা জ্বালানিভিত্তিক বিনিয়োগ ও শিল্প-কারখানা স্থাপন, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পথ সুগম হবে এবং বহুমুখী অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দুরার খুলে যাবে। ব্লু ইকোনমি কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে বাংলাদেশ নৌবাহিনী সার্বক্ষণিক বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদান করে আসছে।

কাতার থেকে পেট্রোবাংলার আমদানি করা এলএনজি'র প্রথম চালান নিয়ে বেলজিয়ামের পতাকাবাহী জাহাজ 'এক্সিলেন্স' গত ২৪ এপ্রিল মাতারবাড়ি এলএনজি টার্মিনাল থেকে তিন কিলোমিটার দূরে নোঙর করে। এলএনজিবাহী এ জাহাজ বাংলাদেশের এলএনজি যুগে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

বানৌজা নিভীকে সাইট সার্ভে পরিচালনা

২ এপ্রিল ২০১৮, আল ফয়সাল ফর সিকিউরিটি সার্ভিস কাতার এর পাটনার পলিট্রনিক এর প্রজেক্ট ম্যানেজার রিয়াদ

বালাউই বানৌজা নিভীকে আগমন করেন। এ সময় তার নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বানৌজা নিভীকে নৌবাহিনীর জন্য আধুনিক ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণের নিমিত্তে সাইট সার্ভে পরিচালনা করে। সাইট সার্ভে কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিনিধি দল কমডোর সোয়াডস কমান্ড এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ ছাড়া ১৪ মে আল ফয়সাল ফর সিকিউরিটি সার্ভিস, কাতার এর দুইজন প্রতিনিধি বানৌজা নিভীকে দ্বিতীয়বারের মতো আগমন করে নৌবাহিনীর বিশেষত স্পেশাল ফোর্সের জন্য উপযোগী ফায়ারিং রেঞ্জ নির্মাণের নিমিত্তে সাইট সার্ভে পরিচালনা করে। এ সময় কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি এবং পরিচালক নৌঅস্ত্র ও বিদ্যুৎ প্রকৌশল পরিদপ্তর কমডোর হুমায়ুন কল্লোল, (এল), এনডিইউ, পিএসসি, বিএন উপস্থিত ছিলেন।

ওজিএসসি ও ওবিসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

১৫ মে ২০১৮, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ওজিএসসি (এডি-৯) ও ওবিসি (এডি)-৩২ কোর্সের ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী ও পাঁচ জন প্রশিক্ষক বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ সময় ঘাঁটির সভাকক্ষে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের বিএনএ'র কার্যক্রম সম্পর্কে বিশেষ ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ব্রিফিং শেষে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ একাডেমি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। নবনির্মিত বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের অন্তর্গত একাডেমিক ভবন, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাবস্কে ল্যাব, বিজ্ঞানাগার ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন। তাছাড়া ঘাঁটির সিডিবি এলাকায় স্থাপিত বিভিন্ন মডেলের কামান সম্পর্কে পরিদর্শনকারী দলকে ধারণা প্রদান করা হয়। এ সময় পরিদর্শনকারী দল বিএনএর নান্দনিক ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্ট পরিদর্শন করেন।

বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের বিএনএ পরিদর্শন

বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর বেসিক প্রফেশনাল কোর্স (বিপিসি) এর ছয় জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ১৩ মে ২০১৮, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ সময় তাদের বিএনএ এর সভাকক্ষে একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর ব্রিফিং প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণ নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, লাইব্রেরি, বিভিন্ন মডেল রুম, ল্যাবস্কে ল্যাব, সায়েন্স ল্যাব ও কম্পিউটার ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং

একাডেমির নান্দনিক সৌন্দর্যমন্ডিত ওয়েস্ট পয়েন্ট ও রেডকিন পয়েন্টের সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

নৌসচিব এর খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

১৪ মে ২০১৮, নৌসচিব কমডোর আশরাফুল হক চৌধুরী, (জি), এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরকালীন তিনি বানৌজা তিতুমীরস্থ ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে সোলামে চলমান ১৫তম সাপ্লাই অ্যান্ড সেক্রেটারিয়েট অ্যাডভান্স কোর্স এর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে 'কারিয়ার প্র্যানিং অব বিএন অফিসার্স উইথ স্পেশাল এফেসিস অন সাপ্লাই ব্রান্ড অফিসার্স কারিয়ার' বিষয়ের ওপর ব্রিফিং প্রদান করেন। ব্রিফিং এ খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। এদিকে, গত ১৩ থেকে ১৬ জুন ডিএসসিএসসি ২০১৮-২০১৯ ব্যাচের দেশি-বিদেশি শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কলেজের প্রশিক্ষক/স্টাফ অফিসারসহ ৪৯ সদস্যের একটি দল খুলনা নৌঅঞ্চলে শিক্ষা সফরে এসে বিভিন্ন স্থাপনা পরিদর্শন করেন।

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

৬ মে ২০১৮, বিএনএ এর অডিটোরিয়ামে অফিসার ক্যাডেট, মিডশিপম্যান ও ডাইরেক্ট এন্ট্রি অফিসারদের অংশগ্রহণে শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে অন্তর্নিহিত নন্দনতাত্ত্বিক ধারণাকে সম্প্রসারিত

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে নবীন নাবিকরা মনোজ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে





বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে ডিআইপি প্রোটোকল মহড়া অনুশীলনকালে স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের প্রশিক্ষণার্থীগণ

করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারিগরি প্রশিক্ষণ বিভাগের প্রধান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ বিএনএ এর সকল কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

নবীন নাবিকদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ

২৭ জুন ২০১৮, বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম ঘাঁটির প্যারেড গ্রাউন্ডে ওডি/ইউটি ও সমমান বি/২০১৭ ব্যাচের বেসিক কোর্স সম্পন্নকারী নাবিকদের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। ঘাঁটির সকল কর্মকর্তা, জেসিও'স, পিও'স এবং অন্যান্য পদবীর নাবিকগণ প্যারেডে অংশগ্রহণ করেন। এ সময় ঘাঁটির অধিনায়ক কর্তৃক চৌকস নাবিক এবং শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষকগণের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। একই দিন সন্ধ্যায় ঘাঁটির ড্রিলশেডে নবীন নাবিকদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ভারতীয় নৌবাহিনী কর্মকর্তা ও নাবিকদের বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর

২৬ জুন ২০১৮, ভারতীয় নৌবাহিনী জাহাজ 'আইএনএস শতরুপা এফ-৪৮' এবং 'আইএনএস খেদমত-পি' ২৯ এর কর্মকর্তা ও নাবিকগণের সমন্বয়ে ৫২ সদস্যের একটি দল বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। সফরকারী দলটি ঘাঁটির সুইমিং স্পট হতে বোট যোগে লেকক্লুজে অংশগ্রহণ করেন এবং পিকনিক স্পটে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করেন। এ সময় তারা ঘাঁটি সংলগ্ন লেকে সেইলিং, পুলিং ও সাঁতারসহ বিভিন্ন ওয়াটারবর্ন অ্যাক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া ২৫ জুন ভারতীয় নৌবাহিনী

স্পেশাল ফোর্স মারকস টিমের দুই জন কর্মকর্তা, এক জন জেসিও এবং এক জন পিও এর সমন্বয়ে চার সদস্যের একটি দল চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল সফরের অংশ হিসেবে বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম সফর করেন। ঘাঁটিতে অবস্থানকালীন সময়ে টিমের কর্মকর্তাদ্বয় ঘাঁটির অধিনায়কের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণার্থী দলের খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

৯ মে ২০১৮, বিমান বাহিনীর এফসিটিইউ এর অধীনস্থ ৬২, ৬৩ এইচএইচডব্লিউ বেসিক এডিডব্লিউসি কোর্সের প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে দুই জন বিদেশি কর্মকর্তাসহ মোট ১০ জন কর্মকর্তার একটি দল বানোজা সুরমা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জাহাজের নির্বাহী কর্মকর্তা জাহাজের এডি উইপনস অ্যান্ড সেলসর সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেন।

এসএসএফ ডিগনেটারি প্রোটেকশন কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের বিএনএ পরিদর্শন

১০ জুন ২০১৮, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের ডিগনেটারি প্রোটেকশন কোর্সের ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তা ও তিন জন প্রশিক্ষক বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে আগমন করেন। এ উপলক্ষে ঘাঁটির অডিটোরিয়ামে বিএনএ পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ওপর বিশেষ ব্রিফিং প্রদান করা হয়। ব্রিফিং শেষে সফরকারী দল তাদের প্রশিক্ষণসূচি অনুসারে একাডেমিতে বিভিন্ন অনুশীলনে অংশগ্রহণ করেন। ডিআইপি প্রটোকলের অংশবিশেষ ঘাঁটির অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন স্থান, ওয়েস্ট পয়েন্ট ও ওয়ার্ডরুমে বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করেন।

শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নবীন নাবিক এ/২০১৮ ব্যাচের শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ উপলক্ষে ২০ জুন ২০১৮, সন্ধ্যায় বানোজা তিহুমীর ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে নবীন নাবিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি উপস্থিত ছিলেন। এ সময় খুলনা নৌঅঞ্চলের সামরিক ও অসামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ সঙ্গীত উপস্থিত থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

বিএনএতে গেস্ট নাইট ও মেস নাইট উদ্‌যাপন

২৪ জুন ২০১৮, বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি অডিটোরিয়ামে ডিইও ২০১৮/এ ব্যাচের পাসিং আউট উপলক্ষে গেস্ট নাইট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কমান্ড্যান্ট কমডোর গোলাম সাদেক, (জি), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএনএ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম নুসরাত সাদেক। অনুষ্ঠানে পাসিং আউট ক্লাস ও প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আগত অতিথিবৃন্দকে মুগ্ধ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডে বিশেষ সাফল্য অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন বিশেষ অতিথি বেগম নুসরাত সাদেক। এ সময় চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিএনএর সকল কর্মকর্তা, পাসিং আউট ক্লাসের অতিথিবৃন্দ ও প্রশিক্ষণার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ২৮ জুন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের ব্যাংকুয়েট হলে ডিইও ২০১৮/এ ব্যাচের গ্র্যাজুয়েশন মেস নাইট অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে কমডোর নেভাল এডিয়েশন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পাসিং আউট ক্লাস, মিডশিপম্যান ও অফিসার ক্যাডেটগণ মেস নাইটে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিএনএর সকল কর্মকর্তা ও চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সঙ্গীত উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবের বিএনএ পরিদর্শন

২০ জুন ২০১৮, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি কমান্ড্যান্ট বিএনএ কমডোর গোলাম সাদেক, (জি), এনজিপি, এনসিসি, পিএসসি, বিএনএ এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে বিশেষ বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জাতির পিতার ভাস্কর্যের সামনে স্মারক আলোকচিত্রে অংশ নেন এবং বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্সের নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, ট্রেনিং উইং, লাইব্রেরি ও বিভিন্ন মডেল রুম পরিদর্শন করেন। এ ছাড়া তিনি একাডেমির ওয়েস্ট পয়েন্ট সমুদ্র সৈকত ও রেডকিন পয়েন্টের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন।

বিদায়ী সেনাপ্রধানের সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৪ জুন ২০১৮, বিদায়ী সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবু বেলাল মোহাম্মদ শফিউল হক, এসবিপি, এনডিসি, পিএসসি নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধানের সাথে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন। এ উপলক্ষে নৌসদর দপ্তর কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে বিদায়ী সেনা বাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে জাতিসংঘ প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৪ জুন ২০১৮, জিন ল্যাক্সইন্স, ইউএসজি, ডিপিকেও (ডিপার্টমেন্ট অব পিস কিপিং অপারেশন) এর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধানের সাথে নৌবাহিনী প্রধানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৪ জুন ২০১৮, নবনিযুক্ত বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শাল মাসিহজ্জামান সেরনিয়াবাত, বিবিপি, ওএসপি, এনডিইউ, পিএসসি বনানী নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধানের সাথে পরিচিতিমূলক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এ উপলক্ষে নৌসদর দপ্তর কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে নবনিযুক্ত বিমান বাহিনী প্রধানকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

নৌবাহিনী প্রধানের সাথে নেদারল্যান্ড রপ্তাদুতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২৮ জুন ২০১৮, ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ড দূতাবাসের রপ্তাদুত লিয়নি চুয়েলিনারি এবং সিনিয়র উপদেষ্টা অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কিত মুন্সজান খানম বনানী নৌসদর দপ্তরে নৌবাহিনী প্রধানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।



আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতায় নৌবাহিনী দলকে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি দিচ্ছেন সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল)

আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘আন্তঃবাহিনী কাবাডি প্রতিযোগিতা-২০১৮’। গত ১২ মে মিরপুরে নাবিক কলোনি কাবাডি মাঠে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সহকারী বিমান বাহিনী প্রধান (রক্ষণাবেক্ষণ) এয়ার ভাইস মার্শাল এম কামরুল এহসান, বিইউপি, এনডিসি, পিএসসি। এ সময় সশস্ত্র বাহিনীর পদস্থ সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক সামরিক ও অসামরিক সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। ১৬ মে প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (পার্সোনেল) রিয়ার এডমিরাল এম শাহীন ইকবাল, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পাঁচ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী দলের মোট ৩৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে নৌবাহিনী বনাম সেনা বাহিনী দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় নৌবাহিনী দল সেনাবাহিনী দলকে তিন পয়েন্টে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ ছাড়া নৌবাহিনী দলের সিপিও মিউজ আরদুজ্জামান মুন্সি অনবদ্য ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য শ্রেষ্ঠ কাবাডি খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। এ সময় তিন বাহিনীর উষ্ণতম কর্মকর্তা, সামরিক ও

অসামরিক সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়গণ উপস্থিত ছিলেন।

নৌবাহিনীর আন্তঃখাঁটি ভলিবল প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ‘আন্তঃখাঁটি ভলিবল প্রতিযোগিতা-২০১৮’ গত ১৮ এপ্রিল খুলনার নৌখাঁটি তিতুমীর ক্রীড়া কমপ্লেক্স মাঠে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপনী দিনে কমডোর কমান্ডিং খুলনা কমডোর সামসুল আলম, (জি), এনইউপি, এনডিইউ, পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় তিনি স্থানীয় পদস্থ নৌকর্মকর্তাগণ এবং বিপুল সংখ্যক নৌসদস্যসহ খেলাটি উপভোগ করেন। নৌবাহিনী খাঁটি তিতুমীরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ১১ হতে ১৮ এপ্রিল অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে। রাউন্ড রবীন লীগ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার ফাইনালে বানৌজা ইসা খান ও বানৌজা তিতুমীর অংশগ্রহণ করে। খেলায় বানৌজা তিতুমীর ৩-০ সেটের ব্যবধানে বানৌজা ইসা খানকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের রিয়াজ হাওলাদার, পিএম-১ টুর্নামেন্ট সেরা খেলোয়াড় হিসেবে পুরস্কার অর্জন করেন।

আন্তঃখাঁটি টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর আন্তঃখাঁটি ‘টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০১৮’ এর এ বছরের আয়োজন গত ১ এপ্রিল চট্টগ্রামে বানৌজা ইসা খান ক্রীড়া কমপ্লেক্সে সমাপ্ত হয়েছে। সমাপনী দিনে কমডোর সুপারিনটেনডেন্ট

ডকইয়ার্ড কমডোর মোহাম্মদ মঈনুল হক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ী ক্রিকেটারদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে স্থানীয় পদস্থ নৌকর্মকর্তাগণ এবং নৌবাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। বিএন ডকইয়ার্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা নৌঅঞ্চলের বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট নয়টি দল অংশগ্রহণ করে। ২৫ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত আট দিন ব্যাপী আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে ফ্রিগেট স্কোয়াড্রন ও স্পেশাল কমান্ড দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় ফ্রিগেট স্কোয়াড্রন দল ২৪ রানে স্পেশাল কমান্ড দলকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের সাব লেঃ মো.শাওকতুল

ইসলাম খান শাওন সমাপনী দিনের ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ পুরস্কারটিও তার হাতেই উঠেছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী টেনিস এবং স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা

বানৌজা ইসা খান এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ‘টেনিস ও স্কোয়াশ প্রতিযোগিতা-২০১৮’ অনুষ্ঠিত হলো। গত ১ মে ঘাঁটির টেনিস ও স্কোয়াশ কমপ্লেক্সে এই প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল রিয়ার এডমিরাল এম আবু আশরাফ, বিএসপি, এনসিসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সমাপনী দিনের খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। গত ২৫ এপ্রিল হতে শুরু হওয়া পাঁচ দিন ব্যাপী এ প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটির মোট ৪৫ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। পাঁচটি দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতার সমাপনী দিনে টেনিস (দ্বৈত) কমান্ডার এস এম মেজবাহ উদ্দিন ও লেঃ কমান্ডার মুস্তাফিজুর রহমান জুটি কমান্ডার এ এম সোয়েব ও লেঃ কমান্ডার জাহিদুল ইসলাম জুটিকে (৬-১), (৬-০) ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। টেনিস এককে কমান্ডার বিএন ফ্রিট এর কমান্ডার এস এম মেজবাহ উদ্দিন চ্যাম্পিয়ন ও রানার আপ হন কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের কমান্ডার এ এম রিয়াদ। এ ছাড়া ভেটারেন টেনিসের দ্বৈত খেলায় ক্যাপ্টেন কাজী মেহেদী মাসুদ ও লেঃ কমান্ডার সিরাজুল ইসলাম জুটি কমডোর এম জহির উদ্দিন ও কমান্ডার এম তরিকুল ইসলাম জুটিকে (৭-৫), (৬-০) ব্যবধানে পরাজিত

বাংলাদেশ নৌবাহিনী টেনিস এবং স্কোয়াশ প্রতিযোগিতার একাংশ



করেন। অপরদিকে স্কোয়াশ প্রতিযোগিতায় কমডোর এস এম জামিল হোসেন চ্যাম্পিয়ন ও কমান্ডার এম এহতেশামুল হক রানার আপ হন। সমাপনী অনুষ্ঠানে খেলাটি দেখার জন্য চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল আন্তঃজাহাজ ফুটবল প্রতিযোগিতা

২৫ এপ্রিল ২০১৮, চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল আন্তঃজাহাজ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা এরিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলায় নীল দল (বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম), লাল দল (বানোজা ঈসা খান) কে ৪-০ গোলে পরাজিত করে টুর্নামেন্ট সেরা হন। অনুষ্ঠানে ক্যাপ্টেন এ এ মাকসুস, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ ফুটবল প্রতিযোগিতা

৮ থেকে ১১ এপ্রিল ২০১৮, বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ ফুটবল প্রতিযোগিতা বিএন ফ্লিট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিএন ফ্লিটের মোট দশটি দল অংশগ্রহণ করে। ১১ এপ্রিল অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে বানোজা বঙ্গবন্ধু ১-০ গোলে বানোজা স্বাধীনতা ও প্রত্যয়ের সম্মিলিত দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতায় সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন বানোজা বঙ্গবন্ধুর সাব লেঃ ফাহিম ফয়সাল, (এক্স), বিএন (পিং নং ৩০৮২)। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ক্যাপ্টেন এম রাশেদ সাভার, (এন), পিএসসি, বিএন খেলাটি উপভোগ করেন এবং খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএন ফ্লিট আন্তঃজাহাজ ফুটবল প্রতিযোগিতার একাংশ



চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে প্রীতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

২৭ জুন ২০১৮, চট্টগ্রাম এরিয়া স্পোর্টস কমপ্লেক্সে বিএন ফ্লিট অফিসার বনাম ইন্ডিয়ান নেভি অফিসার এর মধ্যে প্রীতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় কমডোর আবু সাঈদ মোহাম্মদ আফজালুল হক, (ট্যাজ), পিএসসি, বিএন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ান নেভি ৪৯-৩৪ পয়েন্টে বিএন ফ্লিটকে পরাজিত করে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় ইন্ডিয়ান নেভি ও বিএন ফ্লিট এর কর্মকর্তা ও নাবিকগণ উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন।

বিএনএ'তে প্রীতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা

২২ এপ্রিল ২০১৮, বিএনএ জিমেনেসিয়ামে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি বনাম ৫৩তম বিএন জেএসটিআই এর প্রীতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বিএনএ ও জেএসটিআই এর সকল কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল আন্তঃজাহাজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

কমান্ডার চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চল আন্তঃজাহাজ পেন্টাথলন, শুটিং, পুলিং, দূরপাল্লার দৌড়, ব্যাডমিন্টন ও সেইলিং প্রতিযোগিতা-২০১৮, ২৪ থেকে ২৭ জুন পর্যন্ত বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম এর ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় বানোজা ঈসা খান চ্যাম্পিয়ন এবং বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম রানার আপ হওয়ার গৌরব



বাংলাদেশ বনাম ভারতীয় নৌবাহিনী কর্মকর্তা প্রীতি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার বিশেষ মুহূর্ত

অর্জন করে। সমাপনী দিবসে ঘাঁটির অধিনায়ক প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানোজা তিতুমীরে পেন্টাথলন, ব্যাডমিন্টন এবং ক্রস কান্ট্রি প্রতিযোগিতা

২২ থেকে ২৫ এপ্রিল ২০১৮, বানোজা তিতুমীরের ব্যবস্থাপনায় ঘাঁটির ড্রিলশেড এবং নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ অ্যাসল্ট গ্রাউন্ডে খুলনা নৌঅঞ্চলের পেন্টাথলন, ব্যাডমিন্টন এবং ক্রস কান্ট্রি প্রতিযোগিতা ২০১৮ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৫ এপ্রিল প্রতিযোগিতার সমাপনী দিবসে অধিনায়ক বানোজা তিতুমীর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। খেলায় নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় দল চ্যাম্পিয়ন এবং বানোজা তিতুমীর দল রানার আপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

বিএনএ অফিসার ক্যাডেটদের ইন্টারটপ সাঁতার ও ভলিবল প্রতিযোগিতা

২০-২১ এপ্রিল ২০১৮, বানোজা ঈসা খান এরিয়া সারভাইভাল সুইমিংপুল কমপ্লেক্সে বিএনএ এর ইন্টারটপ সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রশিক্ষণার্থী অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে 'মেইনটপ ডিভিশন' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। সমাপনী দিনে অধিনায়ক বানোজা আবু বকর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ ছাড়া ৮ থেকে ১০ মে পর্যন্ত

বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে আন্তঃটপ ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঘাঁটির জিমেনেসিয়াম ভলিবল কোর্টে তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত আন্তঃটপ ভলিবল প্রতিযোগিতায় ফক্সল, মেইনটপ ও কোয়ার্টারডেক ডিভিশন অংশগ্রহণ করে।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে যেমন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ মানসিকতা গড়ে তোলে অন্যদিকে তেমনি দলীয় লক্ষ্য অর্জনে পারস্পরিক সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাবও তৈরি করে। সমাপনী দিনে ট্রেনিং কমান্ডার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় ফক্সল ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হয়। এরপর প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানোজা ঈসা খান আন্তঃবিভাগ ও স্কুল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার সমাপনী

২২ এপ্রিল ২০১৮, ঈসা খান পিটি স্কুলের ব্যবস্থাপনায় বানোজা ঈসা খান আন্তঃবিভাগ ও স্কুল টেবিল টেনিস ২০১৮ এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ঈসা খান হ্যাঙ্গারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রেনিং কমান্ডার বানোজা ঈসা খান কমান্ডার এম কিবরিয়া হক, (ট্যাজ), পিসিজিএমএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, বিএন। প্রধান অতিথি খেলা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বানোজা শহীদ মোয়াজ্জমের আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার সমাপ্তি

২৫ এপ্রিল ২০১৮, বানোজা শহীদ মোয়াজ্জম আন্তঃস্কুল বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতায় তিনটি দল

অংশগ্রহণ করে। পয়েন্ট এর ভিত্তিতে লীগ পদ্ধতিতে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় সিম্যানশিপ স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলকে ২-০ সেটের ব্যবধানে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমের অর্ডিন্যান্স স্কুলের অফিসার ইনচার্জ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিএনএ'তে অফিসার ক্যাডেটদের ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বন্ধুর ও অজেয় পথে সাহসিকতার সাথে এগিয়ে চলা এবং আত্মশক্তিতে বলিয়ান হয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়াই করার সক্ষমতা যোগায়। প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে এ ধরনের উদ্দীপনা জাগিয়ে রাখতে গত ১১ মে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অফিসার ক্যাডেট ও মিডশিপম্যানদের ক্রসকান্ট্রি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিযোগিতায় মেইনটপ ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ সময় ট্রেনিং কমান্ডারসহ ঘাঁটির অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা

১৪ মে এ/২০১৮ ব্যাচের নবীন নাবিকদের অংশগ্রহণে, বানৌজা তিতুমীর ঘাঁটির নবীন নাবিক পেন্টাথলন গ্রাউন্ডে 'নবীন নাবিক আন্তঃবিভাগ পেশাগত প্রতিযোগিতা' অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে এ/২০১৮ ব্যাচের নবীন নাবিকেরা পেশাগত

কর্মকাণ্ডের ওপর প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করে। ক্রীড়া অনুষ্ঠানে কমান্ডার খুলনা নেভাল এরিয়া কমন্ডার সামসুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ/২০১৮ ব্যাচের নবীন নাবিকদের প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন ও বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় প্রধান অতিথি তার ভাষণে, নবীন নাবিক স্কুল থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন যোগ্য ও দক্ষ নাবিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে তরুণদের পরামর্শ দেন।

বিএনএ'তে ভারতীয় নৌবাহিনী কর্মকর্তাদের গলফ ম্যাচ

ভারতীয় নৌবাহিনী কর্মকর্তাদের আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমির গলফ মাঠে গত ২৮ জুন বিশেষ গলফ ম্যাচের আয়োজন করা হয়। খেলায় ভারতীয় নৌবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় কবির ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

২৮ জুন ২০১৮, বিএন কলেজ ঢাকায় যথাযোগ্য মর্যাদা, গভীর শ্রদ্ধা ও বিনম্র ভালোবাসায় জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হয়। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা, আলোচনা, পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন কলেজ ঢাকার অধ্যক্ষ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় নজরুলের জীবনের ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৯তম



বানৌজা ইসা খান আন্তঃবিভাগ ও স্কুল টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার একাংশ

জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্য, সংগীত, উপন্যাস, ছোটগল্প, শিশুতোষ রচনায় লিখিত বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। পরে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি। সবশেষে বিএন কলেজ ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় একটি মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

বিএন কলেজ ঢাকায় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন

১৭ এপ্রিল ২০১৮, ঐতিহাসিক মুজিব নগর দিবস। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অনন্য একদিন। যথাযোগ্য মর্যাদায় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ এই দিবসটি উদযাপনের জন্য গত ২৩ এপ্রিল বিএন কলেজ ঢাকায় রচনা প্রতিযোগিতা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার

বিতরণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঐতিহাসিক মুজিব নগর এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। এ সময় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বিএন কলেজ ঢাকার কৃতিত্ব

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিএন কলেজ ঢাকার স্কুল শাখার অষ্টম শ্রেণির কৃতি শিক্ষার্থী সাদ আহমেদ সিয়াম আবৃত্তি বিষয়ে 'খ' বিভাগে দ্বিতীয় স্থান এবং ৬ষ্ঠ শ্রেণির কৃতি শিক্ষার্থী নওরিন তাবাসসুম রিফিক তৃতীয় স্থান অর্জন করে। অপরদিকে অষ্টম শ্রেণির কৃতি শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান মাহী চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় 'খ' বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করে।

২১তম নৌস্কাউট লিডার বেসিক কোর্স

১০ মে ২০১৮, সহকারী নৌবাহিনী প্রধান (অপারেশন্স) এবং কমিশনার নৌস্কাউট রিয়ার এডমিরাল এম মকবুল হোসেন, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিইউ, পিএসসি বানৌজা শহীদ মোয়াজ্জমে আগমন করেন এবং ঘাঁটিতে চলমান '২১তম নৌস্কাউট লিডার বেসিক কোর্স-২০১৮' এর সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। এ সময় তিনি কোর্সে অংশগ্রহণকারী নৌস্কাউটদের পরিবেশনায় আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ঘাঁটির মনোনীত অফিসার এবং বিএন স্কুলের প্রশিক্ষকগণ যোগদান করেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিএন কলেজ ঢাকায় পালিত হয় ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস





নাবিক কলোনি মাঠে বৈশাখী মেলার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান ও বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম

বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন

১৪ এপ্রিল ২০১৮, বাংলা নববর্ষ-১৪২৫ উপলক্ষে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় নৌসদরের ফুটবল গ্রাউন্ডে 'পহেলা বৈশাখ-১৪২৫ প্রভাতী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন' এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এডমিরাল নিজামউদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম নাজমুন নিজাম। নববর্ষ ১৪২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার নৌপরিবার শিশু নিকেতন ঢাকা স্কুল এবং বিএন কলেজ ঢাকার ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে নাবিক কলোনি মাঠে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত সকল পদবীর কর্মকর্তা, নাবিক, বেসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ পরিবারসহ উপস্থিত ছিলেন।

বৈশাখী মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এবং বিশেষ অতিথি

ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম। এ সময় বানৌপক সংঘ কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখা, বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা ও কোস্ট গার্ড পরিবার কল্যাণ সংঘ এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বাংলা নববর্ষ-১৪২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নাবিক কলোনি-২ এ বর্ষবরণ অনুষ্ঠান এবং বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে কমান্ডার বিএন ফ্লিট রিয়ার এডমিরাল এম আশরাফুল হক, এনইউপি, এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের সকল প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ, জাহাজ ও ঘাঁটির অধিনায়কসহ সকল কর্মকর্তা, জেসিও ও তদনিম্ন পদবীর নাবিক, বেসামরিক কর্মকর্তা, কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়াও বানৌপক সংঘ খুলনা এবং কাপ্তাই উপশাখায় বৈশাখী মেলা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করা হয়।

বানৌপক সংঘের মেহেদী উৎসব

১৩ জুন ২০১৮, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় শহীদ মোয়াজ্জম হলে 'মেহেদী উৎসব-২০১৮' এর আয়োজন করা হয়। মেহেদী উৎসব প্রতিযোগিতায় ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত নৌসদস্যদের সন্তানেরা অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ

নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৪ জুন নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় 'মেহেদী উৎসব-২০১৮' অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএন লেডিস ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বেগম নাজমুন নিজাম। অনুষ্ঠানে বিএন

বিএন লেডিস ক্লাব ও বানৌপক সংঘের আয়োজনে সকল নৌঅঞ্চলে আয়োজিত হয় মেহেদী উৎসব



নৌপরিবার পরিক্রমা



বিএন লেডিস ক্লাব খুলনা শাখায় রন্ধন প্রশিক্ষণ কর্মশালা

লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান, কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ ও ঢাকা নৌঅঞ্চলে বসবাসরত কর্মকর্তাগণের কন্যা সন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ১১ জুন বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা, ১৪ জুন বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার উদ্যোগে বানৌজা তিতুমীর ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে এবং একই দিন বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখা ও বিএন লেডিস ক্লাব কাপ্তাই এর উদ্যোগে ‘মেহেদী উৎসব-২০১৮’ অনুষ্ঠিত হয়।

রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা

২৬ এপ্রিল ২০১৮, লেডিস ক্লাব খুলনা শাখায় সেখানকার কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণের অংশগ্রহণে রন্ধন বিষয়ক কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় দুটি উন্নতমানের খাবার রান্না করে দেখানো হয় এবং অন্যান্য রান্নার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম উপস্থিত থেকে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালা উপভোগ করেন। এ ছাড়া ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ খুলনা শাখা ও ১০ মে লেডিস ক্লাব খুলনা শাখার রন্ধন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। রন্ধন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিএনএফডব্লিউএ খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং সর্বস্তরের নাবিকগণের স্ত্রী ও কন্যা সন্তানগণ উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্নার ওপর সম্মুখ ধারণা প্রদান করা হয়। তাছাড়াও গত ২৫ এপ্রিল বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের নাবিক স্ত্রীদের অংশগ্রহণে রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা-১১ এবং ১০ মে রন্ধন বিষয়ক কর্মশালা-১২ এর আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কার্যনির্বাহী পরিষদের সকল সদস্যগণসহ নৌপরিবারের সদস্যরা রন্ধন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

বানৌপক সংঘ ও লেডিস ক্লাবের ইফতার মাহফিল

২৪ মে ২০১৮, বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ ঢাকা শাখার এবং ৩০ মে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার উদ্যোগে নৌসদরের সাগরিকা হলে ‘ইফতার মাহফিল-২০১৮’ এর আয়োজন করা হয়। ইফতার মাহফিলে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত কর্মীদের ও তদুর্ধ্ব পদবীর কর্মকর্তাদের স্ত্রীগণ এবং ১০০ জন নাবিকের স্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম। এ ছাড়াও ২১ মে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে চট্টগ্রাম সংঘের অডিটোরিয়ামে, ৩ জুন লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে কমান্ড মেসে, ১০ জুন বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার উদ্যোগে বানৌজা তিতুমীরের ফেয়ারওয়ে মাল্টিপারপাস হলে এবং ২২ মে বিএন লেডিস ক্লাব কাপ্তাই ও বানৌপক সংঘ কাপ্তাই উপশাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল আয়োজন করা হয়।

বিএন লেডিস ক্লাবের আয়োজনে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

১০ মে ২০১৮, নৌসদরের সাগরিকা হলে বিএন লেডিস ক্লাব, ঢাকা শাখার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ‘চলচ্চিত্র প্রদর্শনী’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিএন লেডিস ক্লাব ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ঢাকা নৌঅঞ্চলের কর্মরত আগ্রহী কর্মকর্তা, তাদের স্ত্রীগণ ও সন্তানগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট এনডব্লিউডব্লিউএ এর খুলনা নৌঅঞ্চল সফর

২৮ জুন ২০১৮, ভারতীয় নৌবাহিনী প্রধানের স্ত্রী রিনা লানবা, প্রেসিডেন্ট এনডব্লিউডব্লিউএ খুলনা নৌঅঞ্চল সফর করেন। সফরের অংশ হিসেবে তিনি নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনা, বানৌপক সংঘ খুলনা কমপ্লেক্স এবং নোঙর পরিদর্শন করেন। পরে নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বানৌপক সংঘ খুলনা কনফারেন্স রুমে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির পদ অলঙ্কৃত করেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার শ্রেণিকার্যক্রম, দেয়াল পত্রিকা, বানৌপক সংঘ খুলনার লাইব্রেরি, নৃত্য ও আবৃত্তি স্কুল ‘নিকুণ’, চিত্রাঙ্কন স্কুল ‘রংধনু’, সেলাই স্কুল ‘নিপুণ’ এবং কাউন্সেলিং কার্যালয়, খুলনা পরিদর্শন করেন এবং পরিদর্শন বইতে স্বাক্ষর করেন। পরে তিনি বানৌপক সংঘ খুলনার বৃত্তিকশপ নোঙর পরিদর্শন করেন। এ সময় চেয়ারম্যান বানৌপক সংঘ খুলনা, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ এবং বানৌপক সংঘ খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় ইনডোর গেমস ও শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

৮ মে ২০১৮, বানৌপক সংঘ খুলনা আয়োজিত বার্ষিক ‘ইনডোর গেমস ও শিশুস্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা-২০১৮’ এর পুরস্কার ও সেলাই প্রশিক্ষণ সনদ বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বানৌপক সংঘ খুলনার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার এবং সেলাই প্রশিক্ষণে

উত্তীর্ণদের মাঝে সনদপত্র প্রদান করেন। ইনডোর গেমস প্রতিযোগিতায় লুডু একক ও দ্বৈত, কেরাম একক ও দ্বৈত, ব্যাডমিন্টন একক ও দ্বৈত এবং দাবাসহ সাতটি ইভেন্টে মোট ৬০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতায় ক, খ এবং গ গ্রুপে মোট ১২ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এতে ‘ক’ গ্রুপে তাজরিয়ান বিনতে রাইয়ান, ‘খ’ গ্রুপে নিশাত তাসনিম এবং ‘গ’ গ্রুপে উম্মে তাহসীন তোয়া প্রথম স্থান অধিকার করে।

ঢাকায় অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

১ এপ্রিল ২০১৮, বাংলাদেশ বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ‘অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৮’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সংঘের চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এ সময় বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি ফেস্টুন ও কবুতর উড়িয়ে অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রতিযোগিতায় ১ হতে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত দাবা, লুডু এবং কেরাম খেলার সূচি অনুযায়ী খেলা পরিচালনা করা হয়।

খুলনায় সনদপত্র প্রদান অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘের ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিএনএফডব্লিউএ খুলনা ও বিএন লেডিস ক্লাব খুলনার ব্যবস্থাপনায় গত ২৩ মার্চ বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা প্রাঙ্গণে এবং জাতিসংঘের বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান উদযাপন উপলক্ষে কর্মডোর কমান্ডিং খুলনার ব্যবস্থাপনায় ২৪ মার্চ সাংস্কৃতিক

বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন সংঘের ঢাকা শাখার চেয়ারম্যান বেগম মনিরা রওশন ইকবাল





শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে বানৌপক সংঘের সদস্যবৃন্দ

অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। দুটি অনুষ্ঠানে বিএন স্কুল অ্যান্ড কলেজ খুলনা, নেভি অ্যাংকরেজ খুলনা এবং নৌপরিবার শিশু নিকেতন খুলনার যে সকল শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশগ্রহণ করেছে, তাদেরকে খুলনা নেভাল কমান্ড ও বিএনএফডব্লিউএ খুলনার পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। ৯ এপ্রিল বানৌপক সংঘ খুলনা কমপ্লেক্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমডোর কমান্ডিং খুলনা প্রধান অতিথি হিসেবে এবং চেয়ারম্যান বিনএনএফডব্লিউএ খুলনা বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের মাঝে সনদ ও উপহার প্রদান করেন।

শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা

২৫ এপ্রিল ২০১৮, বানৌপক সংঘ ঢাকা শাখার ব্যবস্থাপনায় সংঘের নিজস্ব কার্যালয়ে (নোঙর ভবনে) 'শিশু স্বাস্থ্য প্রতিযোগিতা ২০১৮' এর আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় তিনটি গ্রুপে ঢাকা নৌঅঞ্চলে কর্মরত নাবিক, এমওডিসি (নৌ) এবং অসামরিক সদস্যদের নবজাতক হতে পাঁচ বছরের শিশুরা অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করা হয়।

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের আয়োজন

বানৌপক সংঘের প্রেসিডেন্ট বেগম নাজমুন নিজাম এর দিক নির্দেশনায় নাবিক জীবনের যান্ত্রিকতা নিরসন, কর্মসূচী ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে নাবিক পরিবারের কোমলমতি সন্তান ও পরিবারের জন্য দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ২৬ এপ্রিল বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। এ প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক পরিবারের সন্তান ও তাদের অভিভাবকগণ চট্টগ্রাম চিড়িয়াখানা ভ্রমণ করে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও মনোরম

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। এ ছাড়া গত ১২ মে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে নাবিক পরিবারের সন্তান ও তাদের অভিভাবকগণ অগ্রাবাদ শিশু পার্ক ভ্রমণ করে উড়াল ট্রেনসহ বিভিন্ন ধরনের খেলনা ও পার্কের নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করেন। ৮ মে বানৌপক সংঘ কান্টাই উপশাখা এর উদ্যোগে কান্টাই শেখ রাসেল এভিয়ারি অ্যান্ড ইকো পার্কে ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হয়। অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তা ও নাবিক পরিবারবর্গ ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে ভ্রমণটি উপভোগ করে।

আশার আলো স্কুল পরিদর্শন

৩০ এপ্রিল ২০১৮, রাশিয়ার চার জন নৌসদস্য বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম পরিচালিত আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। এ সময় আশার আলো স্কুলের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, অধ্যক্ষ ও বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার কোষাধ্যক্ষ স্কুলের কার্যক্রম সম্পর্কে অতিথিদের বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেন। পরিদর্শনে আগত দলটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্লাসরুম ঘুরে দেখেন এবং প্রত্যেক শ্রেণিশিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। এরপর ১০ মে অডিওলোজিস্ট ডাঃ সোনিয়া সুলতানা আশার আলো স্কুল পরিদর্শন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ক্লাসরুম পরিদর্শন করেন এবং আশার আলো স্কুলের কনফারেন্স রুমে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ১৩ মে চট্টগ্রাম জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম আশার আলো

স্কুল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তার সম্মানে আশার আলো কনফারেন্স রুমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

খুলনায় আচার প্রতিযোগিতা

১৩ মে ২০১৮, বানৌপক সংঘ খুলনা শাখায় 'আচার প্রতিযোগিতা-২০১৮' এর আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বানৌপক সংঘের খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম উপস্থিত ছিলেন। আচার প্রতিযোগিতায় বানৌপক সংঘ ও লেডিস ক্লাব খুলনার কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রতিযোগিতায় খুলনা নৌঅঞ্চলের নাবিক স্ত্রীগণ সুস্বাদু আচার তৈরি করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন।

সিয়ামের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়ক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিবার কল্যাণ সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে সিয়ামের গুরুত্ব ও ফজিলত বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গত ১৩ মে অনুষ্ঠিত এই আলোচনা সভায় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় একজন অতিথি বক্তা রমজানের তাৎপর্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ এবং চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নাবিক স্ত্রী ও তাদের কন্যাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া ২৮ মে বিনএনএফডব্লিউএ খুলনার ব্যবস্থাপনায়

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও হামদ-নাত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে খুলনা নৌঅঞ্চলে কর্মরত নাবিকদের পরিবারবর্গ অংশগ্রহণ করেন। বানৌপক সংঘ খুলনা শাখার চেয়ারম্যান বেগম আফসানা আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

চট্টগ্রামে কিরাত ও হামদ-নাত প্রতিযোগিতা

বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে নাবিক পুত্রদের অংশগ্রহণে কিরাত প্রতিযোগিতা ও কন্যাদের অংশগ্রহণে হামদ-নাত প্রতিযোগিতা সংঘের চট্টগ্রাম শাখার কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ৩ জুন অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বানৌপক সংঘ চট্টগ্রাম শাখার চেয়ারম্যান বেগম লায়লা ফারজানা, জেনারেল সেক্রেটারি, সচিব (গণসংযোগ) ও কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের মধ্য হতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান বিজয়ীদের নির্ধারণ করেন।

বিনএন ফ্রিট লেডিস ক্লাব চিলড্রেন গেমস পুরস্কার বিতরণ

২৬ মে ২০১৮, লেডিস ক্লাব চট্টগ্রাম শাখার উদ্যোগে কমান্ড মেসে 'চিলড্রেন গেমস-২০১৮' এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম লেডিস ক্লাবের চেয়ারম্যান বেগম ফারজানা কবির। চট্টগ্রাম নৌঅঞ্চলে কর্মরত অফিসারদের পরিবারবর্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

চট্টগ্রাম আশার আলো স্কুল পরিদর্শনকালে রাশিয়ার নৌসদস্যগণ





আফিম যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র লড়াই কওলুনের যুদ্ধ

কওলুনের যুদ্ধ ইতিহাসের কোনো বিরাট নৌযুদ্ধ নয় বরং এটি কারো কারো কাছে দাঙ্গা হিসেবেই সমধিক বিবেচিত। তবে এই যুদ্ধই এশিয়ায় ঔপনিবেশিক শাসনের বাঁক বদলে দিয়েছিল, সূচিত হয়েছিল প্রথম আফিম যুদ্ধ। তাই একে বলা হয় 'আফিম যুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র লড়াই'। ১৮৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে চীনের কওলুন নামক স্থানে ব্রিটিশ ও চাইনীজ জাহাজের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কওলুন জায়গাটি বর্তমান হংকং-এ অবস্থিত।

জার্ডিন, ম্যাটারসন অ্যান্ড কোম্পানির কার্ণাটিক ও ম্যাসালোরের নাবিকেরা ১৮৩৯ সালের ৭ জুলাই কওলুনে জাহাজ ভিড়ায়। অন্যান্য আমেরিকান ও ব্রিটিশ জাহাজের নাবিকেরাও তাদের সাথে যোগ দেয়। এই সময় কয়েকজন নাবিক ভাত হতে তৈরি এক বিশেষ মদ 'স্যামগু' পান করার পরে, সিম শা সুই গ্রামের লিন ওয়েলক্সি নামের এক স্থানীয় অধিবাসীকে মারধর করে। লিন ওয়েলক্সি পরের দিন মারা যায়।

তখনকার চীনের আইন ছিল ব্রিটিশ আইন থেকে আলাদা। সেই আইন অনুযায়ী কোনো একজন নাবিক বা একক ব্যক্তিকে এই ঘটনায় দায়ী না করে, সবাইকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। চীনের ইম্পেরিয়াল কমিশনার লিন জেন্সু দোষীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন। আগস্টের ১২ তারিখে ক্যাপ্টেন এলিয়ট আলদাভাবে অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেন এবং নৌবিভাগের আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেন। এতে দুইজন নাবিককে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং প্রত্যেককে ১৫ পাউন্ড করে জরিমানা ও ইংল্যান্ডের কারাগারে তিন মাস করে সশ্রম

কারাদন্ডের রায় দেওয়া হয়। চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে কোনো অপরাধী নাবিককে হস্তান্তর না করায় লিন এই বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি ক্যাপ্টেন এলিয়টের এই আদালত ও বিচার প্রক্রিয়াকে চীনের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন হিসেবে দেখেন।

আগস্টের ১৫ তারিখে লিন একটি ফরমান জারি করেন। সেখানে ব্রিটিশদের কাছে খাদ্য বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়। অন্যদিকে, ম্যাকাওতে ব্রিটিশদের অধীনে কাজ করা চীনা শ্রমিকদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পার্ল নদী যেখানে সমুদ্রে মিশেছে সেখানে যুদ্ধজাহাজ এসে পৌঁছে এবং তারা লক্ষ্য করে যে ওপরের দিকে মিঠা পানিতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগস্টের ২৪ তারিখে ম্যাকাও এর পত্নীগীজ গভর্নর ঘোষণা দেয় যে চীনারা তাকে বলেছে কলোনি থেকে ব্রিটিশদের বের করে দিতে।

২৫ আগস্ট প্রাক্তন সুপারিন্টেন্ডেন্ট জন অ্যাস্টেল এলিয়টকে প্রস্তাব দেন যে ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে হংকং এর দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক। আগস্ট মাসের শেষের দিকে হংকং এর পোতাশ্রয়ে ৬০টি জাহাজে ২০০০ লোক জড়ো হয়। সেখানে কোনো ফ্রেশ খাবার বা পানি ছিল না। জাহাজগুলোতে যারা ছিল তাদের মধ্যে ইউরোপিয়ান বণিক, খালাসি, নাবিক এবং কয়েক ডজন ব্রিটিশ পরিবার আটকা পড়েছিল। আগস্টের ৩০ তারিখে ভোলেজ ও হায়াসিহু জাহাজ দুটিকে হংকং এ নিয়ে যাওয়া হয়। এই সময় ক্যাপ্টেন এলিয়ট কওলুনের কর্মকর্তাদের সাবধান করে দেন যে, এই নিষেধাজ্ঞা চলতে থাকলে তার পরিণতি হবে যুদ্ধ।

সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখে, ক্যাপ্টেন এলিয়ট খাবার আনার জন্য লুইজা কাটারে করে, পার্ল নামের ছোট একটা জাহাজ ও ভোলেজ জাহাজের ছোট একটি নৌকা সাথে নিয়ে কওলুনে যান। সেখানে গিয়ে তারা দেখেন যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে তিনটি চীনা জাহাজ সেখানে উপস্থিত, তারা ব্রিটিশদের নিয়মিত খাদ্যদ্রব্য পরিবহনে বাধা দেয়। ক্যাপ্টেন এলিয়ট তখন দোভাষী কার্ল গুটজালফকে আরও দুই জনসহ ছোট একটি নৌকায় করে কেন্দ্রীয় জাহাজটির কাছে পাঠান। এলিয়ট ভেবেছিলেন ওই জাহাজটি আসলে কমান্ডিং জাহাজ। গুটজালফ সাথে করে দুটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। সেগুলোর একটাতে বলা হয়েছিল খাদ্যদ্রব্য পরিবহনের ব্যবস্থা যেন আগের মত করা হয় এবং আরেকটিতে বলা হয়েছিল কলোনির মিঠা পানিতে যাতে আর বিষ মেশানো না হয়। চীনাদের একজন মুখপাত্র চিঠি দুটি পড়ার পরে জানায় যে এই পদক্ষেপ নেওয়ার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা তাদের হাতে নেই। গুটজালফ তখন

নৌকর্মকর্তাদের অনুরোধ করেন যে, তারা যেন স্থানীয় অধিবাসীদের ব্রিটিশদের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং তাদেরকে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির অনুমতি দেয়। গুটজালফ কয়েকবার দুই পক্ষের মধ্যে দূত হিসেবে যাতায়াত করেন। এলিয়টের মতে, চীনারা পাঁচ-ছয় ঘন্টা দেরি এবং ছলচাতুরীর পরে পণ্য কিনতে দিতে রাজি হয়। তিনি নৌকায় করে কয়েকজনকে টাকা দিয়ে জিনিস কিনে আনার জন্য তীরে পাঠিয়েছিলেন। তারা কাজটা সম্পন্নও করেছিল। জিনিস কিনে তারা ফিরে আসে। কিন্তু চীনা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আবার জিনিসগুলো ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এলিয়ট তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, তিনি এটা শুনে মারাত্মকভাবে প্ররোচিত হন এবং জাহাজ থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করেন। এর জবাবে চীনারা তীর থেকে গোলা নিক্ষেপ শুরু করে। আধাঘন্টার মত পাল্টাপাল্টি গোলা নিক্ষেপ চললে ব্রিটিশ জাহাজের সরঞ্জাম শেষ হয়ে আসে এবং তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়। আবার গোলাবারুদে পরিপূর্ণ হয়ে লুইজা ও পার্ল যুদ্ধে ফিরে আসে এবং পূর্বের অবস্থান পুনরুদ্ধার করে। এই যুদ্ধের ফলে একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত থাকে। তিনজন ব্রিটিশ এই যুদ্ধে আহত হয়েছিল এবং কয়েকজন চীনা নাগরিক নিহত হয়।

অনেকদিন ধরেই ব্রিটিশদের আফিম ব্যবসাকে কেন্দ্র করে চীনের সাথে যে যুদ্ধ আসন্ন ছিল কওলুন যুদ্ধের ফলে তা প্রথম আফিম যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। তিন বছর ব্যাপী এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে ব্রিটেন চীনে ব্যবসা করার অনুমতি আদায় করে নেয়- হংকংকে ব্রিটিশদের কাছে হস্তান্তর করা হয় এবং ব্রিটিশরা পাঁচটি বন্দরে প্রবেশের সুযোগ পায়।



NOUPARIKROMA
a quarterly publication by
Bangladesh Navy